আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা—কবুল কর আমার এবাদত, নামিয়ে দাও আমার পাপের বোঝা, ফয়সালাহ্ করে দাও আমার সব কাজকে পবিত্র কর আমার অন্তরকে, আলোকিত করে দাও আমার কবরকে, মাফ করে দাও আমার গুনাহকে, মাঙ্গছি তোমার কাছ থেকে বেহেশ্‌তে উঁচু মর্যাদা আমীন। (এই দোয়া শেষ করে মকামে ইব্রাহীমে আসুন এবং দু রাকাত নামাজ পড়ুন। তাওয়াফের ওয়াজেব নামাজ বলে নিয়ত করবেন ও ছালাম ফেরানোর পর নীচের দোয়া পড়ুন।)

মকামে ইব্রাহীমের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِىْ وَ
تَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَتَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ
ذُنُوْبِىْ ○ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا
صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِىْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ وَرِضَاءً
مِنْكَ بِمَا قَسَمْتَ لِىْ اَنْتَ وَلِيِّىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ○ تَوَ
فَّنِىْ مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○ اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا فِىْ مَقَا
مِنَا هٰذَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً اِلَّا
قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا فَيَسِّرْ اُمُوْرَنَا وَاشْرَحْ صُدُوْرَنَا وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا
وَاخْتِمْ بِالصّٰلِحَاتِ اَعْمَالَنَا - اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا
بِالصّٰلِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○
وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً
مِنْ كُلِّ دَاءٍ ○

হে আল্লাহ! আমার অন্তর বাহির দু'ই তুমি জান, কাজেই আমার অনুশোচনা কবুল কর, তুমি জান আমার অভাব কাজেই পূরণ কর আমার প্রার্থনা তুমি জান আমার মনের কথা কাজেই ক্ষমা কর আমার গুনাহ; হে আল্লাহ তোমার কাছে চাই এমন ঈমান যা অন্তরে গেঁথে থাকবে, চাই দৃঢ় একীন যেন বুঝতে পারি যে, আমার ভাল-মন্দ তোমারই ইচ্ছেয় হচ্ছে, চাই পূর্ণ তৃপ্তি তোমার দেওয়া কিসমতে, তুমি আমার বন্ধু দুনিয়া এবং আখরাতে, মৃত্যু দিও আমাকে মুসলিম হিসেবে; দাখিল কর আমাকে নেক-বান্দাদের দলে, হে আল্লাহ আমার একটি গুনাহ যেন এখানে ক্ষমার বাকী না থাকে আর আমার সব মুস্‌কিল আসান করে দাও, সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও, অন্তরকে খুলে দাও, আলোকিত করে দাও আত্মাকে, আমলকে নেক আমলে পরিণত করে দাও; হে আল্লাহ! মৃত্যু দিও মুসলমান হিসেবে, শামিল কর আমাকে নেক বান্দাদের মধ্যে বিনা অপমনে এবং বিনা বাধায় আমীন। হে বিশ্বপালক! আল্লাহর রহমত হউক তাঁর দোস্ত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর উপর এবং তার সব আল ও আসহাবের উপর। (এরপর জমজম শরীফে আসুন এবং কেবলামুখী হয়ে বিসমিল্লাহ পড়ে তিন নিঃশ্বাসে তৃপ্তি সাথে আবে জমজম পান করুন আর আলহামদুলিল্লাহ বলে এই দোয়া পড়ুন:—) হে আল্লাহ তোমার কাছে চাচ্ছি আমি ফলপ্রদ জ্ঞান স্বচ্ছল জীবিকা। আর সকল রোগ থেকে আরোগ্য।

নবীয়ে করীম (ছঃ) এর কবর শরীফ জেয়ারতের সময় দরূদ ও ছালাম এইভাবে পড়িবে

সালাম

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ -
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ -
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِىَّ اللّٰهِ -

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرِ خَلْقِ اللهِ ۔

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ۔

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَحْبُوْبَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ ۔

صَلٰوةُ اللهِ عَلَيْكَ وَسَلَامُهٗ دَائِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ

اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

BANGLA ISLAMIC ACADEMY
MADNI MASJID, DEOBAND-247554, U.P.

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

দিল্লী ও কাকরাইলের মুরুব্বিয়ানে কেরামের এজাজতে লিখিত

ফাজায়েলে ছাদাকাত

প্রথম খণ্ড

فضائل صدقات (حصہ اول)

মূল: লিখক
শায়খুল হাদীছ হজরত মাওলানা হাফেজ
মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী (রহঃ)
কর্তৃক সরাসরি দোয়া ও এজাজত প্রাপ্ত

অনুবাদক
মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ
মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন, রিসার্চ স্কলার

পেশ কালাম

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি তাঁহার অপরিসীম অনুগ্রহে আমাদিগকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি করতঃ তাঁহার হাবীবে পাক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঈমান একীন ও এলেম এবং মারফতের মত দৌলত দান করিয়াছেন। অতঃপর লক্ষ কোটি ছালাম ও দরূদ সেই মাহবুবে খোদার প্রতি যাঁহাকে রহমতুল্লিল আলামীন আখ্যা দিয়া তাঁহার উছিলায় কুল মাখলুকাতকে সৃজন করিয়াছেন।

আলহাম্‌দু লিল্লাহ! শায়খুল হাদীছ ছায়্যেদুল আওলিয়া হজরত মাওলানা হাফেজ মোঃ জাকারিয়া ছাহারানপুরী ছাহেব (রঃ) কৃত সারা বিশ্ব-মুছলিমের সর্বাধিক জনপ্রিয় উর্দু গ্রন্থ "ফাজায়েলে ছাদাকাতের" বঙ্গানুবাদ আজ বাংলার মুসলিম সমাজের সম্মুখে পেশ করা হইল, যে কোন মুসলমানকে আল্লাহ্ পাকের খাঁটি প্রেমিক বান্দা হিসাবে গড়িয়া ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে প্রকৃত সুখ শান্তি হাছেল করার জন্য হজরত শায়েখের রচিত ইহা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বুজুর্গানে দ্বীনের নির্দেশে সরল সহজ ভাষায় অনুবাদ করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ইহা সত্ত্বেও আমার দুর্বলতা এবং অযোগ্যতা বশতঃ ইহাতে ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক, তাছাড়া টাইপের ছাপা হিসাবে ছাপাগত ভুলভ্রান্তি থাকা মোটেই বিচিত্র নয়, তাই প্রিয় পাঠকদের খেদমতে আরজ যদি কোন ভাই আমাকে কোন ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করান তবে আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। বন্ধুদের খেদমতে আরও সবিনয় নিবেদন এই যে এই কিতাবের দ্বারা যদি কেহ বিন্দুমাত্রও উপকৃত হন তবে আপনাদের নেক দোয়ায় এই অধমকেও সামিল করিবেন যেন আল্লাহ পাক আমাকেও এই সবের উপর আমল করিবার তওফীক দান করেন এবং ইহার উছিলায় পরকালে নাজাত দান করেন, "আমীন।"

অনুবাদক

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাল আল্লার রাস্তায় ব্যয় করার ফজীলত ৩৪৩
মালের কতটুকু অংশ দান করিতে হয় ৩৪৮
আল্লাহকে কর্জ দেওয়ার অর্থ কি ৩৫১
আমল ছয় প্রকার ও মানুষ চার প্রকার ৩৫৩
ছদকা গোপনে না প্রকাশ্যে করা ভাল ৩৫৫
সাত ব্যক্তি আরশের ছায়ারনীচে স্থান পাইবে ৩৫৯
ছদকায় মাল বাড়ে আর সুদে ধ্বংস হয় ৩৬২
প্রিয়তম বস্তুদান না করিলে প্রকৃত নেকী পাওয়া যায় না ৩৬৩
হজরত আবুজর গেফারীর বদান্যতা ৩৬৪
প্রকৃত ঈমানদারের নিদর্শন ৩৭২
কোরানে পাকে মা আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা ৩৭৬
তাহাজ্জুদ নামাজের ফজীলত ৩৭৮
নকল ছদকা পাওয়ার উপযুক্ত কারা ৩৮৪
উত্তরাধীকার সুত্রে পাওয়া মাল হইতে দান করার নির্দেশ ৩৮৫
পবিত্র কোরানে আনছারদের প্রশংসা ৩৮৭
মেহমানদারীর অপূর্ব ঘটনা ৫৯
মৃত্যুর সময় আল্লাহর দরবারে বান্দার আখেরী ফরিয়াদ ৩৯১
বেহেশতীদের নাজ নেয়ামতের বর্ণনা ৩৯৮
দাতাও বখিলের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া ও বদ দোয়া ৪০৫
প্রিয়নবীজীর এন্তেকালের রাত্রে ঘরে বাতি জালাইবার তৈল ছিল না ৪০৮
মেঘের মধ্যে দাতার নাম শুনা গেল ৪১৭
ছদকার দরুণ ফাহেশা নারীও মাফ পাইল ৪১৮
কোন বস্তু কেহ চাহিলে নিষেধ করা না জায়েজ ৪৩১
ইছালে ছওয়াব ৪৩৪
মৃত্যুর পর তিনটি ব্যতীত যাবতীয় আমল বন্ধ হইয়া যায় ৪৩৬
জনৈকা পূণ্যবতী মহিলার কেচ্ছা ৪৩৮

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রতিবেশীর হক ৪৪৪
জবান সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালী (রঃ)-এর অভিমত ৪৪৯
মেহমানের মেহ্‌মানদারী কিভাবে করিতে হয় ৪৫২
ইমাম জয়নুল আবেদীনের অছিয়ত ৪৫৫
হজরত আলী ও ফাতেমার ঘটনা ৪৫৯
মহিলাদের স্বামীর মাল ছদকা করার হুকুম ৪৬২
ছদকা বলিতে কোন্‌ কোন্‌ জিনিসকে বুঝায় ৪৬৫
কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম তিন ব্যক্তির বিচার হইবে ৪৭০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃপণতার নিন্দা সম্পর্কে ৪৭১
কৃপণ ও অহঙ্কারীদের সাজা ৪৭৪
জাকাত আদায় না করার ভীষণ শাস্তি ৪৭৭
দান খয়রাত কবুল না হওয়ার একমাত্র কারণ ৪৮০
কৃপণতা এবং অপব্যয় দুটাই সমান অপরাধ ৪৮২
কাহাকেও ধনী কাহাকেও গরীব কেন করা হইল ৪৮৩
এতিমের সহিত অসদ্ব্যবহারের ভয়াবহ পরিণাম ৫০০
দাতা ও কৃপণের প্রকৃত পরিচয় ৫১০
একটি বিড়ালকে অনাহারে রাখার পরিণাম ৫১৪

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا - اَمَّا بَعْدُ

পেশ কালাম

আল্লাহর রাস্তায় অর্থ সম্পদ ব্যয় করা সম্পর্কে এই কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখিত হইয়াছে। ফাজায়েলে হজ্ব নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে আমি লিখিয়াছিলাম যে চাচাজান হজরত মাওলানা ইলিয়াছ (রঃ) ফাজায়েলে ছাদাকাত নামক একটি গ্রন্থ লিখিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত ছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতে এই সম্পর্কে তিনি আমাকে যথেষ্ট তাকীদও করিতে থাকেন। এমন কি একবার আছরের নামাজের একামত হইতেছিল ঠিক এমনি সময়ে তিনি সারি হইতে মুখ বাহির করিয়া এই অধমকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ ফরমাইলেন দেখ এই ব্যাপারে তুমি কখনও ভুল করিওনা। চাচাজানের এতসব তাকীদ সত্বেও আমার অলসতার দরুণ ইহাতে বিলম্ব ঘটিতে থাকে। ইত্যবসরে তাক্‌দীরের জোরে আমাকে ১৩৬৬ হিঃ সনে দীর্ঘদিনের জন্য দিল্লীর বস্তিয়ে নিজামুদ্দিনে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল তখন আমি ফাজায়েলে হজ্ব নামক গ্রন্থ লিখিতেছিলাম এবং ঐ গ্রন্থখানীর সংকলন শেষ হওয়ার পরও ছাহারানপুর ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগ হইতেছেনা দেখিয়া ১৩৬৬ হিঃ সনের ২৪শে শাওয়াল বুধবার এই গ্রন্থখানির সংকলন আরম্ভ করিয়া দেই।

আমার অযোগ্যতা সত্বেও আল্লাহ পাকের অবর্ণনীয় রহমতের উপর ভরসা করিয়া আশা করিতে পারি যে তিনি কিতাব খানির

সংকলন শেষ পর্যায়ে পৌঁছাইয়া কবুল করিবেন।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ○

এই কিতাবে সর্ব মোট ৭টি পরিচ্ছেদ থাকিবে, প্রথম পরিচ্ছেদে থাকিবে আল্লাহর রাস্তায় দান করার ফজীলত। ২য় পরিচ্ছেদে কৃপণতার কুফল। ৩য় পরিচ্ছেদে আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কিত কঠোর নির্দেশ। ৪র্থ পরিচ্ছেদে জাকাত ফরজ হওয়া ও উহার ফজীলত সম্পর্কে। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে পরহেজগারী ও ছওয়াল না করার জন্য উৎসাহিত করা। ৭ম পরিচ্ছেদ বুজুর্গানে দ্বীন ও আল্লাহর রাস্তায় যাহারা দান করিয়াছেন তাহাদের ঘটনাবলী সম্পর্কে।

ফাজায়েলে ছাদাকাত

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ফজীলত

আল্লাহ পাকের কালাম এবং তাঁহার প্রিয় সত্যবাদী রাছুলের হাদীছ সমূহে ধনসম্পদ আল্লার রাহে খরচ করার ব্যাপারে এত বেশী উৎসাহিত করা হইয়াছে যে যাহার কোন সীমা রেখা নাই। ঐসব পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে ধনসম্পদ নিকটে রাখার বা সঞ্চিত করার কোন বস্তুই নহে বরং আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে দান করার জন্যই যেন এই সবের সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে যাহা কিছু এরশাদ হইয়াছে উহার এক দশমাংশ বর্ণনা করাও সাধ্যাতীত, তাই আমার অভ্যাস মোতাবেক নমুনা স্বরূপ কিছু সংখ্যক আয়াত ও হাদীছের অনুবাদ পেশ করিতেছি।

আয়াত নং (১)

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا
اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ -
اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - بقره

অর্থ : (এই কোরআনে মজীদ) ঐসব খোদাভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক যাহারা অদৃশ্য বস্তু সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ কায়েম করে ও আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে কিছুটা দান খয়রাতও করে আর যাহারা আপনার উপর নাজেল কৃত কিতাব ও আপনার পূর্ববর্তী পয়-

গাম্বরদের প্রতি নাজেল কৃত কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখেরাতের উপর ও রহিয়াছে তাহাদের অটল বিশ্বাস। তাহারাই খোদা প্রদত্ত সত্য পথের পথিক এবং তাহারাই প্রকৃত সফলকাম।

ফায়েদা ঃ এই আয়াত শরীফে কয়েকটি বস্তু বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

(ক) "খোদাভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক" অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে মালিকের ভয় নাই, মালিককে মালিক বলিয়া জানে না, সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যে অজ্ঞ, কোরআন কর্তৃক প্রদর্শিত পথ কি করিয়া তাহার দৃষ্টি গোচরে আসিবে। রাস্তা ত সেই ব্যক্তিই দেখিতে পায় যাহার দৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে, যার চক্ষু নাই সে কি করিয়া দেখিতে পাইবে। ঠিক তদ্রূপ যার অন্তরে মলিকের ভয় নাই সে মালিকের আদেশ নিষেধের পরওয়াই বা কি করিবে?

(খ) নামাজ কায়েম করার অর্থ হইল নামাজের যাবতীয় নিয়ম কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গুরুত্ব সহকারে উহা আদায় করা, যাহার বিস্তারিত বর্ণনা ফাজায়েলে নামাজ নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নামাজ কায়েম করার অর্থ হইল রুকু ছেজদা ঠিকমত আদায় করিয়া খুশু খুজু ও বিনয়ের সহিত নামাজ পড়া। হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, নামাজ কায়েম করার অর্থ হইল সময়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া রুকু ছেজদা ঠিক ঠিক ভাবে আদায় করা।

(গ) ফালাহ শব্দের অর্থ কামিয়াবী বা সাফল্য। যেখানেই এই শব্দ আসিয়াছে দুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় সফলতাকেই বুঝান হইয়াছে।

ইমাম রাগেব (রঃ) বর্ণনা করেন পার্থিব কামীয়াবী ঐসব গুণাবলী হাছেল করার নাম যদ্দারা দুনিয়াবী জিন্দেগী উন্নতর হইয়া যায় যেমন পরমুখাপেক্ষী না হওয়া এবং মান-মর্যাদার অধিকারী হওয়া। আর পারলৌকিক কামিয়াবী হইল চার বস্তুর সমষ্টি। ঐ স্থায়িত্ব যার কোন ধ্বংস নাই, ঐ ঐশ্বর্য্য যেখানে কোন অভাবের লেশ মাত্র ও নাই। ঐ ইজ্জত যথায় কোন যিল্লাত নাই। ঐ জ্ঞান যেখানে কোন মূর্খতা নাই। আয়াতে পাকে যখন স্বাভাবিক কামিয়াবী বলা হইয়াছে তখন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কামিয়াবীই উহার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে।

আয়াত নং (২)

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى
الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ○

অর্থ ঃ আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন তোমরা নামাজ পড়ার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরাইবে ইহাতেই যাবতীয় বুজুর্গী সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রকৃত বুজুর্গীত ঐ ব্যক্তির আমল যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করে আল্লার উপর এবং কেয়ামতের দিন ও ফেরেস্তাদের উপর আর আসমানী কিতাব সমূহ ও পয়গাম্বরগণের উপর, তদুপরি ধন-সম্পদ প্রিয় বস্তু হওয়া সত্বেও আল্লার মহব্বতে দান করে আত্মীয় স্বজন এতীম মিছকীন ও মোছাফের, ভিক্ষুক এবং গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে, আর নামাজ আদায় করে ও জাকাত আদায় করে, এইসব বস্তুই হইল প্রকৃত বুজুর্গীর পরিচয়।

উক্ত আয়াত শরীফে অন্যান্য আরও গুণাবলীর বর্ণনা করিয়া এরশাদ হইতেছে এইসব লোকই হইল প্রকৃত সত্যবাদী ও মোত্তাকী।

ফায়েদা ঃ হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, ইহুদীরা পশ্চিম মুখী হইয়া ও খৃষ্টানগণ পূর্ব মুখী হইয়া নামাজ পড়িত। তাহাদের শানে এই আয়াত নাজেল হয়। ইমাম জাচ্ছাছ বলেন আল্লাহু পাক যখন বায়তুল মোকাদ্দাছের পরিবর্তে বায়তুল্লাহ শরীফকে কেবলা বলিয়া ঘোষণা করিলেন তখন ইহুদ নাছারাদের বিরূপ সমালোচনার উত্তরে

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন প্রকৃত নেকি হইল আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে, উহা ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম মুখী হওয়ার কোন মূল্য নাই।

'আল্লাহর মহব্বতে ধন সম্পদ ব্যয় করে, তার অর্থ হইল মাল ব্যয় করার মধ্যে তাহাদের উদ্দেশ্য হইল একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। লোক দেখানো, মান মর্যাদা বা সুনাম বৃদ্ধির আশায় দান করে না। কারণ এমতাবস্থায় নেকীর পরিবর্তে পাপের বোঝাই ভারী হইয়া যায়। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন আল্লাহ পাক তোমাদের বাহ্যিক ছুরত এবং মালের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না বরং তোমাদের আমল এবং অন্তরের প্রতি লক্ষ্য করেন যে তোমরা কোন্ নিয়তে আর কোন্ এরাদায় দান করিতেছ। অন্য এক হাদীছে হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন ছোট শেরেক সম্পর্কে তোমাদের জন্য আমি অধিক পরিমাণ ভয় করিতেছি। ছাহাবারা আরজ করিলেন হুজুর ছোট শেরেক কি জিনিস? হুজুর এরশাদ করিলেন রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর নিয়তে আমল করা। রিয়ার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যাহার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

উক্ত আয়াতের অর্থ কেহ কেহ আল্লার মহব্বতের পরিবর্তে খরচ করার মহব্বত বলিয়াছেন। অর্থাৎ মাল খরচ করিয়া সে এক অপূর্ব তৃপ্তি লাভ করে এবং উহার উপর এই বলিয়া অনুতাপ করে না যে আমি মাল কেন খরচ করিলাম, কত বড় বেওকুফী করিলাম মাল কমিয়া গেল ইত্যাদি, অধিকাংশ আলেমগণ এই ভাবে অর্থ করিয়াছেন যে ধন সম্পদের সহিত মহব্বত থাকা সত্বেও আল্লার রাস্তায় দান করে।

একটি হাদিছে আসিয়াছে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ! মালের মহব্বত বলিতে কি বুঝায়? মালকে তো সবাই মহব্বত করে। প্রিয় নবী (ছঃ) উত্তর করিলেন যখন তুমি টাকা পয়সা দান কর তখন তোমার মন বিভিন্ন প্রয়োজনাদির কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এই ভাবে যে, তোমার হায়াত এখন ও অনেক বাকী, খরচ করিলে পরে তুমি পর মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবে। অন্য একটি হাদিসে অসিয়াছে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন তুমি যখন সুস্থ সবল দেহ নিয়া অধিক কাল বাঁচিয়া থাকার আশা পোষণ কর তখনকার ছদকাই হইল তোমার জন্য সর্বোত্তম ছদকা। এমন যেন না হয় যে টাল বাহানা করিয়া দান খয়রাত না করিতে করিতে হঠাৎ যখন মৃত্যুর সান্নিধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে তখন বলিতে লাগিল যে এতটুকু অমুক মসজিদের জন্য এতটুকু অমুক মাদ্রাসার জন্য, অথচ এখনত নিজের আর কিছুই রহিল না। সব উত্তরাধীকারীদের হইয়া গেল। এখন দান করার দৃষ্টান্ত হইল যেমন—মিষ্টির দোকানে নানাজীর ফাতেহা' আর কি। যতদিন নিজের প্রয়োজন ছিল ততদিন ছদকা করার তওফীক হইল না যখন ওয়ারিশানের হাতে যাইতে লাগিল তখন তোমার দানের জযবা বাড়িয়া গেল, এই জন্যই পবিত্র শরীয়তের বিধান হইল মৃত্যুকালের অছিয়ত ওয়ারিশানের অনুমতি ছাড়া এক তৃতীয়াংশের অধিক মালের উপর প্রযোজ্য হয় না।

আয়াত শরীফে আর একটি লক্ষণীয় বস্তু এই যে ধন সম্পদ এতীম মিছকীন ও মুছাফিরদের উপর ব্যয় করার হুকুম বর্ণনা করিয়া পরে আবার আলাদাভাবে জাকাতের উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে এইসব দান জাকাত ব্যতীত বাকী সব মালের সহিত সম্পর্কযুক্ত। উহার বর্ণনা সামনের হাদীছের সাহায্যে করা হইবে।

আয়াত নং (৩)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ০ بقره

অর্থঃ "এবং তোমরা আল্লার রাস্তায় দান করিতে থাক ও নিজের হাতেই নিজেদের ধংস সাধন করিও না। আর দান ইত্যাদির ব্যাপারে সঠিক পন্থা অবলম্বন করিও। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সঠিক পন্থিদেরকে ভাল বাসেন।

ফায়েদাঃ হজরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, নিজের হাতে নিজের ধংসের অর্থ হইল অভাবের ভয়ে আল্লার রাস্তায় দান হইতে বিরত থাকা। হজরত এবনে আব্বাছ বলেন নিজেকে ধ্বংস করার অর্থ আল্লার রাস্তায় নিহত হওয়া নহে বরং উহার অর্থ হইল আল্লার রাস্তায় দান করা হইতে বিরত থাকা। হজরত জহাক বিন জোবায়ের বলেন আনছারগণ

দান খয়রাতে বড় পটু ছিলেন কিন্তু এক বৎসর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাহাদের মনের গতি পরিবর্তন হইয়া যায় ও দান দক্ষিণা বন্ধ করিয়া দেয় তখনই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হজরত আছলাম বলেন আমরা কনষ্টানটিনোপলের যুদ্ধে শরীক ছিলাম। কাফেরদের এক বিরাট বাহিনী আমাদের উপর আক্রমন চালায়। তখন মুছলিম বাহিনীর মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কাফেরদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলে অন্যান্য মুছলিম সেনাদল চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিল। হজরত আবু আইউব আনছারী ও সেই যুদ্ধে শরীক ছিলেন তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন ইহা নিজেকে ধ্বংস করা নহে। তোমরা কি আয়াত শরীফের এই অর্থ করিতেছ ? এই আয়াত ত আনছারদের শানে নাজেল হইয়াছে। কথা হইয়াছিল এই যে ইসলামের বিজয় যখন অব্যাহত ভাবে চলিতে লাগিল এবং চতুর্দিকে ইছলামের সাহায্যকারীর সংখ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন আনছারগণ গোপনে সলাপরামর্শ করিল যে এখন ইছলামের তরক্কী হইতে লাগিল ও দ্বীনের সাহায্যকারীর সংখ্যা বাড়িয়া গেল এবার চল আমরা দীর্ঘ দিনের অবহেলিত খেত খামারের দিকে একটু মনযোগ দেই। আমাদের এই গোপন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াতে কারিমা নাজেল করেন সুতরাং ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার অর্থ হইল আল্লার রাস্তায় জেহাদ পরিত্যগ করিয়া অর্থ সম্পদের তত্ত্বাবধানে লাগিয়া যাওয়া। (দুররে মনছুর)

মালের কতটুকু অংশ দান করিতে হয়

(৪) وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ o بقر ٤

অর্থ ঃ লোকজন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে কতটুকু দান করিতে হইবে। আপনি বলিয়া দিন যে, যতটুকু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

ফায়েদা ঃ অর্থাৎ ধন সম্পদ ত দান করার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতটুকু থাকিবে উহার সবটুকুই দান করিয়া দিবে। হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন নিজের পরিবার পরিজনের উপর খরচ করিয়া যতটুকু উদবিত্ত থাকিবে উহাকেই বলা হয় অতিরিক্ত। হজরত আবু ওমামা হইতে বর্ণিত আছে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন হে মানুষ! যা তোমার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত

তা দান করিয়া দেওয়ার মধ্যেই তোমার মঙ্গল আর জমা করিয়া রাখা তোমার জন্য অমঙ্গল। প্রয়োজন মত সঞ্চিত রাখা দোষণীয় নহে। যাদের ব্যয়ভার তোমার উপর ন্যস্ত খরচ করার সময় তাদের উপর হইতে আরম্ভ করিবে। মনে রাখিবে উপর ওয়ালা হাত নীচওয়ালা হাত হইতে উত্তম অর্থাৎ দাতার হাত গ্রহিতার হাত হইতে শ্রেষ্ঠ। হজরত আতা হইতেও বর্ণিত আছে عَفْوٌ শব্দের অর্থই হইল প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল। হজরত আবু ছায়ীদ (রাঃ) খুদরী বলেন একবার প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, যাহার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছওয়ারী রহিয়াছে সে যেন উহা দান করিয়া দেয় আর যাহার নিকট প্রয়োজনের বাহিরে ছামানা রহিয়াছে সে যেন উহা দান করিয়া দেয়। এই কথা হুজুর (ছঃ) এত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেন যে আমাদের মনে হইতেছিল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর উপর কাহারও কোন অধিকারই নাই। বস্তুতঃ মানুষের পূর্ণ মহত্বের পরিচয় এখানেই যে তার নিজস্ব প্রয়োজনের বাহিরে যা কিছু আছে উহার সবকিছুই আল্লার রাহে খরচ করিয়া দেওয়া। কোন কোন আলেমের মতে عَفْوٌ শব্দের অর্থ হইল সহজ'। অর্থাৎ সহজভাবে যতটুকু খরচ করা সম্ভব ততটুকু খরচ করিবে। এমন করিবে না যে অতিরিক্ত খরচ করিয়া পরের মাথার বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে অথবা পরের হক নষ্ট করিয়া পরকালে শাস্তি ভোগ করিবে। হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন অনেক লোক নিজের খাবারটুকু পর্য্যন্ত না রাখিয়া যথাসর্বস্ব দান করিয়া দিত যদ্দারা পরক্ষণেই অন্যের দারস্থ হইত। তাহাদের বিরুদ্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হজরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন এক সময় ছিন্ন-বস্ত্র পরিহিত জনৈক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে। প্রিয় নবী (ছঃ) তাহার দূরাবস্থা দেখিয়া উপস্থিত লোকজনকে কাপড় ছদকা করার জন্য উৎসাহিত করিলেন। ইহাতে অনেকগুলি কাপড় জমা হইয়া গেল। হুজুর সেখান হইতে দুইটা কাপড় লোকটাকে দিয়া দিলেন। হুজুর (ছঃ) ছদকা করার জন্য পুনরায় ছাহাবাদিগকে আহ্বান করিলেন। এবার সেই গরীব লোকটিও তাহার দুইটি কাপড় হইতে একটি ছদকা করিয়া দিল। প্রিয় নবী অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার কাপড় তাহাকে ফেরৎ দিলেন।

কোরআনে মজীদে অভাব গ্রস্থ হওয়া সত্বেও খরচ করিবার জন্য উৎসাহ দান করা হইয়াছে কিন্তু উহা ঐসব মহামানবদের জন্য যাহারা হাসিমুখে দুনিয়াবী কষ্ট সহ্য করিতে অভ্যস্থ, উহার বিস্তারিত বিবরণ ৩৮ নং আয়াতে আসিয়াছে।

আল্লাহকে কর্জ দেওয়ার অর্থ কি

(৫) من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة و الله يقبض و يبسط و اليه ترجعون ○ بقره

অর্থঃ "এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আল্লাহ তায়ালাকে লাভ জনক কর্জ দান করিবে এবং আল্লাহ পাক উহাকে বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া পরিশোধ করিবেন। (আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করিলে অভাবগ্রস্থ হইয়া পড়িবে তোমরা কখনও এইরূপ ভয় করিও না) কেননা সম্পদ বাড়ানো এবং কমানোর ক্ষমতা একমাত্র আল্লহ পাকের হাতেই রহিয়াছে। আর (মৃত্যুর পর) সবাইকে তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (ছুরায়ে বাকারা)

ফায়েদা ঃ আল্লার রাস্তায় ব্যয় করাকে এইজন্য কর্জ বলা হইয়াছে যে, কর্জ পরিশোধ করা যেরূপ জরুরী, ঠিক আল্লার রাস্তায় দানের প্রতিদান লাভ করা সেইরূপ জরুরী। কাজেই উহাকে কর্জ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন আল্লাহকে কর্জ দেওয়ার অর্থ হইল আল্লহর রাস্তায় দান করা। হজরত এব্‌নে মাছউদ বলেন এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন হজরত আবু দাহ্‌দাহ আনছারী হুজুরের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন ইয় রাছুলাল্লাহ্ আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট কর্জ চাহিতেছেন? হুজুর এরশাদ করিলেন নিশ্চয় চাহিতেছেন। তিনি আরজ করিলেন হুজুর আপনার হাতে হাত রাখিয়া একটি অঙ্গিকার করিব, নবীয়ে করীম (ছঃ) হাত বাড়াইলে ছাহাবী হুজুরের হাত মোবারক ধরিয়া বলিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ্! আমি আমার বাগান আল্লাহ তায়ালাকে কর্জ স্বরূপ দান করিয়া দিলাম। তাঁহার সেই বাগানে ছয়শত খেজুরের বৃক্ষ ছিল এবং তথায় তাহার পরিবার পরিজন বাস করিত। অতঃপর তিনি

হুজুরের দরবার হইতে উঠিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বিবি উম্মে দাহ্‌দাহকে ডাকিয়া বলিলেন চল এই বাগান হইতে বাহির হইয়া পড় ইহা আমি আপন প্রভুকে দিয়া দিয়াছি। হুজুর (ছঃ) সেই বাগান কয়েকজন এতীমের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যখন—

من جاء بالحسنة ○

এই আয়াত অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ যে একটি মাত্র নেকী করিল সে উহার দশগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে। তখন প্রিয় নবী দোয়া করিলেন হে খোদা! তুমি আমার উম্মতের ছওয়াব বাড়াইয়া দাও তখন

من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ○

নাজিল হয়, তারপর হুজুর আবার দোয়া করিলেন হে খোদা তুমি ছওয়াব আর ও বেশী বেশী বাড়াইয়া দাও তখন

مثل الذين ينفقون ○

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর হুজুর আরও বর্দ্ধিত করার জন্য যখন দোয়া করিলেন তখন

انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ○

অবতীর্ণ হয়। যার অর্থ হইল ধৈর্য্যাবলম্বনকারীদেরকে আল্লাহ পাক অগণিত ও সীমাহীন ছওয়াব প্রদান করিবেন।

একটি হাদীছে আছে একজন ফেরেশতা আওয়াজ দিতে থাকে যে কে আছে এমন যে আজ কর্জ দিবে ও কাল কড়ায় গণ্ডায় উহার প্রতিদান বুঝিয়া নিবে। অন্য হাদীছে আছে আল্লাহ পাক বলেন, হে মানুষ তোমার সম্পদ আমার রাজ কোষে জমা রাখিয়া দাও যেখানে আগুন লাগিবার অথবা পানিতে নিমজ্জিত হইবার অথবা চুরি হইয়ার কোন ভয় নাই। আমি এমন সময় পুরা পুরা তোমাকে উহার প্রতিদান দিব যখন তুমি ভীষণ প্রয়োজনের সম্মুখীন হইবে।

(৬) يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتى يوم لا بيع فيه و لا خلة و لا شفاعة ○ بقره

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! আমার দেওয়া রিজিকের কিয়দাংশ দান করিয়া দাও এমন এক মহাসংকট পূর্ণ দিন আসার আগে যেদিন না কোন বেচা বিক্রি চলিবে, না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসিবে এবং আল্লার অনুমতি ভিন্ন না কোন সুপারিশের সুযোগ হইবে।

ফায়েদাঃ অর্থাৎ সেদিন কেহ কাহার ও নেকী খরিদ করিতে অথবা বন্ধুত্বের দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হইতে অথবা খোশামদ তোষামদ করিয়া কেহ কাহার ও জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে না। মূল কথা অপরের সাহায্য প্রাপ্তির যাবতীয় পন্থা সেদিন রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তাই সেই কঠিন দিনের জন্য কিছু করিতে হইলে আজই করিতে হইবে। আজ বীজ লাগাইবার দিন আর কেয়ামতের দিন হইল ফসল কাটিবার দিন। সুতরাং যে যেইরূপ বীজ বপন করিবে সে সেইরূপ ফসলই কর্তন করিবে।

(৭) مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ
حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

অর্থঃ যাহারা আপন আপন ধনসম্পদ আল্লার রাস্তায় দান করে তাহাদের দৃষ্টান্ত হইল ঐ দানারমত যেখান হইতে এইরূপ সাতটি ছড়া নির্গত হইল যার প্রত্যেকটিতে একশত করিয়া দানা রহিয়াছে। আল্লাহ পাক যাহাকে ইচ্ছা আরও বেশী বেশী করিয়া দান করিয়া থাকেন। আল্লাহ পাক অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক। যে কোন নিয়তে দান করেন সেই বিষয়েও তিনি জবরদস্ত জ্ঞানী। (বাকারা)

আমল ছয় প্রকার ও মানুষ চার প্রকার

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে আমল ছয় প্রকার ও আমল ওয়ালা মানুষ চার প্রকার। ছয় প্রকার আমলের মধ্যে দুই প্রকার আমল হইল এইরূপ যাহা দুইটা পরিণামকে ওয়াজিব করিয়া লয়, দুই প্রকার আমল সমান সমান। আর এক প্রকার আমলের চওয়াব হইল দশগুণ, অন্য

এক আমলের বদল হইল সাতশত গুণ। প্রথমোক্ত দুই প্রকার আমল হইল—যে ব্যক্তি শেরেক না করিয়া মারা গেল সে নিশ্চয় বেহেশতে প্রবেশ করিবে আর যে শেরেক করিয়া মারা গেল সে নিশ্চয় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। সমান দুই কাজ হইল যে সৎ কাজের নিয়ত করিয়াছে কিন্তু আমল করিতে পারে নাই সে এক গুণ ছওয়াব লাভ করিবে। আর যে একটি গুনাহ করিবে সে এক গুণ শাস্তি ভোগ করিবে। আবার যে একটি নেক কাজ করিয়া ফেলিল সে দশগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে এবং যে অল্লাহর রাস্তায় দান করিল সে প্রতিটি দানের পরিবর্তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হইল।

চার প্রকার মানুষ এই যে প্রথম যারা দুনিয়াতেও সুখী আখেরাতে ও সুখী, দ্বিতীয় যারা দুনিয়াতে সুখী আখেরাতে দুঃখী, তৃতীয় যারা দুনিয়াতে দুঃখী আখেরাতে সুখী, চতুর্থ যারা দুনিয়াতেও দুঃখী আখেরাতেও দুঃখী। ইহারা আপন কর্ম দোষে উভয় কুল হারাইল। (কান্‌জুল ওম্মাল)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যে বক্তি হালাল পবিত্র মাল হইতে একটি খেজুরও দান করিল কেননা হক তায়ালা শুধু পবিত্র মালই কবুল করিয়া থাকেন, তবে তিনি সেইরূপ ছদকাকে প্রতিপালন করিয়া বাড়াইতে থাকেন যেমন নাকি তোমরা গরুর বাচ্চাকে প্রতিপালন করিয়া থাক এমনকি সেই ছদকা বর্দ্ধিত হইতে হইতে পাহাড় সমতুল্য হইয়া যায়। অন্য হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি একটি খেজুরও আল্লার রাস্তায় দান করিল আল্লাহ পাক উহার ছওয়াব এত বেশী বাড়াইয়া দেন যে উহা অহুদ পাহাড় সমতুল্য হইয়া যায়। অহুদ হইল মদীনা শরীফের সর্ব বৃহৎ পাহাড়। এই ছুরতে সাত শত গুণ হইতে ও অধিকতর ছওয়াব হইতেছে দেখা যায়। একটি হাদীছে আসিয়াছে যখন সাত শত গুণ ওয়ালী আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন প্রিয় নবী (ছঃ) ছওয়াব আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিবার জন্য দোয়া করেন তখন আল্লাহ পাক ৫ নম্বরে বর্ণিত আয়াত নাজিল করেন।

(৮) اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ

لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ○ بقر ٤

অর্থ ঃ যাহারা আপন মাল আল্লার রাস্তায় ব্যয় করে অতঃপর দান গ্রহিতার প্রতি কোন প্রকার খোঁটাও দেয় না অথবা কটুবাক্য ও বলে না। স্বীয় প্রভুর নিকট তাদের জন্য প্রতিদান রহিয়াছে কেয়ামতের দিন তাদের কোন ভয় নাই এবং কোন প্রকার চিন্তা যুক্ত ও হইবে না।

ফায়েদা ঃ এই আয়াত শরীফে দানের প্রতি উৎসাহ ও দান করিয়া খোঁটা দিয়া উহাকে বরবাদ না করার প্রতি সতর্ক করা হইয়াছে। অন্য কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করার অর্থ হইল কাহার ও প্রতি এহছান করিয়া তাহাকে তুচ্ছ মনে করা। প্রিয় নবীয়ে করিম (ছঃ) এরশাদ করেন কয়েক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ১ম যে দান করিয়া খোঁটা দেয়, ২য় যে মাতা পিতার নাফরমানী করে। ৩য় যে শরাব খায়। ইমাম গাজালী(রঃ) লিখিয়াছেন দান করিয়া খোঁটা দিয়া বা অসৎব্যবহার করিয়া উহাকে বরবাদ করিবে না। ওলামগণ মান্ এবং আজার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—মান্ অর্থ স্বয়ং গ্রহিতার নিকট দানের আলোচনা করা। আর আজা শব্দের অর্থ এহছানের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করা। কেহ বলেন মান্ শব্দের অর্থ দান গ্রহিতা দ্বারা বিনা পারিশ্রমিকে কোন কাজ করানো, আর আজা শব্দের অর্থ তাহাকে গরীব বলিয়া উপহাস করা। আবার কেহ বলেন প্রথমটি হইল দান করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা আর দ্বিতীয়টি হইল ছওয়াল করার পর ধমক দেওয়া।

ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, প্রকৃত "মান" হইল নিজের অন্তরে অন্তরে ফকীরের উপর এহছান করিয়াছে মনে করা, এই কারণে উল্লেখিত দূর্ব্যবহার সমূহ প্রকাশ পায়, অথচ প্রকৃত পক্ষে মনে করিতে হইবে ফকীর লোকটা আমার উপর বিরাট এহছান করিয়াছে। কেননা সে দাতা লোকটা হইতে আল্লাহ পাকের হক উসুল করিয়া তাহাকে পূত পবিত্র বানাইয়া জাহান্নাম হইতে নিস্কৃতি দিয়াছে। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ইমাম শা'বী (রঃ) বলেন, ফকীর মালের যতটুকু মুখাপেক্ষী

দাতা ব্যক্তি তার চেয়ে অধিকতর নিজেকে ছওয়াবের মুখাপেক্ষী মনে না করিলে সে আপন ছদ্‌কাকে বরবাদ করিয়া দিল। কেয়ামতের দিন সেই ছদকা তাহার মুখে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে। কেয়ামতের দিন ভয়ভীতি ও পেরেশানীর মহাসংকট পূর্ণ দিন। সেই দিন নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকা বহুত বড় সৌভাগ্যের কথা।

ছদকা গোপনে না প্রকাশ্যে করা ভাল

(৯) ان تبدوا الصدقات فنعما هى وان تخفوها
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من
سيئاتكم والله بما تعملون خبير - الذين ينفقون
اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ○ بقر ٤

অর্থ ঃ দান দক্ষিণা যদি তোমরা প্রকাশ্যে করিয়া থাক তবে সেটাও তোমাদের জন্য বেশ ভাল। আর যদি ফকীরদেরকে গোপনে দান করিতে থাক তবে উহা তোমাদের জন্য অধিকতর মঙ্গলজনক। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কিছু গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ পাক তোমাদের আমল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকেফহাল। অন্য আয়াতে এরশাদ হইতেছে—

"যাহারা স্বীয় ধন-সম্পদ রাত্রে এবং দিনে গোপনে এবং প্রকাশ্যে দান করিয়া থাকে তাহাদের প্রতিদান আপন প্রভুর নিকট সুরক্ষিত থাকিবে আর তাহারা ভয়শূন্য ও চিন্তা মুক্ত থাকিবে। (বাকারা)

ফায়েদা ঃ উল্লেখিত উভয় আয়াতে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে কোন উপায়ে ছদকা করার প্রশংসা করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন জাগে কোন কোন আয়াতে এবং হাদীছে লোক দেখানো ছদকাকে গোনাহে কবিরা এবং শেরেক পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে তবুও প্রকাশ্যে দান করাকে প্রশংসনীয় কি করিয়া বলা যাইতে পারে ? কাজেই প্রথমে রিয়ার বিশদ

ব্যাখ্যা জানা উচিত। মনে রাখিবে প্রকাশ্যে করা যাবতীয় কাজকে লোক দেখানো বা রিয়া বলা ঠিক নহে। বরং নিজের সুখ্যাতি অর্জন, মর্যাদা বৃদ্ধি ও ইজ্জত এবং বুজুর্গী হাছেল করার নিয়তে দান করার নামই হইল রিয়া, পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় দান করিলে যদি কোন কারণ বশতঃ উহা প্রকাশ্যে হইয়া পড়ে তবে উহাকে রিয়া বলা যায় না। তবে প্রত্যেক আমল বিশেষ করিয়া ছদকা খয়রাত গোপনে করাই উত্তম। কেননা উহাতে রিয়ার কোন আশংকাই থাকে না। আর দান গ্রহিতার অবমাননা ও হয় না। আর একটি হেকমত এই যে, যদিও দাতা দান করিবার সময় রিয়া মুক্ত থাকে কিন্তু দানের সুখ্যাতি যখন ছড়াইয়া পড়ে তখন তার মধ্যে আত্মগর্ব পয়দা হইতে পারে তদুপরি ভিক্ষুকরা তাকে বিরক্ত করিতে পারে। আবার মালদার বলিয়া খ্যাত হইয়া গেলে অনেক পার্থিব অসুবিধা ও মাথা ছাড়া দিয়া উঠে। যেমন সরকারী ট্যাক্স, চোর ডাকাতের উপদ্রব হিংসুকদের চক্ষু শুল হওয়া ইত্যাদি। ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, ছদকা গোপনে করাই রিয়া হইতে বাঁচার একমাত্র উপায়। হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন কোন গরীব ব্যক্তি কর্তৃক সাধ্যানুসারে অন্য কোন অধিকতর গরীব ব্যক্তিকে গোপনে দান করাই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আর যে নিজের দানের আলোচনা করিয়া ফিরে সেতো নিজের সুখ্যাতি চায় আর যে প্রকাশ্যে সভা সমিতিতে দান করিল সে হইল রিয়াকার। আগেকার বুজুর্গেরা এত বেশী গোপনীয়তা অবলম্বন করিতেন যে, ফকীর পর্যন্ত জানিত না যে, কে তাহাকে দান করিয়াছে। তাই অনেকে অন্ধ ফকীর তালাশ করিয়া দিতেন, অনেকে ঘুমন্ত অবস্থায় ফকীরের পকেটে রাখিয়া আত্মগোপন করিতেন। আবার কেহ কেহ ফকীরকে অন্যের মারফত দান করিতেন যেন ফকীর লজ্জা না পায় এবং টের না পায় যে, কে দিল। মূল কথা রিয়া অথবা সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য হইলে "নেকী বরবাদ গোনাহ লাজেম"।

ইমাম গাজালী (রঃ) লিখিয়াছেন, সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য হইলে আমল বরবাদ হইয়া যাইবে। এই জন্যইত জাকাত ফরজ হওয়ার উদ্দেশ্য হইল মালের মহব্বত অন্তর হইতে দুর করা। আর মান মর্যাদার লোভ মানুষের অন্তরে মালের মহব্বত হইতেও অধিকতর হইয়া

থাকে। উভয় লোভই আখেরাতে ধ্বংস করিয়া দিবে। কৃপণতা বিচ্ছুর ছুরতে ও রিয়া সর্পের ছুরতে কবরে আত্ম প্রকাশ করিবে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে মানুষের অমঙ্গলের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে লোকে অঙ্গলী দিয়া তাহার দিকে ইশারা করিতে থাকে চাই সেই ইশারা দুনিয়ার ব্যাপারে হউক বা আখেরাতের ব্যাপারে হউক। হজরত ইব্রাহীম বিন আদহাম বলেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি চায় সে আল্লাহর সহিত ভাল ব্যবহার করিল না। আইউব ছখতিয়াবী বলেন যে মাওলায়ে পাকের সহিত সততার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে চায় সে ইহাও পছন্দ করে না যে, লোকে তাহার ঠিকানাটুকু পর্য্যন্ত জানুক যে সে কোথায় থাকে। হজরত ওমর (রাঃ) একবার হজরত মোয়াজকে দেখিতে পাইলেন যে; প্রিয় নবীর কবর শরীফের নিকট বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। হজরত ওমর (রাঃ) কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মোয়াজ (রাঃ) বলেন, আমি হুজুরের জবান মোবারকে শুনিতে পাইয়াছি যে, রিয়ার ক্ষুদ্রতম অংশটুকুও শেরেক। এবং আল্লাহ পাক এমন মোত্তাকীন লোকদিগকে ভালবাসেন যাহারা অজ্ঞাত স্থানে আত্ম গোপন করিয়া থাকে। নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে তাহাদের সন্ধান কেহ করে না, মজলিশে আসিলে তাহাদেরকে কেহ চিনে না, তাহাদের অন্তর হইল হেদায়েতের দীপ্ত মশাল, পাপের অন্ধকার পরিবেশ হইতে তাহারা মুক্ত।

মূল কথা অসংখ্য হাদীছ ও আয়াত দ্বারা রিয়ার অমঙ্গল বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদসত্বেও কোন কোন সময়ে যুক্তি সঙ্গত কারণে ছদকা প্রকাশ্যে করার মধ্যে হেকমত নিহিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ যখন অন্যকে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয় বা দুই একজনের দ্বারা দ্বীনী প্রয়োজন মিটে না বিধায় প্রকাশ্যে দিলে অন্যেরা তাহাতে শরীক হইয়া দ্বীনের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। অতএব কারণে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন কোরানে পাককে উচ্চস্বরে পড়া প্রকাশ্যে ছদকা দেওয়ার সমতুল্য আর আস্তে পড়া গোপনে ছদকার সমতুল্য। অর্থাৎ স্থান বিশেষে তেলাওয়াত যেইভাবে জোরে বা আস্তে পড়া যায় ছদকা ও তদ্রূপ প্রকাশ্যে বা গোপনে করা চলে।

বেশীর ভাগ ওলামাদের মতে প্রথম আয়াতে জাকাত এবং নফল

ছদকা উভয়ের বর্ণনাই আসিয়াছে ছদকায়ে ওয়াজেব অন্যান্য ফরজের মত প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম। কেননা উহাতে অন্যকে উৎসাহিত করা ছাড়াও নিজের উপর জাকাত দেয় না বলিয়া অপবাদের গ্লানী হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। জামাতে নামাজে পড়ার মধ্যেও বিভিন্ন হেকমতের মধ্যে ইহাও একটি অন্যতম হেকমত। হাফেজ এবনে হাজার (রঃ) বলেন আল্লামা তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, ফরজ ছদকা প্রকাশ্যে করা ও নফল ছদকা গোপনে করা উত্তম সম্পর্কে ওলামারা একমত। জয়েন বিন মুনীর (রঃ) বলেন, অবস্থাভেদে উহার মধ্যে তারতম্য হয়। যেমন শাসনকর্তা অত্যাচারী হইলে আর জাকাতের মাল গোপনীয় হইলে জাকাত গোপনে দেওয়াই উত্তম। আবার কোন ব্যক্তি যদি সমাজের এইরূপ নেতৃস্থানীয় হয় যে লোক তার অনুসরণ করিয়া থাকে তবে তার জন্য নফল ছদকা ও প্রকাশ্যে করা উত্তম। উল্লেখিত আয়াত শরীফের তাফছীরে হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন গোপনে নফল ছদকা করা প্রকাশ্যে ছদকা করার উপর সত্তর গুণ বেশী ফজীলত রাখে। আর ফরজ ছদকা প্রকাশ্যে করা গোপনে করার উপর পঁচিশ গুণ বেশী ফজীলত রাখে। এইভাবে ফরজ এবং নফলের ব্যাপরে অন্যান্য এবাদতের অবস্থা, অর্থাৎ ফরজ এবাদত প্রকাশ্যে করাই উত্তম। কারণ উহাতে অন্যের অপবাদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তদুপরি পাড়া প্রতিবেশী মনে করিবে যে লোকটা এই এবাদত করে না। ইহাতে তাহাদের অন্তর হইতেও সেই এবাদতের গুরুত্ব কমিয়া যাইবে। আর নফলের মধ্যে ও যদি অন্যের অনুকরণ ও অনুসরণ উদ্দেশ্য হয় তবে প্রকাশ্যে হওয়াই উত্তম। অন্য হাদীছে আসিয়াছে নফল এবাদত গোপনে করাই উত্তম তবে অন্যের তাবেদারী মাকছুদ হইলে প্রকাশ্যে করা ভাল। হজরত আবুজর (রাঃ) হুজুরের নিকট উত্তম ছদকা কি জিজ্ঞাস করিলে হুজুর (ছঃ) বলেন অভাব গ্রস্থকে গোপনে কিছু দান করা, আর গরীব লোকের ছদকা করা। মুল কথা নফল ছদকা গোপনে করাই ভাল তবে কোন দ্বীনী হেকমতে প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম। কিন্তু মনে রাখিবে নফ্ছ এবং শয়তানের ধোকায় পড়িয়া যেন ছদকা বরবাদ না হয়। তাই প্রকাশ্যে দেওয়ার সময় গভীর ভাবে চিন্তা ফিকির করিয়া দিবে। আবার গোপনে ছদকা করিয়াও লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইলে উহা আর

গোপন থাকে না। একটি হাদীছে আছে মানুষ গোপনে ছদকা করিলে উহা গোপন আমল হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু কাহারও নিকট বলিয়া ফেলিলে উহা প্রকাশ্য আমলে রূপান্তরিত হয়। আবার যখন সে লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায় তখন প্রকাশ্য আমল হইলে লোক দেখানো আমলে পরিণত হইয়া যায়।

সাত ব্যক্তি আরশের ছায়ার নীচে স্থান পাইবে

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, সাত ব্যক্তি এমন রহিয়াছে যাহা দিগকে আল্লাহ পাক সেই দিন আপন ছায়াতলে রাখিবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া হইবে না, (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) ১ম ন্যায় বিচারক বাদশাহ। ২য় ঐ নওজোয়ান যুবক যার সময় সর্বদা আল্লাহর এবাদতেই কাটে। ২য় যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে লাগিয়া থাকে। ৪র্থ ঐ দুই ব্যক্তি যাদের মহব্বত শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয় পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নয়। উভয়ের মিলন এবং বিচ্ছেদ শুধু মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হয়। ৫ম ব্যক্তি যাহাকে কোন উচ্চ বংশীয় সুন্দরী নারী নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে পরিষ্কার বলিয়া দেয় যে আমি আল্লাহকে ভয় করি। তদ্রূপ কোন পুরুষ ডাকিলেও যুবতী বলিয়া দেয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬ষ্ঠ যে ব্যক্তি দান খয়রাতের ব্যাপারে এত বেশী গোপনীয়তা অবলম্বন করে যে তার বাম হাত ও টের পায় না যে, ডান হাত কি খরচ করিল। ৭ম ঐ ব্যক্তি যে গোপনে আল্লাহর জিকির করিতে থাকে ও কাঁদিতে থাকে এই হাদীছে সাত ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে, অন্যান্য হাদীছে বিভিন্ন গুণাবলীর লোকজনের ও উল্লেখ আসিয়াছে। এতহাফ গ্রন্থে আরশের নীচে ছায়া প্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা বিরাশী পর্যন্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। একাধিক হাদীছে বর্ণিত আছে গোপনে ছদকা করা আল্লাহ পাকের রাগকে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়।

হজরত ছালেম বিন আবিল জা'দ বর্ণনা করেন যে, জনৈক মহিলা স্বীয় বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়া কোথাও যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটি নেক্‌ড়ে বাঘ থাবা মারিয়া তাহার বাচ্চাকে নিয়া গেল, সে বাঘের পিছনে ধাওয়া করিল ইত্যবসরে এক ভিক্ষুক তাহার নিকট কিছু চাহিলে সে নিজের একমাত্র রুটিখানা ভিক্ষুককে দান করিয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ে বাঘ ও তাহার বাচ্চাকে তাহার সামনে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, তিন প্রকারের মানুষকে আল্লাহ পাক অত্যন্ত ভালবাসেন আর তিন ধরণের মানুষের উপর তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট। যাহাদিগকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন তাহাদের মধ্যে প্রথম ঐ ব্যক্তি, কোন এক স্থানে সমবেত লোকদের নিকট জনৈক ব্যক্তি আসিয়া আল্লাহর নামে কিছু ভিক্ষা চাহিল অথচ সমবেত লোকদের সহিত তাহার আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি সবার অজ্ঞাতসারে সেই ভিক্ষুককে কিছু দান করিল, যার দান সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারে নাই, এই দান শীল ব্যক্তি। ২য়, একদল মোছাফের রাত চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া যখন নিদ্রায় অবসন্ন হই য়া পড়ে, তার পর কিছুক্ষণের জন্য ছওয়ারী হইতে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বিশ্রামের পরিবর্তে নামাজে দণ্ডায়মান হইয়া পরওয়ারদেগারের সন্মুখে বিনিতভাবে আরজ নিয়াজ করিতে লাগিল এই ব্যক্তি। ৩য়, একদল মোজাহেদ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রায় পরাস্ত হইবার উপক্রম হইল ও লোকজন পিঠ দেখাইয়া পালাইতে লাগিল ঠিক তখনই এক বীর মোজাহেদ বুক পাতিয়া বীর বিক্রমে কাফেরদের মোকাবেলা করিতে লাগিল অতঃপর সে শহীদ হইয়া যায় অথবা বিজয় নিশান উড়াইয়া দেয়, এই বীর মোজাহেদ।

যে তিন ব্যক্তি আল্লার নিকট খুব নাপছন্দনীয় তাহারা হইল ১ম যে বৃদ্ধকালে জিনা করে, ২য় গরীব হইয়া অহঙ্কার করে, ৩য় ধনী হইয়া জুলুম করে।

হজরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে আকরাম (ছঃ) একবার এই মর্মে খোতবা করেন যে, হে লোক সকল! মৃত্যুর আগে আগে গুনাহ হইতে তওবা করিয়া লও, নেক কাজে তাড়াতাড়ি কর যেন অন্য কাজে লিপ্ত হইয়া উহা ফউত না হইয়া যায়। আল্লাহর সহিত সম্পর্ক জোরদার কর তাঁহাকে অতি মাত্রায় স্মরণ করিয়া এবং গোপনেও প্রকাশ্যে ছদকা করিয়া, কেননা ইহা দ্বারা তোমাদিগকে রিজিক দেওয়া হইবে, তোমাদের সাহায্য করা হইবে, তোমাদের দুরাবস্থাকে শোধরাইয়া

দেওয়া হইবে। একটি হাদিছে আছে কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন ছদকার ছায়ার নীচে থাকিবে অর্থাৎ সূর্য যখন একেবারেই নিকটবর্তী হইবে তখন প্রত্যেকেই আপন ছদকা পরিমাণ ছায়া পাইতে থাকিবে। অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত আছে ছদকা কবরের উত্তাপকে নিরসন করে আর প্রত্যেক ব্যক্তি কেয়ামতের দিন ছদকার ছায়াতলে থাকিবে। অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত আছে ছদকা বালা মছিবতকে প্রতি রোধ করে।

বর্তমান যুগে যখন মুছলমান নিজ কৃত কর্মের ফলে বিভিন্ন রকম বালা মছিবতে জর্জরিত তখন তাহাদের বেশী বেশী করিয়া ছদকা করা উচিত। বিশেষতঃ সারা জীবনের সঞ্চিত ধন সম্পদ যখন নিমেষে ত্যাগ করিয়া সর্বহারা হইতে বাধ্য হইতেছে তখন গুরুত্বসহকারে অতিমাত্রায় ছদকা করিতে থাকিলে উহার বরকতে মালও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং নিজের উপর হইতেও বালা মছিবত হটিয়া যায়। কিন্তু এসব ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যেক্ষ করার পরও আমরা ছদকার ব্যাপারে তৎপর হই না। হাদীছে আসিয়াছে ছদকা অমঙ্গলের সত্তরটি দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়, ছদকা হায়াত বৃদ্ধি করিয়া দেয়, অপমৃত্যুকে রোধ করে। অহঙ্কারও গর্বকে বিনাশ করে।

একটি হাদীছে আছে আল্লাহ পাক রুটির একটি টুকরার দ্বারা অথবা একমুষ্ঠি খেজুর দ্বারা অথবা অমন কিছু সাধারণ বস্তু যদ্বারা ফকীরের প্রয়োজন মিটে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতবাসী করেন। প্রথম ঐ গৃহস্বামী যে ছদকার নির্দেশ দেয়, দ্বিতীয় ঐ ঘরওয়ালী যে রুটি ইত্যাদি তৈয়ার করে, তৃতীয় ঐ চাকর যে ভিক্ষুকের নিকট ছদকা পৌঁছায়। এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন সমস্ত তারীফ আমাদের ঐ খোদায়ে পাকের জন্য যিনি ছওয়াবের ব্যাপারে আমাদের চাকর নওকরকেও ভুলেন নাই।

একদিন হুজুরে পাক (ছঃ) ছাহাবাদিগকে প্রশ্ন করেন, তোমরা জান কি শক্তিশালী বীর পুরুষ কে? ছাহাবারা আরজ করিলেন যে আপন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধারাশায়ী করিয়া দেয়। হুজুর ফরমাইলেন প্রকৃত বীর পুরুষ হইল ঐ ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে সামলাইয়া নিতে সক্ষম। হুজুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা জান কি বন্ধ্যা নারী বা পুরুষ কে?

ছাহাবারা বলিলেন যে নিঃসন্তান, হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন 'না' বরং যে ব্যক্তি কোন শিশুকে নিজের মৃত্যুর পূর্বে পাঠাইয়া দিতে পারে নাই। অতঃপর হুজুর জিজ্ঞাসা করেন তোমরা জান কি সর্বহারা কে ? ছাহাবারা আরজ করিলেন, যার ধন-সম্পদ কিছুই নাই। হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন, প্রকৃত সর্বহারা ঐ ব্যক্তি যার ধন দৌলত থাকা সত্বেও ছদকা খয়রাত করিয়া ভবিষ্যতের জন্য কিছুই পাঠাইতে পারিল না। (কারণ মহাসংকটের দিন সে খালি হাতেই দাঁড়াইয়া থাকিবে)।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হুজুর (ছঃ) মা আয়েশাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন এক টুক্‌রা খেজুর দিয়া হইলেও নিজকে আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা কর। আল্লাহ তায়ালার কোন জিজ্ঞাসাবাদ হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। হে আয়েশা! কোন ভিক্ষুক যেন তোমার দ্বার হইতে খালি হাতে ফিরিয়া না যায়। বকরীর ক্ষুরই বা হউক না কেন। ইমাম গাজালী (রঃ) লিখিয়াছেন আগেকার লোকেরা কোন একটা দিন ছদকা হইতে খালি যাক তা তাহারা পছন্দ করিতেন না। চাই সেটা খেজুর হউক বা এক টুক্‌রা রুটি হউক। কারণ হুজুর (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, হাসরের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ছদকার ছায়াতলে আশ্রয় লইবে।

ছদকায় মাল বাড়ে আর সুদে ধ্বংস হয়

(১০) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ○ بقره

অর্থঃ আল্লাহ পাক সুদকে ধ্বংস করিয়া দেন এবং ছদকাকে বৰ্দ্ধিত করিয়া দেন।

ফায়েদাঃ অনেক রেওয়ায়েত দ্বারাই প্রমাণিত যে ছদকা আখেরাতে বৰ্দ্ধিত হইয়া পর্বত সমান হইয়া যাইবে। কিন্তু এখলাছের সহিত দান করিলে উহা অনেক সময় দুনিয়াতেও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যদি কাহারও ইচ্ছা হয় তবে সে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। তবে শর্ত হইল এখলাছ, রিয়া অথবা গর্বের নিয়তে যেন না হয়। পক্ষান্তরে সুদ আখেরাতে ত উহার ধ্বংস অনিবার্য, দুনিয়াতেও প্রায়ই ধ্বংস হইয়া যায়। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, সুদ যতই বাড়তি দেখা যাক না কেন কিন্তু উহার পরিণাম হইল কমতির দিকে। হজরত মা'মার (রঃ) বলেন ৪০ বৎসরের মধ্যে সুদ ধ্বংস হইতে আরম্ভ করে। হজরত জহাক (রঃ) বলেন সুদ দুনিয়াতে বাড়িলে ও আখেরাতে উহার ধ্বংস অনিবার্য। হজরত আবু মারজাহ্ বলেন হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন মানুষ একটা টুক্‌রা মাত্র দান করে কিন্তু আল্লাহর দরবারে বাড়িতে বাড়িতে উহা ওহুদ পাহাড় সমতুল্য হইয়া যায়।

প্রিয়তম বস্তু দান না করিলে প্রকৃত নেকী পাওয়া যায় না

(১১) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ○ ال عمران

অর্থঃ হে মুছলমানগণ! যে পর্য্যন্ত তোমরা প্রিয়বস্তু হইতে আল্লাহর রাস্তায় দান না করিবে সে পর্য্যন্ত তোমরা কখন ও পূর্ণ নেকী হাসিল করিতে পারিবে না।

হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, আনছারদের মধ্যে হজরত আবু তালহার নিকট খেজুরের বাগান ছিল সবচেয়ে বেশী। তাঁহার সবচেয়ে প্রিয় বাগানের নাম ছিল বাইরাহা যাহা মসজিদে নববীর একেবারে সন্নিকটে ছিল। হুজুর (সঃ) প্রায়শঃ সেই বাগানে যাইতেন ও সেখানকার কুপ হইতে সুস্বাদু পানি পান করিতেন। উক্ত আয়াত শরীফ যখন অবতীর্ণ হয় তখন হজরত আবু তাল্‌হা (রাঃ) হুজুরের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ! প্রিয় বস্তু দান না করিলে নেকী লাভ করা অসম্ভব তাই আমি সবচেয়ে প্রিয় বস্তু বাগে বাইরাহা আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিলাম। আল্লাহর দরবারে আমি উহার ছওয়াবের আশা রাখি, আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে উহা ব্যয় করিতে পারেন। হুজুর (ছঃ) আনন্দ চিত্তে বলিয়া উঠিলেন লাভজনক সম্পদই বটে! আমি ভাল মনে করি উহা তুমি আপন আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও আবু তালহা বলিলেন বেশ ভাল কথা। অতঃপর তিনি উহা আপন চাচত ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন, অন্য রেওয়ায়েতে আছে হজরত আবু তালহা বলেন, হুজুর আমার এত টাকা মূল্যের বাগান ছদকা করিলাম কিন্তু যদি সম্ভব হইত তবে সবার অগোচরেই করিতাম কিন্তু বাগানের ব্যাপার, যাহা অগোচরে করার সুযোগ নাই।

হজরত এব্‌নে ওমর (রাঃ) বলেন আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার পর

পর আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম খোদা প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি ? অবশেষে দেখিলাম আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হইল বাঁদী মারজানা। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে আজাদ করিয়া দিলাম। যদিও আজাদ করার পর তাহাকে বিবাহ করা আমার জন্য জায়েজ ছিল কিন্তু ছদকার মধ্যে বাহিক নজরে নফ্‌ছের কিছু দখল আসিয়া যায় নাকি এই ভয়ে তাহা ও ত্যাগ করিয়া আমার গোলাম নাফের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলাম। একটি হাদীছে আসিয়াছে হজরত এব্‌নে ওমর নামাজ পড়া অবস্থায় যখন উক্ত আয়াতে পৌঁছিয়া ছিলেন তখন নামাজের হালতেই ইশারায় নিজের একজন বাঁদীকে আজাদ করিয়া দেন। বাস্তবিক পক্ষে ঐসব মহাপুরুষগণই প্রিয় হাবীবের ছাহাবী হইবার উপযুক্ত ছিলেন। হজরত ওমর (রাঃ) আবু মুছা আশাআরীকে লেখেন যে জলুলা হইতে একজন বাঁদী যেন খরিদ করিয়া তাঁহার জন্য পাঠাইয়া দেয়। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দাসী খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন হজরত ওমর তাহাকে নিকটে ডাকিয়া উক্ত আয়াত শরীফ পাঠ করিয়া তাহাকে আজাদ করিয়া দিলেন।

হজরত জায়েদ বিন হারেছার নিকট একটি ঘোড়া ছিল যাহা তাঁহার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু ছিল হুজুরের খেদমতে উহা হাজির করিয়া দিলেন ইহা আল্লাহর রাস্তায় ছদকা। হুজুর (ছঃ) কবুল করিয়া ঘোড়াটি তাহার পুত্র ওসামাকে দান করিয়া দিলেন। হজরত জায়েদ ইহাতে মনক্ষুণ্ণ হইলেও মনে মনে বলিলেন ঘরের মাল ঘরেইত রহিয়া গেল, প্রিয় নবী (ছঃ) বুঝিতে পারিয়া এরশাদ ফরমাইলেন, তোমার ছদকা কবুল হইয়া গিয়াছে, এখন সেটা আমার ইচ্ছা তোমার ছেলেকে দেই অথবা অন্য কাহাকেও দেই। ইহাতে তোমার ত কোন স্বার্থপরতা নাই। যেহেতু তুমি আমার হাওয়ালা করিয়া দিয়াছ।

হজরত আবুজর গেফারীর বদান্যতা

বনি ছোলাইম বংসের জনৈক ব্যক্তি বলেন, হজরত আবুজর গেফারী (রাঃ) বরজাহ নামক গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার প্রচুর উট ছিল। আমি তাঁহার সন্নিকটে কোন একস্থানে বাস করিতাম। একদিন আমি তাঁহার

খেদমতে হাজির হইয়া বলিলাম, হুজুর আমি আপনার ফয়েজ হাছেল করার জন্য আপনার খেদমতে থাকিতে চাই ইহাতে আমি আপনার বৃদ্ধ রাখালের সাহায্যও করিতে পারিব। হজরত আবু জর (রাঃ) বলিলেন আমার সহিত তো ঐ ব্যক্তি থাকিতে পারে যে আমার কথা মত চলিতে পারিবে। আমি বলিলাম হুজুর কোন্ বিষয়ে আপনার হুকুম মত চলিতে হইবে ? তিনি বলিলেন আমি যখন কোন জিনিস কাহাকেও দান করিতে বলিব তখন সর্বোত্তম বস্তুই দান করিতে হইবে। আমি তাঁহার শর্ত কবুল করিয়া লইলাম (ইত্যবসারে তিনি জানিতে পারিলেন যে প্রতিবেশী লোকেরা ভীষণ অভাবের মধ্যে রহিয়াছে। তিনি আমাকে উটের পাল হইতে একটা উট আনিতে নির্দেশ দিলেন। আমি সর্বোত্তম উটটি বাছাই করিয়া লইলাম। তারপর হঠাৎ চিন্তা করিলাম এই নর উটটি প্রজননের কাজে বিশেষ প্রয়োনীয়, কাজেই উহাকে ছাড়িয়া আমি দ্বিতীয় সর্বোৎকৃষ্ট একটি উট্‌নী তাঁহার খেদমতে পেশ করিলাম। হঠাৎ করিয়া হজরতের নজর সেই উটটির উপর পড়িয়া গেল যাহাকে আমি বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, হজরত আবুজর (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমার সহিত ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছ। আমি ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলাম। তিনি সেই মাদা উটনীটা রাখিয়া নর উটটা লইয়া গেলেন ও উপস্থিত লোকজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন তোমাদের মধ্যে এমন দুই ব্যক্তি কেহ আছে কি যাহারা এই উট্‌কে জবেহ করিয়া এখানে যত ঘর রহিয়াছে তত টুক্‌রা করিয়া প্রত্যেক ঘরে এক এক টুক্‌রা এবং আমার ঘরেও সমপরিমাণ টুক্‌রা পৌঁছাইয়া দিবে। তাঁহার এই প্রস্তাব দুই ব্যক্তি কবুল করিয়া যথারীতি উট জবেহ করিয়া বণ্টন করিয়া দিলেন।

জবেহ ও বণ্টনের পালা শেষ হওয়ার পর হজরত আবুজর আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না যে তুমি আমার সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভুলিয়া গিয়াছ নাকি তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার কথা অবহেলা করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ উট পেশ কর নাই। আমি আদবের সহিত আরজ করিলাম হজরত ! আমি তালাশ করিয়া সর্ব প্রথম সেই উটটাই লইয়া উহাকে রাখিয়া অন্যটা পেশ করিয়াছি ! তিনি বলিলেন সত্যি

সত্যিই তুমি আমার প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিয়া এইরূপ করিয়াছ? আমি বলিলাম জী-হাঁ সেই জন্যই করিয়াছি। হজরত আবুজর বলিলেন তোমাকে আমার প্রয়োজনের সময় বলিতেছি শুন। আমার প্রয়োজনের সময় ত হইল তখন যখন আমাকে কবরের গহ্বরে ফেলিয়া রাখা হইবে। সেই দিনই হবে আমার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনের দিন।

মনে রাখিবে; তোমার মালের মধ্যে তিনজন অংশীদার রহিয়াছে, প্রথম তোমার তাক্দীর, ইহা কাহারও জানা নাই যে, তাক্দীর কোন্ মূহুর্তে কার মাল চাহিয়া বসে অর্থাৎ যেই যেই মালকে আমি ভাল মনে করিয়া অনেক সময় হেফাজত করিয়া রাখি উহাই হঠাৎ করিয়া অদৃষ্টের পরিহাসে বিভিন্ন উপায়ে হাত ছাড়া হইয়া যায়, কাজেই সময় থাকিতে উহাকে এখনই কেন আমি আল্লাহর ব্যাংকে জমা করিয়া রাখিব না। ২য় অংশীদার হইল ওয়ারিশগণ তাহারা সব সময় তাক লাগিয়া রহিয়াছে যে কখন তুমি কবরের গর্তে পৌঁছিয়া যাইবে আর সমস্ত মাল তাহারা আপোষে বন্টন করিয়া লইবে। তৃতীয় অংশীদার হইলে তুমি। অর্থাৎ তুমি স্বয়ং ধনসম্পদকে এখনই নিজের কাজে লাগাইতে পার। অতএব তুমি এই চেষ্টা কর যেন তিন অংশীদার হইতে তোমার অংশ কোন ক্রমেই কম না হয়। কারণ এমনওতো হইতে পারে যে অদৃষ্ট তোমার সর্বস্ব ধবংস করিয়া দিবে, অথবা ওয়ারিশগণ তোমার সব কিছু বন্টন করিয়া নিবে, তার চেয়ে ভাল তুমি উহাকে যত শীঘ্র পার আল্লাহর সুরক্ষিত ভাণ্ডারে জমা করিয়া রাখ। তা ছাড়া পরওয়ারদেগার ফরমাইতেছেন লান্ তানালুল বের্‌রা অর্থাৎ "সবচেয়ে প্রিয় বস্তু দান না করিলে তোমরা কখনও আসল নেকী হাছেল করিতে পারিবে না" আর এই উট যখন আমার সব চেয়ে প্রিয় মাল, তখন কেন উহাকে আমি নিজের জন্য খাছ করিয়া আল্লাহর ব্যাংকে পাঠাইয়া দিব না।

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন এক সময় প্রিয় নবীজীর খেদমত একটি জানোয়ারের কিছু গোশত হাদিয়া স্বরূপ আসিয়াছিল। হুজুর (ছঃ) উহা নিজেও খাইলেন না, আর অপরকে খাইতেও নিষেধ করিলেন না। আমি বলিলাম ইহা ফকির মিস্‌কীনদেরকে দিয়া দিব?

হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন এমন বস্তু যা তুমি নিজে পছন্দ কর না অন্যকেও তা দিওনা।

বর্ণিত আছে হজরত এবনে ওমর (রাঃ) গুড় খরিদ করিয়া গরীবদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন, খাদেম বলেন, হজরত! গরীবের জন্য গুড়ের চেয়ে খাদ্যের প্রয়োজন বেশী; তিনি বলিলেন ঠিক বলিয়াছ আমি ও ইহা মনে করি, তবে রাব্বুল আলামীন বলিয়াছেন প্রিয়বস্তু দান না করিলে প্রকৃত ছওয়াব পাওয়া যায় না। যেহেতু আমি গুড় পছন্দ করি তাই গুড়ই দান করিলাম। ইহাকেই বলে মহব্বত ও প্রেমের চরম নিদর্শন, ওহ্! মাহবুবের জবান হইতে বাহির হওয়া কথার উপর আমল করিবার কত বড় জয্‌বা। চাই প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট জিনিস অন্য কিছুই হউক না কেন।

(১২) وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ - اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ
فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ
النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

অর্থ ঃ "এবং তোমরা স্বীয় প্রভুর তরফ হইতে ক্ষমা প্রাপ্তির দিকে এবং এমন জান্নাতের দিকে দৌড়াইতে থাক যাহার প্রশস্ততা হইবে সপ্ত আছমান ও জমীনের সমতুল্য যাহা প্রস্তুত রাখা হইয়াছে এমন সব মোত্তাকীনদের জন্য যাহারা সুখ দুঃখ উভয় হালতেই আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করিয়া থাকে এবং রাগ আসিলে উহাকে হজম করিয়া লয় আর মানুষের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয়। বস্তুতঃ আল্লাহ পাক পরোপকারী লোকদেরকে ভালবাসেন"। (আল এমরান)

ওলামাগণ লিখিয়াছেন ছাহাবাদের মধ্যে কেহ কেহ বনি ইস্রাঈলের এই কথার উপর ঈর্ষা করিয়াছিল যে, যখন তাহাদের মধ্যে কেহ পাপ করিত তখন তাহার দরওয়াজার সামনে উহা লেখা হইয়া যাইত এবং

সেই পাপের কাফ্ফারা যেমন নাক কাটা এবং কান কাটা ইত্যাদি শাস্তিও সাব্যস্থ হইয়া যাইত। ছাহাবাদের অন্তরে পাপের ভয় এত অধিক ছিল যে আখেরাতে শাস্তি ভোগ করার মোকাবেলায় ঐ সব গুরুতর শাস্তি সমুহকেও তাহারা হাল্কা মনে করিতেন। হাদীছের কিতাবে এরূপ অসংখ্য ঘটনাবলী বর্ণিত আছে। পুরুষ ত পুরুষ মেয়েরা পর্য্যন্ত পাপ করিয়া আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা পাওয়ার আশায় হুজুরের দরবারে আসিয়া স্বেচ্চায় ধর্ণা দিয়া শাস্তি ভোগ করিতে আবেদন করিতেন। জনৈকা মহিলার ঘটনা, ঘটনাচক্রে শয়তানের ধোকায় তিনি জিনায় লিপ্ত হইয়া পড়েন। গুনাহ হইতে পবিত্র হইবার নেশায় প্রিয় নবীর খেদমতে হাজির হইয়া তাহাকে শরীয়তের বিধান মোতাবেক পাথর মারিয়া ছঙ্গেছার করিবার দরখাস্ত করেন। তাঁহাকে ছঙ্গেছার করা হইল। কী আশ্চর্য্যজনক ছিল উক্ত মহাপুরুষদের তওবা। গুনার বোঝা নিয়া আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার চেয়ে প্রস্তর নিক্ষেপে নিষ্পেসিত হওয়া তাহাদের নিকট অধিকতর সহজ ছিল। রাজিয়াল্লাহু আনহুম।

নামাজ পড়ার সময় হজরত আবু (রাঃ) তালহার অন্তরে স্বীয় বাগানের খেয়াল আসার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে ছদকা করিয়া দেন শুধু এই অভিমানে যে নামাজের মধ্যে দুনিয়ার খেয়াল কেন আসিল তাকে আর কিছুতেই নিজের করিয়া রাখা যায় না। অন্য এক ছাহাবী নামাজ পড়িতেছিলেন। খেজুর পাকার পুরা মৌছম তখন, পাকা খেজুরওয়ালা চমৎকার বাগানের দৃশ্য অন্তরে আসা মাত্রই নামাজান্তে হজরত ওছমানের খেদমতে হাজির হইয়া পুরা ঘটনা বর্ণনা করিয়া উহাকে আল্লাহর রাস্তায় ছদকা করিয়া দিলেন। হজরত ওছমান (রাঃ) উক্ত বাগান পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রী করিয়া দ্বীনের কাজে লাগাইয়া দেন। হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) ভুলবশতঃ সন্দেহজনক কিছু জিনিস খাইয়া সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণ পানি পান করিয়া এই ভয়ে বমি করিয়া ফেলেন যে, কি জানি সেই লোক্মা শরীরের অংশ বনিয়া যায় নাকি। এই প্রকার অনেক ঘটনাবলী হেকায়াতে ছাহাবা নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এইসব ভয়-ভীতি যাঁহাদের অন্তরে তাঁহারা যদি বনি ইস্রাঈলের মত দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করিয়া পাপমুক্ত হইয়া যাওয়ার আকাংখা করে তবে তা কিছুতেই অযৌক্তিক নহে। হাঁ আমাদের মত অপদার্থদের অন্তরে

কল্পনাও আসে না যে গুনাহ কত বড় কঠিন বস্তু। প্রিয় ছাহাবায়ে কেরামদের এইরূপ উৎকণ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই স্বীয় মাহবুবের উম্মতের জন্য উক্ত আয়াত নাজেল করিয়া মুক্তির নোছ্খা বাত্লাইয়া দিলেন যে, নেক কাজ করিয়া ক্ষমা ও জান্নাত পাওয়া যায়। বনি ইস্রাঈলের মত শাস্তি ভোগ করিতে হয় না।

হজরত এব্নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, সপ্ত আছমান ও জমীনকে পাশাপাশি রাখিয়া জোড়া দিয়া দিলে যতটুকু হইবে বেহেশতের পরিধি হইল ততটুকু। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) তাঁহার গোলাম কোরায়েবকে জনৈক ইহুদী পণ্ডিতের নিকট বেহেশতের প্রশস্ততা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। সে হজরত মুছা (আঃ) এর ছহীফা সমুহ দেখিয়া বলিয়া দিলেন যে সপ্ত আকাশ ও জমীনের সমতুল্য হইল বেহেশতের পাশ আর লম্বা কতটুকু একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন হে লোক সকল! এইরূপ জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও যাহার পাশ হইল জমীন ও আসমান সমতুল্য। হজরত ওমায়ের বিন হামাম (রাঃ) আনছারী তাজ্জব হইয়া আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ্! বেহেশতের পাশই কি এত অধিক হইবে? হুজুর (ছঃ) বলিলেন নিশ্চয়। হজরত ওমায়ের বলিলেন সাবাস সাবাস হুজুর। আমি সে বেহেশতে নিশ্চয় প্রবেশ করিব। হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন হাঁ হাঁ নিশ্চয় তুমি সেই জান্নাতের অধিবাসী হইবে। তারপর হজরত ওমায়ের (রাঃ) পুট্লী হইতে কিছু খেজুর বাহির করিয়া যুদ্ধে শক্তি লাভের জন্য খাইতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর বলিয়া উঠিলেন এই সব খেজুর খাইতে খাইতে ত অনেক দেরী হইয়া যাইবে। এই বলিয়া ঐগুলি ছুঁড়িয়া মারিয়া রণ ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ও যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন।

উক্ত আয়াত শরীফে মোমেনদের আর একটি বিশেষ প্রশংসা এই করা হইয়াছে-তাহারা রাগ আসিলে উহাকে সংবরণ করিয়া লয় এবং কেহ অপরাধ করিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেয়। ওলামারা লিখিয়াছেন তোমার ভাই যদি কোন অপরাধ করিয়া বসে তবে তাহাকে ক্ষমা করার নিয়তে সত্তরটা ওজর দাঁড় করাইয়া দাও, তবু ও যদি তোমার মনে প্রবোধ না পায় তবে মনকে এই বলিয়া শাসাও যে তুমি কত নির্দয়, তোমার ভাই

স্বীয় দোষের জন্য সত্তর প্রকার ওজর পেশ করিতেছে, অথচ তুমি তাহা কবুল করিতেছ না। কেননা প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন কাহারও নিকট ওজর পেশ করিলে সে যদি উহা কবুল না করে তবে তার গুনাহের পরিমাণ হইবে অবৈধ ভাবে শুল্ক উসুলকারীর গুনাহের সমান। হুজুর (ছঃ) মোমেনের বৈশিষ্ট বর্ণনা করেন যে, হঠাৎ রাগ আসে আবার তৎক্ষণাৎ রাগ থামিয়া যায়। রাগ একেবারে না আসাকে মহৎগুণ বলা হয় নাই। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন রাগের স্থলে রাগ না করিলে সে হইল শয়তান, এই কারণেই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, যে রাগকে হজম করিয়া লয়; এই কথা বলেন নাই যে, যার রাগই আসে না। প্রিয়নবী (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি রাগ করিয়া প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও প্রতিশোধ নেয় না, আল্লাহ পাক তাহাকে ঈমান-আমানের দ্বারা ভর্ত্তি করিয়া দেন। অর্থাৎ মজবুরী অবস্থায় ত প্রতি ক্ষেত্রেই ছবর হইয়া যায়, প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতা থাকা সত্বেও প্রতিশোধ না নেওয়ার নামই হইল ছবর। আর একটি হাদীছে আসিয়াছে, মানুষ রাগের পেয়ালা পান করিয়া লয় এর চেয়ে পান করার জন্য উত্তম বস্তু আল্লাহর নিকট আর কিছুই নাই। তিনি উহা দ্বারা অন্তরকে ঈমানের দ্বারা ভর্তি করিয়া দেন। অন্য হাদীছে আছে যে ব্যক্তি শক্তি থাকা সত্বে ও রাগ হজম করিয়া লইল কেয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে আল্লাহ পাক তাহাকে ডাকিয়া বলিবেন তোমার পছন্দ সই যে কোন একটি হুর নির্বাচন করিয়া লইয়া যাও। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন বীর পুরুষ ঐ ব্যক্তি নয় যে অন্যকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়, বরং বীর ঐ ব্যক্তি যে রাগের মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিতে সক্ষম।

হজরত আলী এবনে হোছায়নের (রাঃ) এক বান্দী তাঁহাকে অজু করাইতেছিলেন, হঠাৎ বাঁদীর হাত হইতে লোটা পড়িয়া তাঁহার চেহারা জখ্মি হইয়া যায়। তিনি এই বাঁদীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বাঁদী বলিয়া উঠিল আল্লাহ পাক ফরমাইতেছেন "যাহারা রাগের সময় আত্মসংবরণ করে"। হজরত আলী বলিলেন আমি রাগ হজম করিয়া ফেলিলাম। বাঁদী আবার বলিল "যাহারা মানুষকে ক্ষমা করিয়া দেয়" হজরত আলী বলেন আল্লাহ তোমার ত্রুটি মার্জনা করুন। বাঁদী পুনরায় বলিয়া উঠিল "আল্লাহ দয়াবানদের ভালবাসেন" হজরত আলী উত্তরে বলিলেন যাও তোমাকে আজাদ করিয়া দিলাম। অন্য এক সময় তাঁহার গোলাম মেহমানের জন্য পেয়ালা ভর্তি গরম রুটি আনিতেছে হঠাৎ পেয়ালা তাঁহার ছোট ছেলের মাথায় পড়িল। ছেলে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল; হজরত আলী তৎক্ষণাৎ গোলামকে বলিলেন তুমি আজাদ, অতঃপর স্বয়ং আপন ছেলের কাফন দাফনে লাগিয়া গেলেন।

প্রকৃত ঈমানদারের নিদর্শন

(১৩) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ
قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا
وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا - لَهُمْ
دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○ انفال

অর্থঃ নিশ্চয় মোমেন ঐসব লোক যাহাদের নিকট আল্লাহর নাম জিকির করা হইলে তাহাদের অন্তর ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠে। এবং তাহাদের নিকট আল্লাহর আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হইলে উহা তাহাদের ঈমানকে বর্ধিত করিয়া দেয় আর তাহারা আপন প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করিয়া থাকে। তাহারা নামাজ কায়েম করিয়া থাকে ও আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে খরচ করিয়া থাকে। তাহারাই প্রকৃত মোমেন। তাহাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুউচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমা এবং সম্মানিত রিজিকের ব্যবস্থা রহিয়াছে। (আনফাল)

হজরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন অন্তর ভীত সন্ত্রস্থ হওয়া এইরূপ যেমন খেজুরের শুকনা পাতায় আগুন লাগিয়া যাওয়া। তারপর তিনি স্বীয় সাগরেদ শাহর বিন হাওশাবকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কি শরীরের কম্পন বুঝিতে পার? শাহর বলেন হাঁ আমি বুঝিতে পারি। তিনি বলেন সেই সময় দোয়া করিবে, কারণ তখন দোয়া কবুল হওয়ার সময়। হজরত ছাবেত বানানী (রঃ) বলেন জনৈক বুজুর্গ বলিতেছেন আমার কোন্ কোন্ দোয়া কবুল হয় তা আমি বুঝিতে পারি। লোকে বলিল হুজুর

তা কি করিয়া পারেন, তিনি বলেন আমার শরীরে যখন কম্পন আসিয়া যায়, অন্তরে ভয় ভীতির সঞ্চার হয়, এবং চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে। তখনকার দোয়া কবুল হয়।

হজরত ছুদ্দী (রঃ) বলেন যখন তাহাদের সম্মুখে আল্লাহর জিকির আসিয়া যায় ইহার অর্থ হইল এই যে, কোন ব্যাক্তি যদি কাহার ও উপর জুলুম করার ইচ্ছা করে বা অন্য কোন গুনাহের এরাদা করে এমতাবস্থায় যদি কেহ তাহাকে বলে যে তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হইয়া যায়। হারেছ বিন মালেক (রঃ) নামক জনৈক আনছারী ছাহাবী প্রিয় নবীজীর খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। হুজুর (ছঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন হারেছ তোমার অবস্থা কি ? তিনি আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি একজন সাচ্চা মোমেন। দয়ার নবী এরশাদ ফরমাইলেন দেখ কি বলিতেছ চিন্তা করিয়া বল। প্রত্যেক বস্তুর একটা হাক্বীক্বত রহিয়াছে, তোমার ঈমানের হাক্বীকত কি, তুমি ফয়ছালা করিয়া নিলে যে তুমি একজন সাচ্চা মোমেন ? হারেছ বলিলেন, আমি স্বীয় নছফকে দুনিয়ার মোহ হইতে ফিরাইয়া লইয়াছি। রাত্রি বেলায় জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহর এবাদত করি আর দিনের বেলায় রোজা রাখি, বেহেশতীদের পরস্পর মেলামেশা আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে। দোজখীদের শোরগোল আর দুঃখ দুর্দশার দৃশ্য সর্বদা বিদ্যমান। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ ফরমাইলেন হারেছ নিশ্চয় তুমি দুনিয়া হইতে মুখ ফিরাইয়াছ। ইহাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক। হুজুর (ছঃ) এই কথা তিনবার ফরমাইলেন। প্রকৃত পক্ষে যার সামনে সর্বদা বেহেশ্‌ত ও দোজখের দৃশ্য ভাসমান থাকে সে দুনিয়াতে কি করিয়া লিপ্ত হইতে পারে ?

(১৪) وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ
اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝ انفال

অর্থ ঃ "এবং তোমরা যাহারা আল্লাহর রাস্তায় দান করিবে উহার প্রতিদান তোমাদিগকে পুরাপুরি দেওয়া হইবে। আর তোমাদের উপর কোন প্রকার জুলুম করা হইবে না"।

যেই সমস্ত আয়াত এবং হাদীছে ছাওয়াব বাড়াইয়া দেওয়া হইবে বর্ণিত হইয়াছে এই আয়াত উহাদের বিপরীত নয়। ইহার অর্থ হইল কাহার ও নেক কাজের ছওয়াব কম করা হইবে না। তবে ছওয়াবের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে স্থান, দাতার নিয়ত ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। ইহা ত আখেরাতের ছওয়াব সম্বন্ধে বলা হইল, অনেক সময় দুনিয়াতে ও পুরাপুরা বদলা মিলিয়া যায়। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা ২ নং আয়াতে ও ৮ নং হাদীছে আসিতেছে।

(১৫) قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ
يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ ۝

অর্থ ঃ আপনি আমার ঐ সমস্ত খালেছ বান্দাদেরকে বলিয়া দিন যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা যেন নামাজ কায়েম করে এবং আমার প্রদত্ত রিজিকসমূহ হইতে প্রকাশ্যে এবং গোপনে এমন দিন আসার পূর্বেই যেন দান করে যে দিন কোন প্রকার কেনাকাটা ও বন্ধুত্ব কাজে আসিবে না"।

অর্থাৎ যখন যেই প্রকারের ছদকা প্রকাশ্যে হউক বা গোপনে তখন সেই প্রকারই দান করিতে হইবে। হজরত জাবের (রাঃ) বলেন একবার প্রিয় নবী (ছঃ) খোত্‌বার মধ্যে ফরমাইলেন যে, হে লোক সকল! তোমরা মৃত্যুর আগে আগেই তওবা করিয়া লও। এমন যেন না হয় যে, মৃত্যু আসিয়া যাইবে অথচ তওবা থাকিয়া যাইবে। আর বিভিন্ন ঝামেলায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই নেক কাজ করিয়া লও। কারণ হয়ত ঝামেলায় লিপ্ত হইলে নেক কাজ করার আর সুয়োগ থাকিবে না। আর বেশী বেশী জিকির করিয়া আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করিয়া লও! এবং গোপনেও প্রকাশ্যে ছদকা করিয়া লও, যেহেতু উহা দ্বারা তোমাদের রিজিক বাড়াইয়া দেওয়া হইবে তোমাদের সাহায্য করা হইবে, এবং তোমাদের দুরাবস্থা দুর হইয়া যাইবে।

(১৬) وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ
قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى
الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ حج

অর্থ ঃ আপনি ঐ সমস্ত বিনয়ী মুছলমানদিগকে সুখবর দিয়া দিন যাহাদের নিকট আল্লাহর জিকির করা মাত্রই তাহাদের অন্তর ভয়ে ভীত হইয়া যায়, আর তাহাদের উপর কোন মছিবত আসিয়া পৌছিলে তাহারা উহার উপর ছবর করিয়া থাকে, এবং তাহারা নামাজ কায়েম করে ও আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে তাহারা ছদকা করিয়া থাকে।

উল্লেখিত আয়াতে "মোখবেতীন" শব্দের কয়েক প্রকার ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে, কেহ বলিয়াছেন যাহারা আল্লাহর হুকুম আহকামের সামনে মাথা নত করিয়া দেয়। কেহ বলিয়াছেন বিনয়ী, হজরত মুজাহেদ বলিয়াছেন অবিচলিত ও প্রশান্ত অন্তরওয়ালা, আমর বিন আওছ (রাঃ) বলেন যাহারা অন্যের উপর জুলুম করে না, তাহাদের উপর কেহ জুলুম করিলেও উহার প্রতিশোধ নেয় না। যহাক (রাঃ) বলেন বিনয়ী, এব্‌নে মাছউদ যখন হজরত রবি বিন খায়ছামকে দেখিতেন, বলিতেন তোমাকে দেখিলে আমার মোখবেতীন স্মরণ পড়ে।

(১৭) وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ
اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ - اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى
الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ○ مؤمنون

অর্থ ঃ "আর যাহারা আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া থাকে, দান করা সত্ত্বেও তাহাদের অন্তর কম্পিত থাকে এই ভয়ে যে, তাহাদিগকে আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহারা নেক কাজে প্রতিযোগিতা করে ও তাহার দিকে অগ্রসর হয়।

ফায়েদা ঃ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়াও এই জন্য ভীত হইয়া পড়ে যে, আল্লাহ পাক উহাকে কবুল করিলেন কি না করিলেন। যে যত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তার অন্তরে আল্লাহর ভয়ও তত বেশী হইয়া থাকে। তদুপরি এই জন্য ও ভয় হইয়া থাকে যে আমাদের নিয়তের মধ্যে কতটুকু এখলাছ রহিয়াছে তাহা জানা নাই। কারণ অনেক সময় মানুষ নফছও শয়তানের ধোকায় কোন কাজকে নেকী মনে করিয়া করে অথচ প্রকৃত পক্ষে উহা নেকী নয়। ছূরায়ে কাহফের শেষ রুকুতে আল্লাহ পাক ফরমাইতেছেন—

> "আপনি বলিয়া দিন হে মোহাম্মদ (ছঃ)! আমি তোমাদিগকে এমন লোকের সন্ধান বাত্‌লাইয়া দিব কি যাহারা আমল হিসাবে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ অর্থাৎ যাহাদের পার্থিব দুনিয়ার যাবতীয় নেক আমল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে অথচ তাহারা মনে করিত যে আমরা নেক কাজই করিতেছি।"

হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন—মোমেন নেক কাজ করিয়াও ভয় পাইতে থাকে, আর মোনাফেক অন্যায় কাজ করিয়াও নির্ভীক থাকে। যেমন ফাজায়েলে হজ্বের মধ্যে এইরূপ অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে যে, যাহাদের অন্তরে আল্লাহর আজমত এবং বুজুর্গীর অনুভূতি রহিয়াছে তাহারা লাব্বায়েক বলিতে ভীত হইয়া যায় এই ভয়ে যে আমার হাজেরী আল্লাহ পাক কবুল করিলেন কি না করিলেন। আম্মাজন আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ্‌! و الذين يؤتون এই আয়াত কি ঐসব লোকের শানে নাজেল হইয়াছে যাহারা চুরি করে, জিনা করে, এবং অন্যান্য পাপ করিয়া আল্লাহর দরবারে কি ভাবে হাজির হইবে বা মুখ দেখাইবে ইহার ভয় পায়? হুজুর (ছঃ) এরশাদ ফরমাইলেন, না; বরং যাহারা নামাজ রোজা ছদকা খয়রাত করিয়াও ভয় পায় যে উহা মাওলার দরবারে কবুল হইল কি না? হজরত এবনে আব্বাছ, ছায়ীদ বিন জোবায়ের, হাছান বছরী (রাঃ) প্রমুখ বুজুর্গান বলেন আয়াতের উদ্দেশ্য হইল যাহারা নেক কাজ করিয়াও হিসাব কিতাবের ভয়ে কম্পিত থাকে।

হজরত জয়নুল আবেদীন যখন অজু করিতেন চেহারার রং হলুদ বর্ণ হইয়া যাইত, আর যখন নামাজে দাঁড়াইতেন শরীরে কম্পন আসিয়া যাইত, কেহ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন তোমাদের কি জানা আছে যে আমি কার সন্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছি? ফাজায়েলে নামাজ

এবং হেকায়েতে ছাহাবা গ্রন্থে এইরূপ বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

(١٨) وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى
الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا
وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

অর্থঃ “এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বুজুর্গ ও সম্পদশালী তাহার আত্মীয় স্বজন, গরীব এবং আল্লাহর ওয়াস্তে হিজরতকারীদিগকে দান খয়রাত না করার ব্যাপারে যেন কছম না খাইয়া বসে, বরং তাহাদের অপরাধীগণকে ক্ষমা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ পাক মহান ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

কোরআনে পাকে মা আয়েশার (রাঃ) পবিত্রতা ঘোষণা

ষষ্ঠ হিজরীতে গাজওয়ায়ে বনি মোস্তালেক নামীয় একটা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে নবীয়ে করীম (ছঃ) এর সহিত হজরত আয়েশা (রাঃ) ও শরীক ছিলেন। হজরত মা আয়েশার উট ছিল-পৃথক, তাহার উপর হাওদাজ লাগানো ছিল। তিনি তাঁহার হাওদাজেই অবস্থান করিতেন। যাত্রা কালে কয়েকজন লোক সেই হাওদাজকে উটের পিঠে উঠাইয়া দিত। যেহেতু তিনি অল্পবয়স্কা এবং খুব হাল্‌কা পাত্‌লা ছিলেন তাই চারজনে মিলিয়া হাওদাজ উঠাইবার সময় টের ও পাইত না যে উহার মধ্যে কেহ আছে কি নাই। অভ্যাস মোতাবেক কোন একস্থানে কাফেলা বিশ্রাম গ্রহণ পূর্বক পুনরায় যাত্রা শুরু করিলে কয়েকজন লোক হজরত আয়েশার হাওদাজ উটের পিঠে উঠাইয়া বাঁধিয়া দিল, ঘটনা ক্রমে মা আয়েশা (রাঃ) তখন খানিকটা দুরে এস্তেঞ্জা করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ গলায় হার না দেখিয়া উহার তালাশে আবার চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে কাফেলা রওনা হইয়া গেল। তিনি এই উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে একাই রহিয়া গেলেন। তিনি চিন্তা করিলেন পথিমধ্যে আমার না থাকার বিষয় যখন হুজুর (ছঃ) জানিতে পারিবেন তখন কাহাকেও নিশ্চয় আমার সন্ধানে পাঠাইবেন। এই ভাবিয়া তিনি সেখানে বসিয়া গেলেন ও

ঘুমাইয়া পড়িলেন। ভাবিলে আশ্চার্য্য লাগে আল্লাহ পাক নেক আমলের বরকতে তাঁহাদিগকে কত প্রশান্ত অন্তর দান করিয়াছিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র ও বিচলিত হইলেন না। এই যুগের নারী হইলে সে নির্জন প্রান্তরে ঘুমানতো দুরের কথা কান্নাকাটি করিয়াই রাত্রি কাটাইয়া দিত।

হজরত ছফওয়ান বিন মোয়াত্তাল নামক ছাহাবীকে এই জন্য নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল যে; কাফেলা কোন জিনিস ফেলিয়া গেলে তিনি তাহা কুড়াইয়া নিবেন, তিনি ভোর বেলা ঐ স্থানে পৌঁছিয়া একজন লোককে সেখানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সজোরে ইন্নালিল্লাহ পড়িয়া উঠিলেন, যেহেতু পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি মা আয়েশাকে দেখিয়াছিলেন তাই তাঁহাকে মুহুর্তেই চিনিয়া ফেলিলেন। ছফওয়ানের আওয়াজ শুনিয়া আম্মাজানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। হজরত ছফওয়ান উটের রজ্জু ধরিয়া টানিয়া চলিল। ও কাফেলার মধ্যে পৌছাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সারা মদিনায় এক অশুভ কথার ঝড় বহিয়া গেল। আবদুল্লাহ বিন্‌ উবাই মোনাফেকদের নেতা ও মুছলমানদের চরম শত্রু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মা আয়েশা ও হজরত ছফওয়ানের নামে এক জঘন্য কুৎসা রটাইতে আরম্ভ করিল। এই মিথ্যা অপবাদে কয়েকজন সরল প্রাণ মুছলমানও যোগ দিল, দীর্ঘ একমাস যাবত ইহাই একমাত্র আলোচ্য বস্তুতে পরিণত হইল। রাছুলুল্লাহ (ছঃ) ও মোমেনগণ দারুণ ভাবে মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। হুজুর (ছঃ) নারী পুরুষ সকলের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন প্রকারেই মানষিক শান্তি আসিতেছিল না।

দীর্ঘ একমাস পর মা আয়েশার পরিত্রতা ঘোষনা করিয়া ছুরায়ে নূরের পুরা একটা রুকু নাজেল হইল। এবং যাহারা বিনা প্রমাণে কুৎসা রটনা করিয়া থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহ পাক কঠোর ভাষায় সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। মেছতাহ্‌ নামক জনৈক ছাহাবী এই কাজে জঘন্য ভাবে অংশ গ্রহণ করেন অথচ তিনি হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হইতে নিয়মিত ভাতা পাইতেন ও তাঁহার নিকটাত্মীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা ও ছরকারে দোজাহানের পাক পবিত্র বিবির বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদে অংশ গ্রহণ করায় হজরত ছিদ্দীকে আকবার (রাঃ) রাগে ও ক্ষোভে কছম খাইয়া বসেন যে তিনি আর মেছতাহ্‌কে সাহায্য করিবেন

না। ইহার উপরেই উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় আরও কয়েক জন ছাহাবী এই অপবাদে অংশ গ্রহণ কারী লোকদের সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আব্বাজান হজরত মেছতার সাহায্য দ্বিগুণ করিয়া দেন।

তাহাজ্জুদ নামাজের ফজীলত।

(১৯) تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ
خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ
مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

অর্থঃ “রাত্রি বেলায় তাঁহাদের পার্শ্বদেশ আরামের শয্যা হইতে পৃথক হইয়া যায়। তাহারা আপন প্রভুকে ভয় এবং আশার মধ্যে ডাকিতে থাকে। আর আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে তাহারা দান ছদকাও করিয়া থাকে। সুতরাং কোন মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না যে তাহাদের জন্য অদৃশ্য জগতে চক্ষুর তৃপ্তিদায়ক কত সব বস্তুর ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে এই সব শুভ পরিণাম একমাত্র তাহাদের নেক আমলের বরকতেই করা হইয়াছে।”

ফায়েদা ঃ ‘রাত্রি বেলায় তাহাদের পার্শ্বদেশ আরামের শয্যা ত্যাগ করে” মোফাচ্ছেরীনগণ এই আয়াতের দুইটি অর্থ করিয়াছেন। প্রথমতঃ উহার অর্থ হইল মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়। হজরত আনাছ বলেন এই আয়াত আমাদের আনছারদের শানে নাজেল হইয়াছে, কারণ আমরা মাগরিবের পর হুজুর (ছঃ) এর সাথে এশা না পড়িয়া ঘরে ফিরিতাম না। অন্য হাদীছে হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, ইহা মোহাজেরদের এক জামাতের শানে নাজেল হইয়াছে কারণ তাঁহারা মাগরিবের পর এশা পর্যন্ত নফলে কাটাইয়া দিতেন। হজরত বেলাল এবং আবদুল্লাহ বিন ঈছা হইতেও এইরূপ বর্ণনা আসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আয়াতের উদ্দেশ্য তাহাজ্জুদের নামাজ। হজরত মোয়াজ (রাঃ) বলেন, প্রিয় নবী (ছঃ) ফরমাইয়াছেন উহার উদ্দেশ্য হইল রাত্রি বেলার নামাজ। মোজাহেদ (রাঃ) বলেন হুজুর (ছঃ) রাত্রি জাগরনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন ও হুজুরের চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল, তার পর হুজুর এই আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেন।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাছউদ (রাঃ) বলেন, তৌরীত কিতাবে লিখিত আছে যাহাদের জন্য পরওয়ারদেগারে আলম এমন সব সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন লোকের অন্তরে উহার কল্পনাও পয়দা হয় নাই, না কোন নিকটবর্তী ফেরেশ্‌তা উহা জানে, না কোন নবী রাছুল উহার খবর রাখে। আয়াত শরীফে উহাই বর্ণিত হইয়াছে। রওজুর রাইয়াহীন ইত্যাদি গ্রন্থে শত শত ঘটনা এমন সব বুজুর্গানের উল্লেখ আছে যাহারা সারা রাত্রি মাওলার স্মরনে কান্নাকাটি করিয়া কাটাইয়া দিতেন। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) চল্লিশ বৎসর যাবত এশার অজু দ্বারা ফজর পড়ার রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রমজান মাসে প্রতি দিবা রাত্রির মধ্যে নাকি তিনি কোরান শরীফ দুই খতম করিতেন। হজরত ওছমান (রাঃ) সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া একই রাকাতে পুরা কোরান শরীফ পাঠ করিতেন। হজরত ওমর (রাঃ) অনেক সময় এশার নামাজ পড়িয়া ঘরে গিয়া নফলে দাঁড়াইয়া ফজর করিয়া দিতেন। বিখ্যাত ছাহাবী তামীমে দারী (রাঃ) কোন সময় এক রাকাতে পুরা কোরান পড়িতেন আবার কোন সময় একটি আয়াত রাতভর পড়িতে থাকিতেন। হজরত শাদ্দাদ বিন আওছ (রাঃ) বিছানায় শুধু এপাশ ওপাশ ফিরিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকেন অবশেষে এই বলিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন যে হে খোদা! জাহান্নামের ভয় আমার নিদ্রাকে উড়াইয়া দিয়াছে, অতঃপর ফজর পর্য্যন্ত নামাজে লিপ্ত থাকিতেন। হজরত ওমায়ের (রাঃ) দৈনিক এক হাজার রাকাত নফল ও একলক্ষ বার তাছবীহ পাঠ করিতেন। বিখ্যাত তাবেয়ী ওয়েছ করনী (রাঃ) স্বয়ং হুজুর (ছঃ) যাহার প্রশংসা করিতেন এবং যাহার নিকট হইতে দোয়া নিবার জন্য লোকদিগকে উৎসাহ দিতেন, তিনি বলিতেন অদ্য রুকু করার রাত্রি অতএব সারা রাত্রি রুকুতে কাটাইয়া

দিতেন। আবার কোন রাত্রে বলিতেন অদ্য ছেজ্দা করিবার রাত্রি, তাই সারারাত ছেজদায় কাটাইয়া দিতেন। আল্লাহর ঐ সব বান্দারা সারা রাত মালিকের স্মরণে ছট্ফট্ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। কবির ভাষায়—

“আমাদের কাজই হইল সারা রাত্রি মাহবুবের স্মরণে কাটাইয়া দেওয়া, আর আমাদের নিদ্রা হইল বন্ধুর স্মরণে বিভোর হইয়া যাওয়া।

হায়! তাঁহাদের জয্বা ও উৎকণ্ঠার সামান্যতম অংশ ও যদি এই নাপাক অধমকে দান করা হইত।

(২০) قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ

وَيَقْدِرُ لَهٗ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

অর্থঃ আপনি বলিয়া দিন আমার প্রভু আপন বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা রিজিকের প্রশস্ততা দিয়া দেন। আর যাকে ইচ্ছা অভাব গ্রস্থ বানাইয়া দেন, এবং তোমরা যাহা খরচ কর তিনি উহার প্রতিদান দিবেন, বস্তুতঃ তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ রিজিক দাতা। (ছাবা)

অর্থাৎ-সম্পদ এবং দরিদ্রতা আল্লাহর তরফ হইতে আসে। কার্পণ্য ধন সম্পদ বাড়ায় না বা অধিক দান করিলে দারিদ্র আসে না বরং আল্লাহর রাস্তায় দান করিলে উহার প্রতিদান আখেরাতে ত পাইবেই অনেক সময় দুনিয়াতে ও পাওয়া যায়। একটি হাদিছে আসিয়াছে হজরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ্ পাকের এরশাদ বর্ণনা করিতেছেন যে, হে আমার বান্দাগণ! আমি স্বীয় মেহেরবানীতে তোমাদিগকে দান করিয়াছি এবং তোমাদের কাছে কর্জ চাহিয়াছি, সুতরাং যে সন্তুষ্ট চিত্তে দান করিবে আমি দুনিয়াতেও তাহাকে প্রতিদান দিব, পরন্তু আখেরাতে তার জন্য ভাণ্ডার ভরিয়া রাখিব। আর যে খুশী খুশী দান করিবে না বরং আমার দেওয়া ধন আমি ছিনাইয়া লই, তখন সে যদি ধৈর্য ধারণ করে ও ছওয়াবের আশা রাখে তার জন্য আমার রহমত অবশ্যম্ভাবী, তার নাম

হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে লিখিব আর আমার দীদার তার জন্য সহজ করিয়া দিব। আল্লাহ পাকের রহমতের কোন সীমারেখা নাই, স্বেচ্ছায় না দিলে জবরদস্তি কাড়িয়া নেওয়া হইলেও যদি ছবর করে তবুও উহার উপর প্রতিদান রাখিয়াছেন।

হজরত হাছান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবীয়ে করিম (ছঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা অপব্যয় ও কৃপনতা না করিয়া যাহা তোমাদের পরিবার পরিজনের জন্য খরচ কর উহাই আল্লাহর রাস্তায় গণ্য হইবে। হজরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, মানুষ শরীয়ত সম্মত যাহাই ব্যয় করে আল্লাহর দরবারে উহার প্রতিদান সুনিশ্চিত, হাঁ অট্টালিকা নির্মাণে বা পাপের কাজে ব্যয় করিলে উহার প্রতিদান নাই। তিনি আরও এরশাদ করেন পরোপকার ছদকা, মানুষ নিজের জন্য, পরিবার পরিজনের জন্য, নিজ মান ইজ্জত রক্ষার জন্য যাহা ব্যয় করে সবই ছদকা। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হুজুরে পাক (ছঃ) এর এরশাদ বর্ণনা করেন—প্রতি দিন দুইজন ফেরেশতা আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন, একজন বলেন হে খোদা! যে ব্যক্তি ছহি তরীকায় ব্যয় করে তাহাকে প্রতিদান দাও। অপরজন বলে হে খোদা! যে সম্পদ আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহার মাল ধ্বংস করিয়া দাও।

ইহা পরীক্ষিত সত্য যে, যাহারা অকাতরে ছাখাওয়াত বা দান করে আল্লাহর দানের দরওয়াজা তাহাদের জন্য খোলা হইয়া যায় আর যাহারা বখিলি করিয়া শুধু জমা করিতে থাকে আসমানী বালা, রোগ ব্যধি, মামলা মোকদ্দমা ও চুরি ইত্যাদিতে তাহাদের কয়েক বৎসরের সঞ্চিত ধন সম্পদ নিমেষে শেষ হইয়া যায়। আর যদি কাহার ও অনেক আমল বা নেক নিয়তির বরকতে আকস্মিক কোন বিপদ আসিয়া তাহার সম্পদ নষ্ট নাও করিয়া ফেলে তবু কিন্তু তাহার অথর্ব উত্তরাধীকারীরা পিতার সারা জীবনের ধনরাশী কয়েক মাসের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

হজরত আছমা (রাঃ) কে প্রিয়নবী (ছঃ) অছিয়ত করেন, হে আছমা খুব খরচ কর, গুনিয়া গুনিয়া দান করিও না তবে আল্লাহ পাকও তোমাকে গুনিয়া গুনিয়া দান করিবেন, এবং জমা করিয়া রাখিও না

তা হইলে তিনিও তোমার দান করাকে স্থগিত করিয়া দিবেন। তোমার সাধ্যমত দান করিতে থাক। একবার হুজুর (ছঃ) হজরত বেলালের ঘরে তাশরীফ নিয়া দেখিলেন তথায় খেজুরের স্তুপ পড়িয়া আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন, বেলাল ইহা কি? তিনি বরিলেন ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য রাখিয়াছি। হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন তুমি কি ভয় কর না যে, ইহার ধুঁয়া দোজখের আগুনে দেখিবে। বেলাল! বেশী করিয়া খরচ কর, আরশের মালিকের পক্ষ হইতে কম হওয়ার আশংকা করিও না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই হাদীছে আগাম জরুরতের জন্য সঞ্চয় করার উপরও নারাজী ও দোজখের ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, অবশ্য ইহা হজরত বেলালের মত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের বেলায় প্রযোজ্য, সাধারণ লোকদের জন্য নহে। ইহাকেই বলা হয় 'হাছানাতুল আবরারে ছায়েয়াতুল মোকাররাবীন" অর্থাৎ সাধারণ নেক বান্দাদের জন্য যাহা ছওয়াবের কাজ, আল্লাহর মাকবুল বান্দাদের জন্য উহাও দোষণীয়। যাহা হউক মাল জমা করার বস্তু নহে, উহার সৃষ্টিই হইল খরচ করার জন্য, নিজের উপর হউক বা অপরের উপর, নেক নিয়তে মাল আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করার শুভ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, আর যেখানে বদনিয়ত, লোক দেখানো, বা দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য ব্যয় করা হয় সেখানে নেকী বরবাদ গোনাহ লাজেম, বরকতের ত প্রশ্নই নাই।

(٢١) اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ
تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ
فَضْلِهٖ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ o

অর্থঃ "নিশ্চয় যাহারা কোরান তেলাওয়াত করে ও নামাজ কায়েম করে এবং আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে

দান খয়রাত করে তাহারা এমন ব্যবসায়ের আশা করিতে পারে যাহার কোন ঘাট্তি নাই। ইহা এইজন্য যে আল্লাহ পাক তোমাদের বদলা পুরা পুরা দান করিবেন এবং স্বীয় মেহেরবানীর দ্বারা তাহাদিগকে আর ও অধিকতর দান করিবেন নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও কাজের মর্যাদা দানকারী।"

হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন ঘাট্তিমুক্ত ব্যবসায়ের অর্থ হইল জান্নাত। যাহা ধ্বংসও হইবে না বিকৃতও হইবে না। "স্বীয় মেহেরবাণীতে আর ও অধিকতর দান করিবেন" মোফাচ্ছেরীনগণ ইহার অনেক ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বস্তু হইল আল্লাহর রেজামন্দীর ঘোষণা এবং বারংবার আল্লাহর দীদার নছীব হওয়া। এত বড় দৌলত কত সহজ পন্থায় লাভ করা যায়। বেশী বেশী ছদকা খয়রাত করিলে, নিয়মিত নামাজ আদায় করিলে ও বেশী বেশী তেলাওয়াত করিলে। এইসব আমল দুনিয়াতেও অপূর্ব লজ্জতের সামগ্রী। এ সম্পর্কে কতিপয় ঘটনা ফাজায়েলে কোরান নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(٢٢) وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ
اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ o

অর্থঃ "যাহারা আপন প্রভুর হুকুম মান্য করিয়াছে ও নামাজ কায়েম করিয়াছে আর তাহাদের যাবতীয় গুরুত্ব পূর্ণ কাজ আপোষ পরামর্শের সহিত হইয়া থাকে এবং আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে তাহারা দান খয়রাত করে" (তাহাদের জন্য খোদার দরবারে যেই সব সামগ্রীর ব্যবস্থা রহিয়াছে উহা দুনিয়ার নাজ নেয়ামত হইতে সহস্র গুণে উত্তম)।

এই আয়াতে খোলাফায়ে রাশেদীন বরং হযরত হাছান হোছায়েন পর্যন্ত সকলের বিশেষ বিশেষ আখলাক ও চরিত্রের প্রতি ধারাবাহিক ভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। যদিও ইশারায় ইঙ্গিতে খোলাফাদের জন্য সংরক্ষিত নেয়ামতের বর্ণনা রহিয়াছে তবুও ঐ সমস্ত গুণাবলী যাহারা অর্জন করিবে তাহারাও উহার অধিকারী হইবে। আফছোছ! আমরা মুছলমানেরা যদি কোরান হাদীছের নির্দেশ মোতাবেক চরিত্র গঠন করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের

আমল আখলাক এত নিম্নস্তরে পৌছিয়াছে যে অমুছলিমরা ইসলামকে ঘৃণা করে, তাহারা জানে না যে আজ ইছলামের সহিত মুছলমানদের সম্পর্ক খুব কমই রহিয়াছে, তাহারা মুছলমানের যেই চরিত্র দেখে উহাকেই ইসলামী আখলাক মনে করে। আল্লাহর দরবারেই যাবতীয় ফরিয়াদ !!

নফল ছদকা পাওয়ার উপযুক্ত কারা ?

(২৩) وفي اموالهم حق للسائل والمحروم ০

অর্থ ঃ "এবং তাহাদের ধন সম্পদে ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত সকলেরই হক রহিয়াছে।"

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, তাহাদের মালের মধ্যে হক রহিয়াছে অর্থাৎ জাকাত ছাড়াও তাহারা ধন সম্পদ আত্মীয় স্বজনকে দান করে মেহমানদের মেহমানদারী করে আর নিঃস্ব বঞ্চিত লোকদের সাহায্য করে। হযরত মোজাহেদ এবং ইব্রাহিমও বলেন হক অর্থ জাকাত ছাড়া অন্য সব নফল ছদকা ! এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন বঞ্চিত ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়াকে চায় অথচ দুনিয়া তাহাকে চায় না আর লোকের নিকট সে সাওয়ালও করে না। অন্য হাদীছে আছে বঞ্চিত ঐ ব্যক্তি যার বায়তুল মালে কোন অংশ নাই। আয়েশা (রাঃ) বলেন বঞ্চিত ঐ ব্যক্তি যাহার উপার্জন তাহার পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়। হজরত আবু কোলাবা (রাঃ) বলেন ইয়ামামার মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বন্যায় সর্বহারা হইয়া গিয়াছিল, একজন ছাহাবী বলেন এই ব্যক্তিকেই বলা হয় মাহরুম, বঞ্চিত, উহার সাহায্য করা উচিৎ। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন মিছকীন ঐ ব্যক্তি নয়, যে দুই একটি লোকমার জন্য দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া ফিরে বরং মিছকিন ঐ ব্যক্তি যার নিকট প্রয়োজন মিটে পরিমাণ মাল নাই, তার অবস্থা লোকেও জানে না যে সাহায্য করিবে, এই ব্যক্তিই প্রকৃত মাহরুম বঞ্চিত। হজরত ফাতেমা বেন্তে কয়েছ (রাঃ) উক্ত আয়াত সম্পর্কে হুজুর (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলে হুজুর বলেন মালের মধ্যে জাকাত ছাড়াও অন্যান্য হক রহিয়াছে। তারপর হুজুরে পাক (ছঃ) লাইছাল বেররা —এই আয়াত পাঠ করেন যার মধ্যে জাকাতের ভিন্ন বর্ণনা এবং মিছকীনদের সাহায্যের ভিন্ন বর্ণনা আসিয়াছে যাহার মধ্যে এইরূপ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে যে শুধু জাকাতের উপর নির্ভর করা উচিত নয় বরং বেশী বেশী করিয়া নফল ছদকাও করা উচিত ! কিন্তু

বর্তমান জামানায় ত আমরা জাকাত কেও বিপদ মনে করিয়া থাকি অথচ বিয়ে শাদী খাত্না বা জন্ম তিথিতে বাড়ী বন্দক রাখিয়াও খরচ করিতে পারি যেখানে দুনিয়াতে মাল বরবাদ আখেরাতে পাপের বোঝা।

উত্তরাধীকার সুত্রে পাওয়া মাল হইতে দান করার নির্দেশ

(২৪) امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير ০

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আন, এবং উত্তরাধীকার সূত্রে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে যাহাদের মালের উপর স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন সেখান হইতে দান কর।

বস্তুত ঃ তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়াছে তাহাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রহিয়াছে।

ফায়েদা ঃ স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন তাহার অর্থ হইল এই যে, ধন সম্পদ প্রথমে অন্য কাহারও নিকট ছিল, কিছু দিনের জন্য তোমাকে দান করা হইয়াছে, তোমার চক্ষু বন্ধ হইলে আবার অন্যের হাতে চলিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় উহাকে জমা করিয়া রাখা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিশ্বাস ঘাতক ধন দৌলত স্থায়ীভাবে না কাহারও হাতে রহিয়াছে না কাহারও হাতে থাকিবে। সুতরাং বড়ই ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে উহাকে স্থায়ীভাবে নিজের কাজে লাগাইবার ফিকিরে লাগিয়াছে, অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিয়াছে, যেখানে না ধ্বংস হইবার আশংকা রহিয়াছে না চুরি ডাকাতির ভয় রহিয়াছে। দুনিয়াতে থাকিলেই হাজার আশংকা। যার অসংখ্য প্রমাণ চোখের সামনে বিদ্যমান। অদ্য যার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিরাট জমিদারী, অগণিত সাজ সরঞ্জাম রহিয়াছে নিমেষে উহা অন্যের হস্তগত হইয়া যায়। আফছোছ ! তবুও উহা হইতে আমরা শিক্ষা লাভ করি না।

(২৫) وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله
ميراث السموات والارض - لا يستوي منكم من

أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً

مِّنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ

الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

অর্থ ঃ এবং তোমাদের কী হইল যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতেছে না, অথচ আসমান জমিনের সবই ত আল্লাহর সম্পত্তি। যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে খরচ করিয়াছে ও জেহাদ করিয়াছে তাহারা কখনও সমান নহে ঐ সমস্ত লোকের যাহারা পরে খরচ করিয়াছে ও জেহাদ করিয়াছে। প্রথমোক্ত লোকেরা সর্ব শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, এবং আল্লাহ তায়ালা উভয় দলের জন্যই ছওয়াবের ওয়াদা করিয়া রাখিয়াছেন। তবে আল্লাহ পাক তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

আল্লাহ পাকের সম্পত্তি হওয়ার অর্থ হইল—এই দুনিয়ার সমস্ত লোক যখন একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে তখন যাবতীয় ধনসম্পদের একমাত্র তিনিই মালিক থাকিয়া যাইবেন। কাজেই সবাইকে যখন সব কিছু ছাড়িয়াই যাইতে হইবে তখন নিজের হাতে থাকিতে কেন খরচ করিবে, না। আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে যাহারা মক্কা বিজয়ের আগে খরচ করিয়াছে ও যাহারা পরে খরচ করিয়াছে উভয়ে সমান নহে অর্থাৎ ইছলামের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন যখন অধিক ছিল তখন যাহারা জান ও মাল নিয়া আগাইয়া আসিয়াছে, তাহাদের সমকক্ষ পরবর্তী কালে সাহায্যকারীরা হইতে পারে না।

(২৬) مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ

لَهٗ وَلَهٗ أَجْرٌ كَرِيْمٌ ○ (حديد)

অর্থ ঃ "কে আছে এমন যে আল্লাহ তায়ালাকে কর্জে হাছানা দিবে? অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহার ছওয়াবকে বহুগুণে বর্ধিত করিবেন এবং তাহার জন্য সম্মানিত পরিণামের ব্যবস্থা রহিয়াছে।" পঞ্চম আয়াতের মর্মও প্রায় ইহাই ছিল। বারংবার বলার উদ্দেশ্য হইল

আজই ব্যয় করার সময়। মৃত্যুর পর আফছোছ ব্যতীত আর কোন ফায়েদা নাই।

(২৭) إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَأَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا

حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ ○ (حديد)

অর্থ ঃ "নিশ্চয় ছদকা দাতা পুরুষ ও ছদকা দাতা নারীগণ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তায়ালাকেই কর্জে হাছানা দিয়া থাকে। তাহাদের ছওয়াব বহুগুণে বর্ধিত করিয়া দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের জন্য সম্মান জনক পরিণামের ব্যবস্থা রহিয়াছে।"

অর্থাৎ যাহারা দান খয়রাত করে তাহারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তায়ালাকেই কর্জ দিয়া থাকে। কেননা ইহাও কর্জের মতই দাতার হাতে আসিয়া পৌঁছে বরং ইহা বহুগুণে বর্ধিত হইয়া দাতার ভীষণ প্রয়োজনের সময়ই তাহার কাজে আসিবে, মানুষ বিয়ে-শাদী, ছফর বা অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য অল্প অল্প করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখে। ছেলে মেয়ের বিয়ের জন্য চিন্তা ফিকিরে লাগিয়া থাকে। সুযোগ সুবিধা মত কিছু কিছু কাপড় চোপড় সংগ্রহ করিতে থাকে এই আশায় যে সময় মত অধিক বেগ পাইতে না হয়। অথচ আখেরাত এত মহাসংকটপূর্ণ যে সেখানে না আছে কোন কেনা কাটা, না আছে ভিক্ষাবৃত্তি, না আছে কোন ধার কর্জ। এমন কঠিন দিনের জন্য যত বেশী সম্ভব সঞ্চয় করা বহু দূরদর্শিতার পরিচায়ক। এখানে অল্প অল্প করিয়া দান করিলেও টেরও পাওয়া যায় না অথচ সেখানে পর্বতাকার হইয়া দাঁড়াইবে।

পবিত্র কোরআনে আনছারদের প্রশংসা

(২৮) وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً

مِّمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ (حشر)

অর্থ ঃ "যাহারা দারুল ইছলাম অর্থাৎ মদীনায়ে মোনাওয়ারায় মোহাজেরগণের আগমনের পূর্ব হইতে ঈমান নিয়া অবস্থান করিতেছিল। তাহারা এত ভাল লোক যে তাহাদের নিকট যাহারা হিজরত করিয়া আসে তাহাদিগকে মহব্বত করে। এবং মোহাজেরদিগকে কিছু দান করা হইলে তাহাদের মনে কোন সংকীর্ণতা আসে না বরং নিজেরা ভীষণ উপবাস থাকিয়াও মোজাহেরদিগকে অগ্রাধিকার দান করে। বস্তুতঃ লোভ লালসা হইতে যাহারা মুক্ত তাহারাই কামিয়াব। উপরের আয়াতে বায়তুল মালে যাহারা অংশীদার তাহাদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তদুপরি আনছারদের আদর্শ চরিত্রাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথমতঃ আনছারগণ মাতৃভূমি মদিনায় থাকিয়া ঈমান ও সৎগুণাবলী সমুহ অর্জন করেন, যাহা স্বাভাবিকভাবে ঘরে বসিয়া সম্ভব হয় না, দ্বিতীয়তঃ আনছারগণ মোহাজেরদিগকে অপরিসীম ভালবাসিতেন, যাহার অনেকগুলি ঘটনা হেকায়াতে ছাহাবা নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইাছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করা যাইতেছে।

যখন হুজুরে আকরাম (ছঃ) হিজরত করিয়া মদিনায়ে মোনাওয়ারা তাশরীফ নিয়া গেলেন। তখন আনছার ও মোহাজেরদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব কায়েম করাইয়া দেন। কেননা মহাজেরগণ ছিলেন বিদেশী। আর আনছারগণ ছিলেন স্থানীয়। প্রিয় নবী (ছঃ) কি সুন্দর ব্যবস্থা করেন, যেহেতু একজনের জন্য একজনের খবরা খবর নেওয়া বড়ই সহজ। এই প্রসঙ্গে হজরত আবদুর রহমান বিন আওপ (রাঃ) আপন কেচ্ছা এই ভাবে বর্ণনা করেন—

আমরা যখন মদিনা শরীফে হিজরত করিয়া গেলাম তখন হুজুর (ছঃ) আমার সহিত হজরত ছায়াদ বিন বারীর (ছঃ) মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া দেন। ছায়াদ বিন বারী (রাঃ) বলেন আমি আনছারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী লোক, আমার সম্পত্তি হইতে অর্ধেক আপনি নিয়া নিন আর আমার দুই বিবি রহিয়াছে তন্মধ্যে আপনি যাহাকে পছন্দ করেন তাহাকে তালাক দিয়া দিব। ইদ্দত পুরা হইবার পর আপনি তাহাকে শাদী করিয়া লইবেন।

এজিদ বিন আছাম (রঃ) বর্ণনা করেন যে, আনছারগণ রাছুলে আকরাম (ছঃ)-এর খেদমতে এই প্রস্তাব পেশ করেন যে, আমাদের যাবতীয় ভূসম্পত্তি মহাজের ভাইদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হউক। প্রিয় নবী (ছঃ) এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন তাহাদেরকে ভূমি দেওয়া হইবে না বরং তাহারা তোমাদের সহিত ক্ষেতখামারে কাজ করিবে, কৃষি কর্মে তোমাদের সাহায্য করিবে এবং ফসলের মধ্যে তাহারা অংশ পাইবে। দ্বীনের নেছবতে এই ভাবে পরস্পার বন্ধুত্বের বন্ধন বর্তমান জমানায় কল্পনাও করা যায় না। খোদার কি মহিমা, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগ যেই জাতির বৈশিষ্ট ছিল আজ তাহারা স্বার্থপরতার শৃংখলে আবদ্ধ। অন্যের গলা কাটিয়া হইলেও নিজের সুখ শান্তিই তাহাদের কাম্য।

জনৈক বুজুর্গের স্ত্রী অত্যন্ত বদমেজাজী ছিল। কেহ তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি বলেন আমার ভয় হইতেছে সে অন্য কাহারও স্ত্রী হইয়া সেই লোকটাকে কষ্ট দিবে। কত বড় সুক্ষ্মদর্শিতা? বর্তমান যুগে আমাদের কাহারও পক্ষে কি ইহা সম্ভব?

বর্ণিত আয়াতে অনছারদের তৃতীয় বৈশিষ্ট হইল এই যে, মোহাজের দিগকে গনিমতের মাল ইত্যাদিতে কোন অগ্রাধিকার দেওয়া হইলে আনছারদের মনে কোন ঈর্ষা হইত না। হাছান বছরী (রঃ) বলেন মোহাজেরদের অগ্রাধিকারের ব্যাপারে আনছারদের মনে কোন হিংসা ছিল না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট তাঁহাদের এই ছিল যে তাঁহারা দারুণ অভাব অনটনের মধ্যে ও নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রধান্য দিতেন। এই সব ঘটনাবলী দ্বারা ইসলামের ইতিহাস ভর্তী। (হেকায়াতে ছাহাবা দ্রষ্টব্য) আয়াতের শানে নুজুলে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

মেহমানদারীর অপূর্ব ঘটনা

একবার জনৈক ক্ষুধার্থ ব্যক্তি আসিয়া প্রিয় নবীর খেদমতে স্বীয় ক্ষুৎপিপাসার অভিযোগ করিল। হুজুর (ছঃ) প্রথমে সমস্ত বিবিদের ঘরে সন্ধান লইলেন কিন্তু কোথাও কোন খাবার পাইলেন না, হুজুর (ছঃ) উপস্থিত ছাহাবাদেরকে লোকটার মেহমানদারী করার জন্য উৎসাহ দিলেন, তখন আবু তালহা নামীয় ছাহাবী সাড়া দিয়া তাহাকে ঘরে নিয়া গেলেন ও বিবিকে বলিলেন ইনি আমার প্রিয় নবীজীর মেহমান, কোন কিছু না লুকাইয়া তাহার উপযুক্ত মেহমানদারী করিও

বিবি বলিলেন ঘরেত ছেলেদের খাওয়ার মত কিছু খাবার ছাড়া অন্য কিছুই নাই। হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন ছেলেদেরকে ফুসলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দিও, তারপর আমরা যখন খাইতে বসিব, ঠিক করার ভান করিয়া তুমি চেরাগটা নিভাইয়া দিও এই ভাবে অন্ধকারে মেহমান খাইতে থাকিবেন ও আমরা শুধু মুখ নাড়া চাড়া করিব, ব্যাপারটা তাহাই হইল। ভোর বেলায় আবু তালহা যখন হুজুর (ছঃ) এর দরবারে হাজির হইলেন সুসংবাদ শুনিলেন যে, আল্লাহ পাক মিয়া বিবির এই ভানকে খুবই পছন্দ করিয়াছেন ও তাঁহাদের শানে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তারপর আল্লাহ পাক বলেন যাহারা লোভ-লালসা হইতে মুক্ত, তাহারা কামিয়াব। شُحّ শোহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বভাব জাত লোভ এবং কৃপণতা, উহা নিজের মালেও হইতে পারে অপরের মালেও হইতে পারে। আবদুল্লা বিন্ মাছউদের খেদমতে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল আমার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন কি ব্যপার! লোকটি বলিল আল্লাহ পাক বলিতেছেন যাহারা শোহ্ হইতে মুক্ত তাহারা কামিয়াব, আমার মধ্যে কিন্তু সেই রোগ রহিয়াছে কারণ আমার দিল চায় না যে আমার নিকট হইতে কোন জিনিস চলিয়া যাক। হযরত এব্‌নে মাছউদ (রাঃ) বলেন ইহা শোহ্ নহে বরং ইহা হইল কৃপণতা, কারণ শোহ্ হইল অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করা। এবনে ওমর (রাঃ) বলেন মালের উপর লোভ হওয়ার নামই হইল শোহ্। হুজরত তালহা (রাঃ) বলেন কৃপণতা হইল যে নিজের মাল খরচ না করে, শোহ্ হইল যে অপরের মালেও কৃপণতা করে অর্থাৎ অপরের খরচ করাটাও তার মন বরদাশ্‌ত করিতে চায় না। একটি হাদীছে আছে যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে শোহ্ হইতে মুক্ত, যে মালের জাকাত আদায় করে, মেহমানদারী করে এবং বিপদের সময় লোকের সাহায্য করে। একটি হাদীছে আছে শোহ্ ইছলামকে যেইরূপ ক্ষতি পৌঁছায় অন্য কোন বস্তু তা পারে না! হাদীছে আছে খোদার রাস্তার ধুলি ও দোজখের ধুঁয়া এক পেটে জমা হইতে পারে না আর ঈমান ও শোহ্ কাহার ও অন্তরে একত্রিত হইতে পারে না। হাদীছে আসিয়াছে তোমরা জুলুম হইতে বাঁচিয়া থাক, কেননা উহা রোজ কেয়ামতে ভীষণ অন্ধকারে

পরিণত হইবে এবং শোহ্ হইতে বাঁচ কেননা উঁহাই আগের উম্মত গণকে ধ্বংস করিয়াছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে, মহররম নারীদের সহিত ব্যভিচার করাইয়াছে অন্যকে হত্যা করিতে বাধ্য করিয়াছে। হুজরত আন্নাছ (রাঃ) বলেন এক ব্যক্তির এন্তেকাল হইলে কেহ বলিল সে-ত জান্নাতী। হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন তাহার সব অবস্থা কি তোমাদের জানা আছে? হয়তঃ সে এমন বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে যাহা অনর্থক অথবা এমন বস্তু লইয়া বখিলী করিয়াছে যাহা তাহার কোন কাজে আসে নাই। কোন কোন হাদীছে ইহা অহুদ যুদ্ধের জনৈক শহীদ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে সামান্যতম জিনিস দ্বারা কৃপণতা বা লোভ করাও মারাত্মক অপরাধ।

মৃত্যুর সময়ে আল্লাহর দরবারে বান্দার আখেরী ফরিয়াদ

(২৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ
قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ
نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ০

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন সম্পদ, তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমাদিকে যেন আল্লাহর জিকির হইতে গাফেল না করে, যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই নোকসান উঠাইবে। আর আমি যাহা দান করিয়াছি মৃত্যুর আগেই উহা হইতে দান করিয়া লও কারণ যখন মৃত্যু আসিয়া পড়িবে তখন বলিতে থাকিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে একটুখানি সময় কেন দিলে না? তাহা হইলে আমি (আমার ধন দৌলত) ছদকা করিয়া দিতাম এবং নেক

লোকদের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইতাম। অথচ আল্লাহ পাক কাহারও মৃত্যুর সময় আসিয়া গেলে কখনও উহাকে আর পিছাইয়া দেন না, তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। (ছুরে মোনাফেকুন)

ধন সম্পদ ও আওলাদ ফরজন্দের সম্পর্ক অনেক সময় মানুষকে আল্লাহর হুকুম পালন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে। অথচ মানুষের জানা নাই যে, কোন্ মুহূর্তে তাহাকে সর্বহারা করিয়া চোঁ মারিয়া নিয়া যাওয়া হইবে, কাজেই সময় থাকিতে যাহা করিবার এখনই করিয়া লও।

প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন যাহার নিকট হজ্ব করিবার মত মাল আছে অথচ হজ্ব করিল না আর যাহার উপর জাকাত ফরজ হইয়াছে অথচ জাকাত দিল না সে মৃত্যুর সময় দুনিয়াতে ফিরিয়া আসার জন্য প্রার্থনা করিবে। কেহ হজরত এব্‌নে আব্বাসকে (রাঃ) প্রশ্ন করিল দুনিয়াতে ফিরিয়া আসার আকাঙ্খা তো কাফের করিবে, তিনি এই আয়াত তেলওয়াত করিয়া বলিলেন ইহাত মুসলমানের শানে নাজেল হইয়াছে। কোরানে পাকে বারংবার বলা হইয়াছে মৃত্যু মানুষের নির্দিষ্ট সময়ে আসিবেই, বিন্দু মাত্রও এদিক ওদিক হইবে না, অথচ মানুষ পরিকল্পনা করে যে অমুক জিনিস দান করিব, অমুক জমি ওয়াকফ করিব, অমুকের নামে অছিয়ত করিব, কিন্তু তার পরিকল্পনা শেষ হইতে না হইতেই সুইচ টিপিয়া দেওয়া হয় আর সে চলা অবস্থায় অথবা শোয়া অবস্থায় বিদায় হইয়া যায়। কাজেই পরিকল্পনা ও পরামর্শে সময় নষ্ট না করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব খোদাই ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দেওয়াই উত্তম।

(৩০) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ
مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ (حشر)

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই যেন চিন্তা করিয়া দেখে যে আগামী কালের জন্য সে অগ্রিম কি পাঠাইয়াছে। আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, নিশ্চয় তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আর তোমরা ঐসব লোকের মত হইও না যাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে যার ফলে আল্লাহ তায়ালা ও তাহাদিগকে আত্মভোলা করিয়া দিয়াছেন। তাহারাই ফাছেক। জাহান্নামী এবং জান্নাতীরা এক হইতে পারে না, কারণ জান্নাতীরাই এক মাত্র কামিয়াব।

ফায়েদাঃ আল্লাহ পাক তাহাদিগকে আত্ম ভোলা করিয়া দিয়াছেন তার অর্থ হইল এই যে, তাহারা এইরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে যে, নিজের ভাল মন্দও বুঝিতে পারে না, আর যা ধ্বংসকারী তাহাই অবলম্বন করে। হজরত জারীর (রাঃ) বলেন আমি দুপুর বেলায় প্রিয় নবী (ছঃ) এর খেদমতে হাজির ছিলাম। এমতাবস্থায় মোযার গোত্রের নগ্ন পদ, নগ্ন দেহ ও ও ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর একদল লোক হাজির হইল, তাহাদের মুখমণ্ডলে দুরাবস্থার লক্ষণ দেখিয়া দয়ার সাগর নবীজির চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বিবি ছাহেবানদের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। সেখানে কিছু না পাইয়া আবার মসজিদে আসিয়া হজরত বেলালকে বলিলেন আজান দাও। তারপর জোহরের নামাজ পড়িয়া মিম্বরে উঠিয়া আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিলেন ও কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন তন্মধ্যে উপরের আয়াতটি ও ছিল। অতঃপর হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন তোমরা এমন সময় আসিবার আগে আগেই ছদকা কর যখন আর ছদকা করিতে সক্ষম হইবে না, যে যাহা পার চাই দীনার হউক; দেরহাম হউক কাপড় হউক, গম হউক বা যব হউক অথবা খেজুর হউক ছদকা করিতে থাক। এমনকি খেজুরের একটা টুক্‌রা হইলেও ছদকা কর। জনৈক আনছারী খুব ভারী এক থলে খেজুর নিয়া হাজির হইলেন, হুজুরের চেহারায়ে আন্‌ওয়ার আনন্দে ঝল্‌মল করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন যে কেহ কোন নেক কাজ শুরু করিয়া দিবে তার ছওয়াবত সে পাইবে তদুপরি তার দেখাদেখি যত লোক দান করিবে সেই পরিমাণ ছওয়াব ও সে লাভ করিবে। অথচ তাহাদের ছওয়াব ও

কম হইবে না। তদ্রুপ কেহ পাপ কাজ আরম্ভ করিলেও তার পাপ ছাড়াও তার অনুগামীদের পাপও তার আমল নামায় লেখা যাইবে, অথচ তাদের পাপও কম হইবে না। তার পর সবাই চলিয়া গেল ও একে একে কেহ আশরাফী কেহ দেরহাম, কেহ খাদ্য আবার কেহ কাপড় ছোপড় নিয়া হাজির হইল, এইভাবে দ্রব্য সামগ্রী দুই স্তূপ জমা হইয়া গেল। হুজুর (ছঃ) মোযার বংশীয় লোকদের মধ্যে সব বণ্টন করিয়া দিলেন।

অন্য এক হাদীছে প্রিয় রাছুল (ছঃ) এরশাদ করেন, হে মানুষ তোমরা নিজের জন্য আগাম কিছু পাঠাইয়া দাও। এমন এক দিন আসিবে যখন তোমাদের ও আল্লাহ তাআলার মাঝখানে কোন পর্দা থাকিবে না, কোন প্রকার দোভাষী থাকিবে না। তিনি বলিবেন তোমাদের নিকট কি আমার রাছুল এবং আহকাম আসে নাই? আমি কি তোমাদিগকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল দান করি নাই? তুমি অগ্রিম কি পাঠাইয়াছ? প্রশ্ন শুনিয়া সে এদিক ওদিক অসহায় অবস্থায় দেখিতে থাকিবে। কিছুই নজরে আসিবে না, চোখের সামনে শুধু ভয়ংকর দোজখই দৃষ্টি গোচর হইবে। সুতরাং তোমরা সেই দোজখ হইতে এক টুক্‌রা খেজুর ছদকা করিয়া হইলেও বাঁচিতে চেষ্টা কর।

ভয়ানক দৃশ্য, কঠিন জিজ্ঞাসা, প্রজ্জলিত অগ্নি, প্রতি মূহুর্তেই উহাতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশংকা। তখন আফছোছ করিবে হায়! দুনিয়াতে সর্বস্ব কেন আল্লাহর রাস্তায় বিলাইয়া আসিলাম না। আজ খরচ করিতে হাত অগ্রসর হয় না, কিন্তু চক্ষু যখন বন্ধ হইয়া যাইবে তখন যাবতীয় প্রয়োজন খতম হইয়া একটি মাত্র প্রয়োজন থাকিবে। তাহা হইল জাহান্নামের ভীষণ আজাব হইতে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) একদিন খোতবার মধ্যে এই আয়াত—

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ○

পাঠ করিয়া বলিলেন কোথায় তোমাদের ঐসব ভাই সকল যাহাদিগকে তোমরা চিনিতে জানিতে, নিজ নিজ কাজ শেষ করিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে। যদি তাহারা সৎকাজ করিয়া থাকে তবে তার

সুফল ও ভোগ করিতেছে। কোথায় সে অত্যাচারী রাজা বাদশারা যাহারা বড় বড় শহর ও আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিল আজ তাহারা পাথরের তলায়, টিলার নীচে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহা আল্লাহ পাকের কালাম যাহার সৌন্দর্যের শেষ নাই, যাহার আলোর কোন অন্ত নাই, উহা হইতে আলো সংগ্রহ কর, আঁধার দিনে কাজে আসিবে, উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। আল্লাহ পাক কোন এক দলের প্রশংসায় বলিয়াছেন—

كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا

وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ ○ (انبيا)

“তাহারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করিত, আশা ও ভয়ভীতি সহকারে আমাকে ডাকিত ও আমার সামনে জড়সড় হইয়া যাইত”। যেই কথায় আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে না এমন কথায় কোন সার্থকতা নাই। যে সম্পদ খোদার রাস্তায় ব্যয় হইবে না উহার কোন মূল্য নাই, যেই লোকের ধৈর্য তাহার রাগের উপর জয়যুক্ত নয় সে উত্তম লোক নয়, আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মোকাবেলায় কাহারও অপবাদের পরওয়া করে সেও ভাল লোক নয়।

(৩১) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۔ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ أَجْرٌ

عَظِيْمٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَأَنْفِقُوْا

خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

অর্থঃ “তোমাদের ধন দৌলত এবং সন্তানগণ তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। (যাহারা উহাতে লিপ্ত হইয়াও আল্লাহকে স্মরণ রাখে) আল্লাহর দরবারে তাহাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রহিয়াছে। সুতরাং সাধ্যানুসারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁহার কথা স্মরণ কর তাঁহার আদেশ মানিয়া চল, তাঁহার পথে খরচ কর, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম।

যাহারা নফছের লোভ লালসা হইতে মুক্ত উহারাই একমাত্র কামিয়াব।”

কৃপনতার উচ্চস্তরের নাম শোহ্। মাল দৌলত পরীক্ষার বস্তু হওয়ার অর্থ হইল কাহারা উহাতে লিপ্ত হইয়া আল্লাহর হুকুম মত চলে ও তাঁহাকে স্মরণ করে, আর কাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া যায়। আমাদের সামনে প্রিয় নবীর জীবন্ত আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহার নয় বিবি ও আওলাদ ফরজন্দ ছিল। ছাহাবাদের মধ্যে হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন আমার নাতি পোতার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমি নিজ হস্তে ১২৫ জন সন্তান কবরস্ত করিয়াছি। জীবতরা-ত আছেই। এতসব সত্বেও সর্বাধিক হাদীছ রেওয়ায়েত কারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। জেহাদে শরীক হইতেন। এত বেশী আওলাদ তাঁহাকে না এলেম হইতে ফিরাইয়াছে না জেহাদ হইতে। হজরত যোবায়ের (রাঃ) শাহাদাত কালে নয় বেটা নয় বেটী চার বিবি বহু নাতি রাখিয়া যান‘ কোন চাকরী করেন নাই অন্য কোন ফিকির ছিল না, শুধু জেহাদেই জীবন কাটাইয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের প্রশংসায় আল্লাহ পাক বলেন —

“তাহারা এমন লোক যাহাদিগকে ব্যবসা বাণিজা আল্লাহর জিকির, নামাজ, জাকাত ইত্যাদি হইতে গাফেল করিতে পারে না, তাহারা এমন দিনকে ভয় করে যেই দিন মানুষের দিল ও চক্ষু উলট পালট হইয়া যাইবে। উহার পরিণামে আল্লাহ পাক তাহাদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিবেন এবং স্বীয় মেহেরবাণীতে অতিরিক্ত ও দান করিবেন।”

উক্ত আয়াত শরীফের তাফ্ছীরে বলা হইয়াছে যে ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের ব্যবসা আল্লাহর স্মরণ হইতে ফিরাইত না, নামাজের জন্য দৌড়াইতেন।

(৩২) اِنْ تُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَا عِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ - عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

অর্থ ঃ “যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে করজে হাছানা দাও তবে তিনি তোমাদের জন্য উহা বহুগুণে বাড়াইয়া দিবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন, বস্তুতঃ তিনি বান্দার কাজের বেশী বেশী

কদর করেন এবং বহুত বড় ধৈর্য্যশীল, তিনি জাহের ও বাতেনের জ্ঞানি, জবরদস্ত প্রতাপশালীও হেকমতওয়ালা।”

পিছনে কয়েকটি আয়াতে এইরূপ বর্ণনা গিয়াছে, আল্লাহ পাকের বড়ই মেহেরবানী বান্দার জন্য গুরুত্ব পূর্ণ জিনিসকে তিনি বারং বার দোহরাইয়া থাকেন। আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কালাম পড়িয়া ছাওয়াব হাছেল করার জন্য পাঠান হয় নাই বরং উহা বোধগম্য করিয়া আমল করার জন্য পাঠান হইয়াছে। কেহ যদি বলেন যে, আমি আমার মহান প্রতিপালক, রাজাধিরাজ, মেহেরবান মাওলার কালাম পড়িয়া লইয়াছি তবে উহা কত বড় জুলুমের কথা।

(৩৩) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ

قَرْضًا حَسَنًا وَّمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ

اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

অর্থ ঃ এবং তোমরা নামাজ কায়েম কর জাকাত আদায় কর ও আল্লাহ তায়ালাকে কর্জে হাছেনা দান কর, আর যেই সব সৎকর্ম তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাইয়া দিবে আল্লাহর নিকট উহা হইতে বর্ধিত ছাওয়াব সহকারে লাভ করিবে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”

দুনিয়ার বদলার সহিত আখেরাতের বদলার কোন তুলনাই হইতে পারে না। এখানে তো এক টাকার পরিবর্তে সামান্য কিছু জিনিস পাওয়া যায় আর সেখানে এখলাছের সহিত একটা খেজুর দান করিলেও উহা অহুদ পাহাড় পরিমাণ হইয়া দাঁড়াইবে। এক একবার ছোবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ অথবা আল্লাহু আকবার এখলাছের সহিত পড়িলে অহুদ পাহাড় সমান ছাওয়াব পাইবে। সেখানেতো এখলাছ ছাড়া কোন আমলেরই মূল্য নাই। তবে সেই এখলাছ কোন আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গের জুতা ঠিক করা ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নয়।

তাঁহাদের কদমতলেই এই দৌলত পাওয়া যায়।

বেহেশতীদের নাজ নেয়ামতের বর্ণনা

(৩৪) اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ ...... وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوْرًا o

অর্থঃ “নিশ্চয় সৎকর্মশীল লোকেরা কর্পূরের সংমিশ্রণ যুক্ত শরাবে ভর্তী পেয়ালা পান করিবে। ঐ সব পেয়ালা এমন ঝর্ণা হইতে ভর্তী করা হইবে যাহা হইতে আল্লাহর নেক বান্দারাই পান করিবে। তাহারা ঐ সব ঝর্ণাকে নিজ নিজ ইচ্ছামত যেখানে সেখানে স্থানান্তরিত করিতে পারিবে। তাহারা কারা? যাহারা মানত পুরা করে এবং এমন একদিনকে ভয় করে যেদিনকার মছিবত ব্যাপক হইবে। আর তাহারা আল্লাহর মহব্বতে মিছকীন এতীম ও কয়েদীদিগকে খানা খাওয়ায়। এবং বলে যে আমরা তোমাদিগকে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে খাওয়াইতেছি আমরা তোমাদের নিকট উহার কোন প্রতিদান চাহি না অথবা একটু খানিক শুকরিয়া আদায় করিবে তাহাও চাই না। আমরা আল্লাহর তরফ হইতে এক ভয়ঙ্কর দিনকে ভয় করিতেছি। সুতরাং আল্লাহ তায়ালাও তাহাদিগকে সেদিনকার বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন ও সন্তুষ্ট করিয়া দিবেন। যেহেতু এখানে তাহারা বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল তাই তাহাদিগকে বদলা স্বরূপ বেহেস্ত দান করিবেন রেশমী কাপড় পরাইবেন। তাহারা জান্নাতে সোফায় হেলান দিয়া বসিবে। সেখানে না দেখিবে সূর্যের তাপ আর না অনুভব করিবে ভীষণ শীত। বৃক্ষের ছায়া সমূহ তাহাদের মাথার উপর ঝুলিয়া থাকিবে এবং ফলের থোকা সমূহ তাহাদের অনুগত হইবে। পান করিবার জন্য তাহাদের জন্য তাহাদের নিকট রৌপ্যের বরতন বরং কাঁচের পেয়ালা সমুহ পেশ করা হইবে। ঐ সব কাঁচ কিন্তু রূপার কাঁচ হইবে এবং উহাদিগকে পরিমাণ মত ভর্তী করা হইবে। কর্পূর মিশ্রিত শরাব ছাড়াও আর এক প্রকার শরাবের পেয়ালা পান করানো হইবে যাহাতে আদার সংমিশ্রণ থাকিবে। ছালছাবীল নামক ঝর্ণা হইতে ভর্তী করা হইবে। (কর্পূর ঠাণ্ডা হয় এবং আদা গরম হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন রকম শরাবের ব্যবস্থা থাকিবে)

ঐ সব পেয়ালা এমন সব ছেলেরা নিয়া আসিবে যাহারা অনন্তকাল ছেলেই থাকিয়া যাইবে। তোমরা যখন তাহাদিগকে দেখিবে তখন মনে করিবে যেন এলোমেলো মুক্তা সমূহ ছড়াইয়া আছে। শুধু মাত্র উপরে বর্ণিত বস্তুসমূহ নহে বরং ঐ সব ছাড়া আরও তুমি দেখিতে পাইবে যে সেখানে অসংখ্য নেয়ামত এবং এক বিরাট রাজত্ব। জান্নাতের অধিবাসীদের পোষাক হইবে ঝর ঝরে পাতলা সবুজ রেশমের, আবার মোটা রেশমের ও হইবে। সেখানে তাহাদেরকে ঝক্‌ঝকে রুপার বালাসমূহ পরানো হইবে। এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে পুত পবিত্র শারাবান তাহুরা পান করাইবেন। তাহাদিগকে বলা হইবে যে এই সব তোমাদিগকে তোমাদের নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে আর তোমাদের পরিশ্রমের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে”।

ফায়েদা ঃ উল্লেখিত আয়াতের তিন জায়গায় তিন প্রকার শরাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছে তাহারা স্বয়ং পান করিবে, দ্বিতীয় স্থানে বলা হইয়াছে খাদেমগণ পান করাইবে, তৃতীয় স্থানে বলা হইয়াছে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন পরিবেশন করাইবেন। সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা জান্নাতীরা যে নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চ দরজার উহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই আয়াতে নেককারদের যেই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে আমাদের ঈমান যদি কামেল হইত তবে উহা অনুধাবন করিয়া হজরত আবু বকরের (রাঃ) মত ঘরে আল্লাহ রাছূল নাম ছাড়া সর্বস্ব বিলাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। উল্লেখিত আয়াতে কয়েকটা বিষয় লক্ষণীয়।

১। প্রথমে ঝর্ণা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে জান্নাত বাসীরা উহাকে যথা ইচ্ছা তথায় নিয়া যাইতে পারিবে। হজরত মোজাহেদ এবং কাতাদা ইহাই বলেন। এবনে শাওয়াব বলেন তাহাদের নিকট স্বর্ণের ছড়ি থাকিবে উহা দ্বারা যেদিকে ইশারা করিবে নহর সেদিকেই চলিতে থাকিবে।

২। মানত পুরা সম্পর্কে হজরত কাতাদা বলেন উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সমস্ত আহকামকে বুঝায়। মোজাহেদ বলেন আল্লাহর নামে যে সব মানত করা হয় যেমন নামাজ রোজা ইত্যাদির মানত। একরামা (রাঃ) বলেন, মানত অর্থ শোকরানার মানত। আবদুল্লাহ বিন

আব্বাছ (রাঃ) বলেন জনৈক ছাহাবী হুজুরের খেদমতে আসিয়া বলিলেন আমি আল্লাহর নামে জবেহ হইয়া যাওয়ার মানত করিয়াছি। হুজুর (ছঃ) তখন অন্য মনস্ক ছিলেন! লোকটি হুজুরের মৌনতাকে এজাজত মনে করিয়া কিছু দূর গিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইল। হুজুর (ছঃ) টের পাইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন ও উহার পরিবর্তে কাফ্ফারা স্বরূপ একশত উট জবেহ্ করিতে নির্দেশ দিলেন। তারপর বলিলেন, আল্লাহর শোকর তিনি আমার উম্মতের মধ্যে মানত আদায় করিতে এত বড় উৎসাহ ওয়ালা লোক পয়দা করিয়াছেন।

৩। আয়াত শরীফে কয়েদী দিগকে খাওয়ানোর অর্থ হইল মোশরেক কয়েদী, যেহেতু সেই জমানায় মুছলমান কয়েদী ছিল না। মোজাহেদ বলেন বদ্‌রের যুদ্ধে ধৃত কয়েদীদের উপর হজরত আবু বকর, ওমর, আলী, জোবায়ের, আবদুর রহমান বিন আউফ, ছায়াদ, আবু ওবায়দা (রাঃ) খুব খরচ করিয়াছিলেন। উহা দেখিয়া আনছারগণ বলিতে লাগিলেন, আমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়াছি এখন আপনারা তাহাদের উপর এত বেশী খরচ করেন ইহার উপর উল্লেখিত উনিশ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল কাফের কয়েদীর উপর খরচ করিলে যখন এত ছওয়াব মুছলমান কয়েদীর উপর ব্যয় করিলে তার চেয়ে অনেক বেশী ছওয়াব হইবে।

৪। দান করিয়া উহার প্রতিদান বা শোকরিয়া চাহিতেন না। মা আয়েশাও মা উম্মে ছালমার (রাঃ) অভ্যাস ছিল ফকীরের হাতে কিছু দিলে ফকীর যেই দোয়া করিত তাঁহারা ও ফীরেকে সেই দোয়া করিয়া দিতেন তবে যেন দানটা খালেছ আল্লাহর জন্য থাকিয়া যায়। হজরত ওমর ও তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এইরূপ করিতেন।

হজরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দান করার জন্য প্রার্থীর অপেক্ষায় থাকে সে প্রকৃত দাতা নহে বরং যে ভিক্ষুক খুঁজিয়া খুঁজিয়া দান করে ও ফকীর হইতে দোয়ার আশাও করে না শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে সে-ই প্রকৃত দাতা।

৫। জান্নাতের ফল তাহাদের অনুগত হইবে। বর্ণিত আছে জান্নাতের মাটি হইবে রূপার, এবং মেশকের' গাছের সিকড় হইবে স্বর্ণের শাখা এবং পাতা হইবে জবরজদের, উহার মধ্য হইতে ফল লট্‌কিয়া থাকিবে।

দাঁড়ানো, বসায় এবং শোয়া অবস্থায় উহা নিকটেই ঝুলিয়া থাকিবে।

৬। চাঁদীর কাঁচ হইবে অর্থাৎ এব্‌নে আব্বাছ (রঃ) বলেন জান্নাতে চাঁদীর পেয়ালায় পানি দেখা যাইবে অথচ দুনিয়াতে মাছির পরের মত পাত্‌লা হইলে ও চাঁদীর পেয়ালায় পানি দেখা যায় না। কাতাদা (রাঃ) বলেন সারা দুনিয়ার লোক একত্রিত হইলেও সেই রকম পেয়ালা বানাইতে পারিবে না। এব্‌নে আব্বাছ বলেন উক্ত আয়াত হজরত আলী ও ফাতেমার (রাঃ) শানে নাজেল হইয়াছে! উক্ত ঘটনা এই কিতাবের শেষ দিকে বর্ণিত হইবে?

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى (৩৫)

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

অর্থঃ "নিশ্চয় যে ব্যক্তি পাক হইয়াছে বা আত্মশুদ্ধি করিয়াছে। সে-ই কামিয়াব হইয়া গিয়াছে। আর আপন প্রভুর নাম স্মরণ করিয়া নামাজ পড়িয়াছে, তোমরা এই দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিতেছ অথচ আখেরাত সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী।

ওলামাগণ 'পাক হওয়ার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, কেহ বলেন উহার অর্থ হইল ঈদল ফেতরের ছদকা, কেহ বলে উহার অর্থ হইল যে কোন প্রকারের পবিত্রতা। কাতাদা (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাল দ্বারা আল্লাহকে রাজী করিয়াছে। আবুল আহওয়াজ বলেন ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ রহম করেন যে নামাজ পড়ার আগে কিছু ছদকা করে। হযরত আরফাজা বলেন হযরত এব্‌নে মাছউদ (রাঃ) ছূরায়ে ছাব্বেহিছমা পড়ার সময় بل تؤثرون الحيوة الدنيا যখন পড়েন তখন পড়া বন্ধ করিয়া উপস্থিত লোক জনের দিকে চাহিয়া বলিলেন আমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়াছি। আমরা দুনিয়ার চাকচিক্য, নারী ও ভোগ্য বস্তু সমূহ দেখিতেছি আর আখেরাতের ওয়াদাকৃত বস্তুর প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যাদেরকে আল্লাহ পাক হেফাজত করিয়াছেন তারা ব্যতীত সমস্ত মানুষ এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া লইয়া ব্যস্ত। হযরত আনাছ হইতে বর্ণিত প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রধান্য না দেয় কালেমায়ে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ তাহাকে আল্লার না-রাজী হইতে

হেফাজত করে. আর যখনই তুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় তখন কালেমা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের প্রতি ফেরত দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, তুমি মিথ্যাবাদী। অন্য হাদীছে আছে যে কালেমায়ে শাহাদাত নিয়া আসিবে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করিবে যতক্ষণ এই কালেমার সহিত অন্য কিছু ভেজাল না করে। প্রিয় নবী (ছঃ) এই কথা তিনবার বলেন। সবাই নিস্তব্ধ ছিল, দূর হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক ভেজাল অর্থ কি? প্রিয় হাবীব বলেন তুনিয়ার মব্বহত, দ্বীনের উপর তুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া। ধন-সম্পদ জমা করিয়া রাখা, জালেমের মত ব্যবহার করা। হুজুর (ছঃ) আরও বলেন যে তুনিয়াকে ভালবাসিল সে আখেরাতের ক্ষতি করিল আর যে আখেরাতকে ভালবাসিল সে তুনিয়ার ক্ষতি করিল। তিনি আরও বলেন তুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর যার আখেরাতে কোন ঘর নাই, ঐ ব্যক্তির মাল যার আখেরাতে কোন মাল নাই, উহার জন্য ঐ ব্যক্তি সঞ্চয় করে যার বিবেক বুদ্ধি কিছুই নাই।

একটি হাদীছে আসিয়াছে সমস্ত সৃষ্ট জগতের মধ্যে তুনিয়ার চেয়ে ঘৃণ্য বস্তু আল্লাহর নিকট আর কিছুই নাই। আর যেই দিন হইতে ইহাকে পয়দা করিয়াছেন সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত উহার দিকে ফিরিয়াও দেখেন নাই। অন্য হাদীছে আছে তুনিয়ার মহব্বত যাবতীয় পাপের মূল। উল্লেখিত আয়াত সমূহ ছাড়াও আরও বহু আয়াতে ধন দৌলত অকাতরে দান করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। মালিক যদি সেই স্বীয় ভৃত্যকে কিছু টাকা দিয়া বলেন যে, ইহা নিজের প্রয়োজনে খরচ করিও তবে আমার কথামত যদি অমুক জায়গায় কিছু ব্যয় কর তা হইলে তার চেয়ে শতগুণ বেশী আমি তোমাকে আরও দিয়া দিব। এমতাবস্থায় বেশী পাওয়ার আশায় চাকর সেই স্থানে ব্যয় করিতে মোটেই ইতস্ততঃ করিবে না। আল্লাহ পাকের এতগুলি এরশাদের পর হাদীছের তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না তবুও হাদীছ যেহেতু কালামুল্লার ব্যাখ্যা স্বরূপ তাই নিয়ে কয়েকটি হাদীছও বর্ণনা করা যাইতেছে।

১। হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, আমার নিকট যদি অহুদ

পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ও থাকে তবু ও আমি ইহা পছন্দ করিব না যে উহার কিছু মাত্রও আমার নিকট তিন দিনের অধিক থাকে! হাঁ কর্জ পরিশোধের জন্য হয়তঃ রাখা যাইতে পারে। (মেশকাত)

হাদীছে তিন দিন এই জন্য বলা হইয়াছে যে, অহুদ পাহাড় সমতুল্য এত বড় বস্তু বণ্টন করিতে কিছু সময়েরওতো প্রয়োজন। এখানে তুইটা জিনিস লক্ষণীয়। প্রথমতঃ অনেক বেশী বেশী ছদকা করার প্রতি উৎসাহ দান। দ্বিতীয়তঃ কর্জ পরিশোধের গুরুত্ব। হুজুরের খাছ খাদেম হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, হুজুরের খেদমতে যাহা কিছুই আসিত আগামী কালের জন্য উহা সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। তিনি আরও বলেন, হুজুর (ছঃ) এর খেদমতে একবার কোথা হইতে হাদিয়া স্বরূপ তিনটি পাখী আসিয়াছিল। হুজুর উহা নিজের খাদেমকে দিয়া দেন। পরের দিন খাদেম সেই পাখী নিয়া হাজির হইল। হুজুর এরশাদ করিলেন আমি কি তোমাকে নিষেধ করি নাই যে আগামী কালের জন্য কিছুই জমা করিয়া রাখিবে না, কারণ রুজী আল্লাহর জিম্মায়।

হজরত ছামুরা বলেন হুজুর (ছঃ) ফরমাইতেন, আমি ভাণ্ডার ঘরে মাঝে মাঝে এই জন্য যাই যে তথায় কোন বস্তু যদি পড়িয়া থাকে আর ওদিকে আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। বিখ্যাত সংসার ত্যাগী ছাহাবী হজরত আবু জর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি একবার হুজুরের সঙ্গে ছিলাম, তিনি অহুদ পর্বতের প্রতি ইশারা করিয়া ফরমাইলেন যদি এই পর্বত স্বর্ণে পরিণত হয় তবু আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, তিন দিনের বেশী আমার নিকট উহার একটি স্বর্ণ মুদ্রাও থাকুক, তবে কর্জ পরিশোধের জন্য হয়তঃ কিছু থাকিতে পারে। তারপর ফরমাইলেন; অধিক দৌলতওয়ালাই কম ছওয়াবের অধিকারী হইবে, হাঁ যাহারা এইরূপ করে অর্থাৎ ডান হাতে ডান দিক ওয়ালাদিগকে এবং বাম হাতে বা দিক ওয়ালাদেরকে বিলাইয়া থাকে।

হজরত আবু জর একদিন হজরত ওছমানের নিকট উপস্থিত ছিলেন। হজরত ওছমান (রাঃ) হজরত কা'বকে জিজ্ঞাসা করেন হজরত আবহুর রহমান এন্তেকালের সময় কিছু মাল রাখিয়া গিয়াছেন কিছু অন্যায়ত করেন নাই। হজরত কা'ব বলেন যদি তিনি আল্লার হক আদায়

করিয়া থাকেন তবেত কোন ক্ষতি নাই। হজরত আবু জরের হাতে একটা ছড়ি ছিল। উহা দ্বারা তিনি হজরত কা'বকে মারিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন কি বলিতেছ শুন ; আমি স্বয়ং হুজুরের (ছঃ) নিকট শুনিয়াছি তিনি বলেন যদি এই পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হয় আর আমি উহা দান করিয়া দেই এবং উহা কবুল হইয়া যায় তবুও আমি ইহা পছন্দ করি না যে আমার নিকট মাত্র ছয় রত্তি স্বর্ণও থাকিয়া যাক। তারপর হজরত ওছমানকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি নিজ কানে হুজুরের কাছে তিনবার এই হাদীছ শুনেন নাই ? হজরত ওছমান (রাঃ) বলিলেন হাঁ শুনিয়াছি।

বোখারী শরীফে হজরত আহনাফ বিন্ কয়েছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমি একদিন মদীনা শরীফে কোরায়েশ বংশী লোকের সংগে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় একব্যক্তি মোটা কেশ মোটা কাপড় পরিহিত, সাধারণ বেশে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রথমে ছালাম করিয়া বলিতে লাগিল, যাহারা টাকা পয়সা জমা করে তাহাদিগকে ঐ পাথর খণ্ডের শুভ সংবাদ দাও যাহাকে আগুনে উত্তপ্ত করিয়া তাহার স্তনের উপর রাখিয়া দেওয়া হইবে ইহাতে তাহার মাংস সিদ্ধ হইয়া গলিয়া পড়িবে। ইহা বলিয়া তিনি মসজিদের একটি খুঁটির কাছে বসিয়া পড়িলেন। এই বুজুর্গকে আমি প্রথমে চিনিতাম না। তাঁহার কথা শুনিয়া আমিও তাঁহার কাছে বসিয়া পড়িলাম ও বলিলাম, এখানের লোকজন আপনার কথার তেমন কোন দাম দিল না, মনে হয় তাহারা কথাটা না পছন্দ করিয়াছে। তিনি উত্তর করিলেন তাহারা বেওকুফ, কিছুই বুঝে না। আমি ইহা আমার মাহবুবের নিকট শুনিয়াছি। আহনাফ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার মাহবুব কে ? তিনি বলিলেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ), আমাকে তিনি বলিয়াছিলেন হে আবু জর ! তুমি কি অহুদ পাহাড় দেখিতেছ ? আমি ভাবিলাম হয়তঃ তিনি আমাকে সে দিকে কোন কাজে পাঠাইবেন। তাই বলিলাম জী হাঁ দেখিতেছি। প্রিয় মাহবুব ফরমাইলেন, আমার নিকট যদি এই পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ হইত তবে আমার দিল চায় উহার সব টুকু ব্যয় করিয়া দেই তবে কর্জ পরিশোধের জন্য হয়ত তিন দিনার রাখিতে

পারি। তারপর হজরত আবু জর (রাঃ) বলেন কিন্তু তবুও ইহারা বুঝে না শুধু মাল জমা করিয়া যাইতেছে। আল্লাহর কছম আমি ইহাদের কাছে না দুনিয়ার ভিখারী না দিনের কোন ফতুয়ার মোহ্তাজ, তাই পরিস্কার কথা বলিতে আমার ভয় কিসের।

দাতা ও বখিলের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া ও বদদোয়া

২। হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) বলেন ভোর বেলায় আছমান হইতে দুইজন ফেরেস্তা অবতরণ করে তন্মধ্যে একজন দোয়া করেন হে আল্লাহ্ ! যে তোমার পথে দান করে তাকে প্রতিদান দাও আর যে কৃপণতা করে তার মাল ধ্বংশ করিয়া দাও। (মেশকাত)

কোরান শরীফে আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন "তোমরা যাহা খরচ করিবে আল্লাহ তায়ালা উহার বদলা দিবেন।" হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যখন সূর্য উদিত হয় উহার দুই পার্শ্বে দুইজন ফেরেশ্তা ঘোষণা করিতে থাকে যাহা জ্বিন এবং ইনছান্ ব্যতীত সমস্ত মাখলুক শুনিতে পায়, বলে যে, হে লোক সকল আপন প্রভুর দিকে চল। প্রয়োজন মোতাবেক সামান্য বস্তু অনেক উত্তম ঐ প্রচুর ধন হইতে যাহা আল্লাহ হইতে গাফেল করিয়া দেয়। আবার সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় উহার দুই ধারে দুই ফেরেশ্তা জোরে জোরে দোয়া করিতে থাকে আয় আল্লাহ! যারা দান করে তাদের প্রতিদান দাও আর যারা বখিলি করে তাদের মাল ধ্বংস করিয়া দাও। অন্য হাদীছে আসিয়াছে আছমানে দুইজন ফেরস্তা শুধু এই কাজেই নিযুক্ত আছে যে একজন বলে যে আল্লাহ্! দাতাকে দান কর অপরজন বলে কৃপণের মাল ধ্বংস কর।

অভিজ্ঞতাও দেখা যায় যাহারা মাল সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহারা অনেক সময় মামলা মোকদ্দমায়, উশৃংখলতায় অথবা চোর ডাকাতের উপদ্রবে মাল ধ্বংস করিয়া দেয়। এব্নে হাজার বলেন কোন সময় মাল ধবংস হইয়া যায় এবং কোন সময় মাল ওয়ালা বিদায় লইয়া যায়। আবার কোন সময় মালে লিপ্ত হইয়া নেক আমল ধবংস করিয়া দেয়, পক্ষান্তরে মাল ব্যয় করিলে উহাতে বরকত দেখা যায়, উপযুক্ত নেক বখ্ত উত্তরাধিকারী পয়দা হয়।

আল্লামা নববী বলেন সৎকাজে ব্যয় করার নামই ছদকা। পরিবারের

ভরণ পোষণ, মেহমানদারী, অন্যান্য এবাদত ইহাতে শামিল। আল্লামা করতবী বলেন উদ্দেশ্য হইল ফরজ এবাদত, নফল ছদকা না করিলে ফেরেস্তার বদদোয়ার আওতায় পড়ে না। তবে ফরজ ছদকা করিতে যদি বোঝা মনে হয় তবে বিপদ হইতে মুক্ত নয়।

৩। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন হে আদম সন্তান তুমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল ব্যয় করিয়া দাও, ইহা তোমার জন্য মঙ্গল জনক, আর উহা জমা করিয়া রাখা তোমার পক্ষে অমঙ্গল জনক।

(মোছলেম, মেশকাত)

প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজনেয় অতিরিক্ত মাল জমা রাখার জন্য আসেই নাই উহাকে আল্লাহর ব্যাঙ্কে জমা করা উচিৎ যেখানে কোন ধ্বংস নাই, বিপদ নাই।

প্রয়োজন মোতাবেক শব্দের অর্থ হইল যাহা না হইলে চলা যায় না, অন্যের দুয়ারে ভিক্ষা করিতে হয় না। এই পরিমাণ রাখা কোন অন্যায় নয়। গৃহ পালিত পশু পক্ষীর খোরাকীও প্রয়োজনের মধ্যে শামিল। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষের পাপের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, যাহার জীবিকা তাহার জিম্মায় আছে উহাকে ভুখা রাখিয়া ধ্বংস করিয়া দেওয়া। হজরত আবদুল্লাহ বিন্ ছামেত (রাঃ) বলেন, হজরত আবু জর (রাঃ) একদিন বায়তুল মাল হইতে তাঁহার ভাতা উঠাইয়া স্বীয় বাঁদীকে নিয়া বাজারে গেলেন। সদাই পত্র করিয়া আরও সাতটা আশরাফী বাঁচিয়া গেল। তিনি বাঁদীকে বলিলেন ঐগুলি দান করিবার জন্য ভাংতি করিয়া লও। আমি বলিলাম হুজুর এইগুলি এখন রাখিয়া দিলে মেহমানদারী ইত্যাদি প্রয়োজনে কাজে আসিবে। তিনি বলিলেন আমাকে আমার হাবীব (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে টাকা পয়সা বাঁধিয়া রাখিবে উহা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না হওয়া পর্যন্ত মালিকের জন্য আগুনের ফুল্‌কি হইয়া থাকিবে।

নবীয়ে করীম (ছঃ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করার উপর এত জোর দিতেন যে, ছাহাবারা মনে করিতেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের মধ্যে তাহাদের যেন কোন অধিকারই নাই।

হজরত আবু ছায়ীদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেন আমরা কোন এক ছফরে হুজুর (ছঃ) এর সাথে ছিলাম। কোন এক জায়গায় গিয়া হুজুর দেখিলেন যে এক ব্যক্তি আপন ছওয়ারীকে এদিক ওদিক শুধু ঘুরাইতেছে। দেখিয়া হুজুর ফরমাইলেন যাহার কাছে অতিরিক্ত ছওয়ারী বা রসদ আছে সে যেন উহা ঐ ব্যক্তিকে দিয়া দেয় যাহার নিকট ছওয়ারী বা রসদ নাই। শুনিয়া আমরা ভাবিলাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের উপর যেন আমাদের কোন হকই নাই।

উটকে এদিক সেদিক ঘুরাইবার উদ্দেশ্য যদি গর্ব বা অহংকার হয় তবে হুজুর (ছঃ) বলেন যে উহা অহংকারের জন্য নয় বরং যাহার নাই তাহাকে দান করা উচিত। আর যদি নিজের করুণ অবস্থা প্রকাশ করা মাকছুদ হয় তবে হুজুরের উদ্দেশ্য হইল তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ আছে তার এই ব্যক্তিকে দান করা উচিত।

(৪) হজরত ওকবা (রাঃ) বলেন, আমি মদীনায়ে মোনাওয়ারায় হুজুর (ছঃ) এর পিছনে আছরের নামাজ পড়িয়াছিলাম, নামাজের ছালাম ফিরাইয়া একটু পরেই হুজুর খুব তাড়াতাড়ি মানুষের কাঁধের উপর দিয়া কোন এক বিবি ছাহেবার ঘরে তাশরীফ নিয়া গেলেন। হুজুরের এইরূপ তাড়াহুড়া দেখিয়া সকলেই বিচলিত হইয়া গেল। প্রিয় নবী (ছঃ) বাহিরে তাশরীফ আনিয়া মানুষের পেরেশান হাল দেখিয়া বলিলেন, একটা স্বর্ণের টুক্‌রার কথা মনে পড়িল যাহা ঘরে রক্ষিত ছিল। ভাবিলাম ইত্যবসারে যদি আমার মৃত্যু আসিয়া যায় আর উহা ঘরে থাকিয়া যায় তবে কাল ময়দানে হাশরে কি জওয়াব দিব। এই জন্য উহা বণ্টন করিয়া দিবার জন্য বলিয়া আসিলাম। (বোখারী, মেশকাত)

আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুরে পাক (ছঃ) এর অসুখের সময় তাঁহার নিকট ছয় সাতটা আশরাফী ছিল, হুজুর আমাকে নির্দেশ দিলেন তাড়াতাড়ি ঐগুলি বণ্টন করিয়া দাও হুজুরের গুরুতর অসুস্থতার দরুণ আমি বণ্টন করার সুযোগ ছিল না। পরে হুজুর ফরমাইলেন ঐগুলি আমার হাতে দাও, হুজুর (ছঃ) হাতে নিয়া বলিলেন, আল্লাহর নবীর জন্য কত বড় লজ্জার কথা এইগুলি ঘরে রাখিয়া যদি সে আল্লাহর সাথে মিলে। অন্য হাদীছে আছে, ঐগুলি রাত্রি বেলায় কোথা হইতে আসিয়াছিল উহাতে হুজুরের নিদ্রা উড়িয়া গেল, শেষ রাত্রে দান করিয়া দেওয়ার পর ঘুম আসে। অন্য হাদীছে আসিয়াছে হুজুর (ছঃ) বলেন উহা আলীর নিকট পাঠাইয়া দাও, তারপর হুজুর (ছঃ) বেহুঁশ হইয়া

যান। জ্ঞান ফিরার পর আবার বলেন আলীর নিকট পাঠাইয়া দাও

প্রিয় নবীজীর এন্তেকালের রাত্রে ঘরে বাতি জালাইবার তৈল ছিল না

এইভাবে বারংবার বলার পর মা আয়েশা হজরত আলীর নিকট পাঠাইয়া দেন ও তিনি বণ্টন করিয়া দেন। ইহা দিনের বেলার ঘটনা ছিল, সন্ধ্যা বেলায় সোমবার রাত ছিল যাহা প্রিয় নবীজীর জীবনের শেষ রাত্র ছিল, হজরত আয়েশার ঘরে চেরাগে তৈল ছিল না, একজন মেয়েলোকের নিকট চেরাগ পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন হুজুরের শরীর খুব বেশী অসুস্থ, সম্ভবতঃ সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে; বাতি জালাইবার জন্য চেরাগটায় কিছু ঘি ঢালিয়া দাও। হজরত আম্মাজান উম্মে ছালমা (রাঃ) হইতেও এইরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে। মুলকথা প্রিয় নবীর দরবারে সব সময় হাদিয়া তোহ্‌ফা আসিতেই থাকিত, হুজুর যতক্ষণ পর্যন্ত ঐগুলি ছদকা করিয়া না দিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত স্থির থাকিতে পারিতেন না। মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা বিলাইয়া দিলেন অথচ মৃত্যু পথ যাত্রীর জন্য বাতি জালাইবার প্রয়োজনে তৈলের পয়সাও রাখিলেন না আর বিবি সাহেবানও স্মরণ করাইয়া দিলেন না।

হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন, আমার বাবাজানের খেদমতে দিনের বেলায় যাহা জমা হইত রাত্রে শয়নের পূর্বেই সব খরচ করিয়া দিতেন। তিনি করজদার ছিলেন, বেশীর ভাগ কর্জ আদায়ে ব্যয় করিতেন, কিছু পয়সা থাকিলে বাচ্চাদেরকে দিয়া দিতেন এবং বলিতেন মউতের কোন ঠিকানা নাই. কাজেই এই গান্দা বস্তুগুলি কাছে রাখিতে মন চায় না! হজরত শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী (রঃ) দৈনন্দিন যাহা কিছু আসিত সব কিছুই বিলাইয়া দিতেন, আবার যখন আসিত তাঁহার ছেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত আর বলিতেন এই দেখ আবার আসিয়া গিয়াছে। শেষ সময় তিনি পরণের কাপড় পর্যন্ত দান করিয়া দেন এবং তাঁহার খাছ খাদেম মাওলানা আবদুর কাদের ছাহেব হইতে ধার করিয়া কাপড় পরিধান করিলেন ও ঐ অবস্থায় এন্তেকাল করেন। আল্লাহর অলিদের আশ্চর্য শান, কী এক অত্যাচার্য্য জয্‌বা? যেই ভাবে দুনিয়াতে আসিয়াছিলেন সেইভাবে খালি খালি চলিয়া গেলেন।

(৫) عن ابى هريرة (رض) قال قال رجل يا رسول الله
اى الصدقة اعظم اجرا ○ الحديث

এক ব্যক্তি আরজ করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ! ছওয়াব হিসাবে কোন্ ছদকা সব চেয়ে বেশী উত্তম। হুজুর ফরমাইলেন যেই ছদক। তুমি এমন অবস্থায় আদায় কর যে তুমি সুস্থ আছ, মালের লোভ আছে, ফকীর হইবার ভয় আছে, মালদার হইবার আকাঙ্খা আছে। রুহ হলক পর্যন্ত পৌঁছা পর্যন্ত ছদকাকে পিছাইও না। অর্থাৎ মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিও না যে, আমার এত মাল মসজিদে, এত মাল মাদ্রাসায় বা অমুকের। কারণ এখনত মাল ওয়ারিশানেরই হইয়া গেল।"

ফায়েদা ঃ ওয়ারিশানের হইয়া গেল। অর্থাৎ ওয়ারিশের হক সাব্যস্ত হইয়া গেল। তাইত মৃত্যুর পূর্বক্ষণে এক তৃতীয়াংশের অধিক অছিয়ত করা যায় না। একটি হাদীছে আছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষ বলে যে, আমার মাল আমার মাল অথচ তাহার মাল হইল মাত্র তিনটি; যাহা সে খাইয়াছে, যাহা সে পরিধান করিয়াছে আর যাহা সে ছদকা করিয়া আল্লাহর ব্যাঙ্কে জমা করিয়াছে। বাকী সব ওয়ারিশানের অন্য হাদিছে আসিয়াছে হায়াত থাকিতে এক টাকা খরচ করা মৃত্যুর সময় একশত টাকা খরচ করার চেয়ে উত্তম। কারণ এখনত মাল তাহার আর রহিল না, অন্যের মাল খরচ করিয়া লাভ কি? প্রিয় রাছুল (ছঃ) আরও বলেন, মৃত্যু শয্যায় ছদকা করা যেমন কেহ খুব পেট ভরিয়া খাইয়া যাহা বাঁচিল উহা দান করিয়া দিল'

বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা হুজুরের এ বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে ছদকার আসল সময় হইল সুস্থাবস্থা, কারণ তখন দান করিবার কালে নফছের সহিত মোকাবেলা করিতে হয়, তবে উহার মতলব এই নয় যে, মৃত্যুর সময় ছদকা করা সম্পূর্ণ বৃথা, বরং উহাও আখেরাতের জন্য পুঁজি হইয়া দাড়াইবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইতেছেন—

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ
خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○

"তোমাদের কাহারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, যদি সে কোন সম্পত্তি ছাড়িয়া যায় তাহার উপর মাতা-পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের জন্য ন্যায্য অংশের অছিয়ত করা ফরজ করা হইয়াছে। মোত্তাকীনদের জন্য

ইহা অবশ্য করণীয় কর্তব্য"।

মীরাছ সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। পরে মাতা-পিতার অংশ যখন নির্দিষ্ট হইয়া যায় তখন এই আয়াত মানছুখ বা রহিত হইয়া যায়। তবে যে সব আত্মীয়ের অংশ নির্দিষ্ট নয় তাদের বেলায় আছয়তের এই আয়াত এখন ও প্রযোজ্য। তবে আগের মত ফরজ নয়। একটি হাদীছে আসিয়াছে, আল্লাহ পাক বলেন হে আদম সন্তান! হায়াত অবস্থায় তুমি ছিলে বখিল, মৃত্যুর সময় এখন তুমি খুব খরচ করিতেছ, দুই অন্যায় একত্র করিও না। প্রথম সুস্থাবস্থায় কৃপণতা, দ্বিতীয় মরণকলে অতিরিক্ত দান। যাহারা তোমার উত্তরাধীকারী নয় এইরূপ আত্মীয়দের জন্য কিছু অছিয়ত করিয়া যাও!' অন্য একটা হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহতায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর নারাজ যে জীবনকালে ছিল বখিল আর মরণকালে দাতা। এই জন্য মৃত্যুর সময় দান খয়রাত করিবে এই ভরসায় থাকা ঠিক নয়, কারণ মউতের কোন ঠিকানা নাই যে কখন আসিয়া পড়ে, তদুপরি অনেক সময় দেখা যায় মানুষ দান খয়রাত করার অনেক আশা ভরসা নিয়া থাকে কিন্তু গুরুতর কোন রোগ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে, যেমন কাহারও প্যারালাইসিস হইয়া যায়, শরীর ও মুখ বন্ধ হইয়া যায়, অথবা অনেক সময় সেবা শুশ্রুষার নামে উত্তরাধীকারীগণ দান খয়রাতের সামনে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, এত সব সত্ত্বেও যদি কিছুটা সুযোগ পাওয়া যায় তবুও যৌবনে ছদকা করার সমতুল্য ছওয়াব কখনও পাইবে না। হাঁ যদি কেহ আগে ত্রুটি করিয়া থাকে তবে সে এতটুকু সময়কেও গনিমত মনে করিয়া দান করিয়া যাইবে। কারণ মৃত্যুর পর আর কেহ কারো নয়, দু-চার দিন কান্নাকাটি করিয়া সকলেই ভুলিয়া যাইবে, কাজেই যাহা কিছু করার নিজের হাতে করিয়া যাওয়াই ভাল, কাজে আসিবে।

(৬) عن ابى هريرة (رض) ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال قال رجل ٥

অর্থঃ বণি ইস্রাঈলের জনৈক ব্যক্তি একদিন মনে মনে এরাদা করিল অদ্য রাতে আমি ছদকা করিব। সেই মতে সে রাত্রি বেলায় চুপে

চুপে এক ব্যক্তির হাতে কিছু মাল রাখিয়া আসিল। সকাল বেলা খবর হইয়া গেল যে, রাত্রে কোন এক ব্যক্তি চোরকে ছদকা দিয়া গিয়াছে। লোকটি শুনিয়া বলিল খোদা! তোমার প্রশংসা, চোরের চেয়ে অধমের হাতে দেওয়া হইলেও বা আমি কি করিতাম। আবার সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে অদ্য রাত্রে ও ছদকা করিব, রাত্রে এক মেয়ে লোককে ছদকা দিয়া আসিল, ভোর বেলায় প্রকাশ হইয়া গেল যে, কেহ একটা ফাহেশা নারীকে ছদকা দিয়া গিয়াছে। লোকটি এবারও আল্লাহর তা'রীফ করিয়া বলিল খোদা! আমার মাল তাহার চেয়ে নিকৃষ্ট লোকের হাতে যাওয়ার উপযুক্ত ছিল, তৃতীয় দিনও এরাদা করিল যে অদ্য রাত্রেও ছদকা করিব, সেই রাত্রে একজন ধনী লোকের হাতে ছদকা পড়িল, সকাল বেলায় বলাবলি হইতে লাগিল যে রাত্রে কেহ মালদারকে ছদকা দিয়া গেল, সে লোকটি বলিল হে খোদা! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য, আমার মাল পাইল চোরে, ফাহেশা মেয়েলোকে আর ধনী লোকে! রাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল তোমার ছদকা কবুল হইয়া গিয়াছে, কেননা হইতে পারে উহার বরকতে চোর চুরি হইতে তওবা করিবে, জিনাকার জিনা হইতে তওবা করিবে (কারণ সে চিন্তা করিবে যে বে-ইজ্জত না করিয়া আল্লাহ পাক দান করিতে পারেন) আর ধনী ব্যক্তিও মনে করিবে যে, আল্লাহর বান্দারা কিভাবে গোপনে ছদকা করিয়া থাকে, আমারও এই ভাবে দান করা উচিত।

হযরত তাউছ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মানত করিয়াছিল যে প্রথমে ঐ বস্তিতে যার উপর নজর পড়িবে তাকে সে দান করিবে, ঘটনাচক্রে সে ছিল একটা জিনাকার মেয়েলোক। দ্বিতীয় দিনও এই ভাবে মানত করিয়াছিল, সে ছিল একটা ভীষণ খারাপ লোক, তৃতীয় দিন মানত করিয়া যাহাকে দিয়াছিল সে ছিল একজন বড় লোক, অবশেষে সে স্বপ্নে দেখে যে তার ছদকা কবুল হইয়া গিয়াছে। মেয়েলোকটা অভাবের তাড়নায় নিরুপায় হইয়া ঐ ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিল। ছদকার টাকা পাইয়া সে উক্ত গর্হিত কাজ হইতে তওবা করিয়া ফেলিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি অভাবের দরুণ চুরি করিত, দানের টাকা পাইয়া সেও চুরি হইতে তওবা করিল। তৃতীয় ব্যক্তি ছিল ভীষণ কৃপণ, ছদকার টাকা পাইয়া তার শিক্ষা হইয়া গেল যে আমারও এইভাবে দান খয়রাত করা

উচিত।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে দাতার নিয়তের এখলাছ দ্বারা ঐ বুজুর্গের ফজীলত সাব্যস্ত হইয়া গেল, কেননা সঠিক স্থানে পৌঁছে নাই বশতঃ মনক্ষুন্ন না হইয়া তিনি বার বার ছদকা করিতে থাকেন।

অবশেষে তার নেকনিয়তের দরুণ সব কয়টা ছদকাই কবুল হইয়া যায়। এবনে হাজার বলেন হাদীছ দ্বারা প্রমানিত হইল ছদকা যথাস্থানে না পৌঁছিলে উহা আবার দেওয়া মোস্তাহাব, আল্লামা আইনী বলেন ইহা দ্বারা বুঝা গেল মানুষের নিয়ত ঠিক থাকিলে আল্লাহ তায়ালা উহার প্রতিদান নিশ্চয় দিয়া থাকেন।

(৭) عن على (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها o مشكوة

"হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন ছদকা দেয়ার ব্যাপারে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ কর কেননা মছিবত ছদকাকে ফাড়িয়া অগ্রসর হইতে পারে না।

(মেশকাত)

একটি দুর্বল হাদিছে বর্ণিত আছে ছদকা মছিবতের সত্তরটা দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়। অন্য হাদিছে হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন আপন মালকে জাকাতের দ্বারা পবিত্র কর, এবং ছদকা দ্বারা রুগীর চিকিৎসা কর, আর মছিবতের ঢেউ সমূহকে দোয়া দ্বারা অভ্যর্থনা কর। একটি হাদিছে বর্ণিত আছে ছদকা দ্বারা রুগীর চিকিৎসা কর, ছদকা ইজ্জতও রক্ষা করে রোগও দমন করে। নেকী বাড়াইয়া দেয় হায়াত বৃদ্ধি করে। একটি হাদিছে আসিয়াছে সত্তরটা বিপদ দূর করিয়া দেয় তন্মধ্যে ছোট বিপদ হইল কুষ্ঠ রোগ শ্বেত রোগ। আর একটি রেওয়ায়েতে আসিয়াছে ছদকার দ্বারা নিজের চিন্তা ফিকিরের এলাজ কর, উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বালা মছিবতও কাটাইয়া দিবেন আর শত্রুর মোকাবেলায় ও সাহায্য করিবেন। একটি ছহী হদিছে আসিয়াছে যখন কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাপড় পরায়, এই কাপড়ের একটা টুকরাও যতদিন পর্যন্ত তাহার শরীরে থাকিবে দাতা আল্লাহর হেফাজতে থাকিবে। বর্ণিত আছে ছদকা খারাবীর সত্তর দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়। হুজুর (ছঃ) আরও এরশাদ করেন ছদকা খোদাতায়ালার রাগকে দূর করিয়া দেয় এবং অপমৃত্যুকে হটাইয়া দেয়।

ওলামাগণ লিখিয়াছেন ছদকা মৃত্যুর সময় শয়তানের ওয়াছওয়াছা হইতে হেফাজত করে, রোগের তাড়নায় মুখ হইতে নাশোকরীর শব্দ বাহির হওয়া হইতে বাঁচাইয়া রাখে, হঠাৎ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। মূল কথা মরনকালে শুভ-পরিণামে সাহায্য করে। অন্য হাদীছে আছে ছদকা কবরের গরমকে দূর করিয়া দেয়, এবং মানুষ কেয়ামতের দিন স্বীয় ছদকার ছায়াতলে থাকিবে। অর্থাৎ ছদকা যত বেশী হইবে ছায়াও তত অধিক হইবে।

হজরত মোয়াজ (রাঃ) প্রিয় নবীকে জিজ্ঞাসা করেন হুজুর! আমাকে এমন জিনিস বাতলাইয়া দিন যাহা আমাকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবে এবং জাহান্নাম হইতে দূরে রাখিবে। হুজুর ফরমাইলেন তুমি বহুত বড় একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেটা বড় সহজ বস্তু, অবশ্য যাহার জন্য আল্লাহ পাক সহজ করিয়া দেন। তাহা হইল এই যে—

'এখলাছের সহিত আল্লাহ পাকের এবাদত কর, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিওনা, নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, রমজান শরীফের রোজা রাখ এবং বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব আদায় করিও। তারপর হুজুর (ছঃ) বলেন, আমি তোমাকে যাবতীয় নেক কাজের দরওয়াজা সমূহ বাতলাইতেছি শুন তাহা হইল এই যে, রোজা শয়তানের হামলা হইতে বাঁচিবার জন্য ঢাল স্বরূপ; ছদকা গুনাহ সমূহকে এই ভাবে মিটাইয়া দেয় পানি যেই ভাবে আগুনকে নিভাইয়া দেয়। মধ্য রাত্রির নামাজ ও এইরূপ। অতঃপর প্রিয় নবী (ছঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করেন— تتجا فى جنوبهم

তারপর হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন আমি তোমাকে যাবতীয় কাজের মাথা, উহার খুঁটি এবং উহার চূড়া বাতলাইতেছি শুন, যাবতীয় কাজের মাথা হইল ইছলাম, যেহেতু উহা ব্যতীত কোন কাজই গ্রহণযোগ্য নয়। উহার খুঁটি হইল নামাজ। উহার চুড়া হইল জেহাদ, আর যাবতীয় কাজের শিকড় হইল জবান, হুজুর (ছঃ) জবান মোবারককে ধরিয়া বলিলেন ইহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবে। হজরত মোয়াজ বলিলেন আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ্! এই জবানের কারণে কি আমাদিগকে পাকড়াও করা হইবে? হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন হে মোয়াজ।

তোমার মা তোমার জন্য কান্নাকাটি করুক; মানুষকে উপুড় করিয়া জাহান্নামের মধ্যে জবান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু কি নিক্ষেপ করিবে ?

তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক বা শোক প্রকাশ করুক, আরবদের ব্যবহারে ইহা একটি সতর্কতা মূলক শব্দ, মোট কথা আমরা কাঁচির মত যেই ভাবে জিহ্বাকে চালনা করিয়া থাকি উহার সব কয়টাই আমলনামায় ওজন দেওয়া হইাব। যতসব অন্যায় ও বেহুদা কথাবার্তা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হইবে।

একটি হাদীছে আছে মানুষ অলক্ষ্যে আল্লাহর সন্তোষ জনক এমন কথা বলিয়া ফেলে যদ্দ্বারা বেহেশ্‌তে তার মর্যাদা বাড়িয়া যায়, আবার মুখে এমন কথা বলিয়া ফেলে যাহাকে সে খুব সাধারণ মনে করিয়া থাকে অথচ উহার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। একটি রেওয়ায়েতে আসিয়াছে, মাশরিক মাগরিবের সমপরিমাণ দূরত্বে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। অন্য একটি হাদীছে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন "কোন ব্যক্তি যদি দুইটি জিনিসের জিম্মাদার হইতে পারে যেন অন্যায় পথে উহা ব্যবহার হইতে না পারে তবে আমিও তাহার জন্য বেহেশ্‌তের জিম্মাদার হইতে পারি। প্রথম যাহা দুই চোয়ালের মাঝখানে অর্থাৎ মুখ, দ্বিতীয় যাহা দুই রানের মধ্যখানে অর্থাৎ লজ্জা স্থান"। একটি হাদীছে আছে এই দুইটি অঙ্গই মানুষকে বেশী বেশী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে! অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে মানুষ অনেক সময় এমন কথা মুখে উচ্চারণ করে যদ্দ্বারা ফুর্তি করিয়া অন্যকে হাসানো উদ্দেশ্য হয় তবে সে জাহান্নামে আছমান হইতে জমীনের দুরত্ব বরাবর দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। হযরত ছুফিয়ান ছাকাফী হুজুর (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন হুজুর। আপনি উম্মতের জন্য সবচেয়ে অধিক ভয় কোন জিনিসের করিতেছেন ? হুজুর মুখে হাত রাখিয়া উত্তর করিলেন এই জিনিসের। বাস্তবিক মানুষের জন্য কথা বলার সময় এই কথার লক্ষ্য করা নিতান্ত প্রয়োজন যেন উহা দ্বারা কোন উপকার না হইলেও অন্ততঃ ক্ষতি না হয়।

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ও ফকীহ্ হযরত ছুফিয়ান ছওরী বলেন, একবার একটি মাত্র পাপের দরুন তিনি পাঁচ মাস পর্য্যন্ত তাহাজ্জুদ হইতে বঞ্চিত হইয়া যান। কেহ জিজ্ঞাসা করিল হুজুর পাপটা কি ছিল ? তিনি বলেন একটা লোক কাঁদিতেছিল আমি মনে মনে ভাবছিলাম লোকটা

রিয়াকার। ইহাত মনে মনে বলার বদ্‌বখ্‌তি আর আমরা প্রতিনিয়ত প্রকাশ্যে কত গুরুতর শব্দ বলিয়া ফেলি। আল্লাহ পাক আমাদিগকে হেফাজত করুণ।

(৮) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) ما
نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفوا لا عزا وما
تواضع احد لله الا رفعه o (رواه مسلم و مشكوة)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন ছদকা কখনও মালকে ঘাটাইয়া দেয় না। অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলে ক্ষমাকারীর মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বিনয় এখতিয়ার করিলে আল্লাহ পাক তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছদকা দ্বারা যদিও সম্পদ ক্ষয় হইতে দেখা যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা দ্বারা আখেরাতে ত উত্তম বদলা আছেই দুনিয়াতে ও মাল বাড়িয়া যায়। যেমন আরও বর্ণিত হইয়াছে হে খোদা।

দাতাকে বদলা দাও। কৃপণকে ধ্বংস কর। হযরত আবু কাবশা রছুলে খোদার এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আমি কছম করিয়া তিনটি কথা বলিতেছি এবং আরও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিতেছি তোমরা উহার খুব হেফাজত করিবে। প্রথম, ছদকায় ধন কমে না, মাজলুম সহ্য করিলে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন, তৃতীয় যে ভিক্ষার দ্বার খুলিয়া রাখিবে আল্লাহ পাক তার জন্য অভাবের দ্বার খুলিয়া রাখেন! আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই যে, দুনিয়াতে মানুষ চার প্রকার হয়, ১ম, ঐ ব্যক্তি যাকে খোদা মালও দিয়াছেন এলেমও দিয়াছেন। সে আল্লাহর ওয়াস্তে মাল দ্বারা নেক কাজ করে তার মর্যাদা সবার উপরে। ২য়, যাকে মাল দেওয়া হয় নাই এলেম দেওয়া হইয়াছে তার নিয়ত বড় ঠিক, বলে যে আমার যদি মাল থাকিত তবে যাবতীয় নেক রাস্তায় খরচ করিতাম, নিয়তের বরকতে সে প্রথম ব্যক্তির মত ছওয়াব পাইবে। ৩য়, যাকে মাল দেওয়া হইয়াছে এলেম নয়, সে মালের হক আদায় করেনা অন্যায় পথে ব্যয় করে, আত্মীয়-স্বজনকে দেয় না কেয়ামতের দিন সে হইবে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। ৪র্থ, যে মাল এবং এলেম উভয় হইতে বঞ্চিত। কিন্তু সে আক্ষেপ করিয়া বলে মাল থাকিলে সে তৃতীয় ব্যক্তির মত খরচ করিত, এ কারণে সে তৃতীয় ব্যক্তির মত

গুনাহগার হইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস হুজুরের এরশাদ বর্ণনা করেন, ছদকা মালকে কখনও ঘাটায় না বরং কেহ ছদকা করিতে হাত বাড়াইলে উহা ফকীরের হাতে যাওয়ার আগে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র হাতে পেঁীছিয়া যায় আর যে ব্যক্তি ছওয়াল না করিলেও চলিতে পারে এমতাবস্থায় ছাওয়াল করে তার জন্য হক তায়ালা অভাবের দ্বার খুলিয়া দেন। হযরত ছেলা আনছারী (রাঃ) বলেন, আমার ভাইয়েরা হুজুরের দরবারে আমার নামে অপব্যয়ের অভিযোগ করিল, আমি আরজ করিলাম হুজুর বাগান হইতে আমি আমার অংশ নিয়া নেই, উহা হইতে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করি আমার সাথে যারা সাক্ষাত করিতে আসে তাদের উপর খরচ করি প্রিয় নবী আমার ছিনায় হাত রাখিয়া তিনবার বলিলেন তুমি খরচ করিতে থাক আল্লাহ পাকও তোমার উপর খরচ করিবেন। উহার কিছু দিন পর আমি এক ছফরে রওয়ানা হই তখন আমার নিকট নিজস্ব ছওরারীও ছিল এবং আমার নিকট পরিবারের সব চেয়ে বেশী সম্পদ ছিল।

হজরত জাবের বলেন একবার প্রিয়নবী (ছঃ) খোতবার মধ্যে ফরমাইলেন হে লোক সকল! মত্যু আসার আগে আগেই তওবা করিয়া লও, আজে বাজে কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই নেক কাজ করিয়া লও। বেশী বেশী জিকির করিয়া আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক পয়দা কর। প্রকাশ্যে এবং গোপনে অধিক পরিমাণ ছদকা কর যদ্‌দ্বারা তোমার রিজিক বর্ধিত হইবে, তোমার সাহায্য করা হইবে, এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে! আরও আসিয়াছে ছদকার সাহায্যে রিজিক তালাশ কর, ছদকার দ্বারা রিজিক নামাইয়া আন।

হযরত হাবীবে আজমী একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন, একবার তাঁহার বিবি আটার খামীর বানাইয়া আগুনের জন্য পার্শ্ববর্তী বাসায় যান, ইতিমধ্যে কোন ভিক্ষুক আসিলে হযরত হাবীব খামীরগুলি ভিক্ষুককে দিয়া দেন। বিবি আগুন লইয়া আসিয়া দেখেন যে আটা নাই, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন আটা রুটি তৈরীর জন্য গিয়াছে। বিবি সাহেবার বিশ্বাস না হওয়ায় বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি বলেন উহা আমি ছদকা করিয়া দিয়াছি, বিবি বলিল ছোবহানাল্লাহ! সবটুকু আটা দিয়া দিলে? এতজন লোক কি দিয়া পেট

পুরিবে? কথা শেষ না হইতেই জনৈক ব্যক্তি বড় এক পেয়ালার মধ্যে গোশ্‌ত রুটি নিয়া হাজির, এবার বিবি অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল কত তাড়াতাড়ি পাকাইয়া আসিয়াছে? দান স্বরূপ ছালুণ ও সাথে আসিয়াছে। এরূপ বহু ঘটনা পাওয়া যায় আল্লাহর সাথে যেহেতু আমাদের সম্পর্ক নাই তাই মনে করিয়া থাকি যে এইরূপ ঘটনা হঠাৎ করিয়া হইয়া গিয়াছে অথচ চিন্তা করি না যে খরচ করার দরুণই উহা আসিয়াছে।

মেঘের মধ্যে দাতার নাম শুনা গেল

(৯) عن ابی هریرة (رض) عن النبی (ص) قال بینا رجل
بفلاة من الارض … ○

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করমাইয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি মাঠের মধ্যে থাকিয়া একটি মেঘের মধ্যে এই আওয়াজ শুনিতে পাইল যে, অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি দিয়া দাও। ইহার পরেই সেই মেঘ হইতে একটি প্রস্তরময় জমিতে প্রবল বৃষ্টিপাত হইল এবং সেই পানি একটি নালায় ভর্তি হইয়া একদিকে চলিতে লাগিল, লোকটিও পানির পিছনে পিছনে চলিল, অবশেষে পানি যেখানে পেঁাছিল সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখিল বেলচা হাতে আপন জমিতে পানি দিতেছে। লোকটি বাগান ওয়ালার সেই নাম বাতলাইল যাহা সে মেঘের মধ্যে শুনিয়াছিল। ক্ষেত ওয়ালা বলিল আপনি আমার নাম কেন জানতে চাইলেন? লোকটি পূর্বেকার সব কথা বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল ভাই! আমি কি জানিতে পারি ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল? কৃষক বলিল আপনার মজবুরীতে না বলিয়া পারিলাম না। আমি এই ক্ষেতের ফসলকে তিন ভাগে ভাগ করি, এক ভাগ ছদকা করি, এক ভাগ পারিবারিক খরচে ব্যয় করি, আরেক ভাগ উৎপাদনের কাজে লাগাই। (মোছলেম)

আল্লাহ পাকের কুদরতের অপার মহিমা, ফসলের এক তৃতীয়াংশ দান করার বরকতে গায়েব হইতে ক্ষেতের যাবতীয় ব্যবস্থাদি হইতেছে। এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ দানের জন্য মওজুদ রাখা উচিত। তাহা হইলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দানের সময় নফ্‌স কার্পন্য করিতে পারে না; কারণ তখন মনে হইবে যে এই পরিমাণত আমাকে দান করিতেই হইবে। মাসিক বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ বা ব্যবসায়ের দৈনিক আয় হইতে নির্দিষ্ট অংশ কোন বাক্‌সে সঞ্চিত

করিয়া রাখা যায়! ইচ্ছা হয়ত পরীক্ষা করিয়া দেখুন যে উহা কত সুন্দর এবং লাভজনক ব্যবস্থা। হযরত আবুওয়ায়েল (রাঃ) বলেন হযরত এব্নে মাছউদ (রাঃ) আমাকে বনি কোরায়জা প্রেরণ কালে নছীহত করেন যে, তুমি সেখানে বনি ইছরাইলের ঐ পাক বান্দার ন্যায় কাজ করিও। অর্থাৎ একভাগ ছদকা করিও একভাগ সেখানে রাখিয়া আসিও আর একভাগ আমার কাছে পেশ করিও। ছাহাবায়ে কেরাম এই নোছখা মতে আমল করিতেন।

(১০) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم غفر لا مرأة مومسة ০

ছদকার দরুণ ফাহেশা নারীও মাফ পাইল

হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, কোন এক কূঁয়ার ধারে ভীষণ তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হইয়া একটি কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে ছিল, জনৈকা পতিতা নারী ইহা দেখিয়া পায়ের মুজা খুলিয়া উড়নায় বাঁধিয়া কুঁয়া হইতে পানি উঠাইয়া কুকুরকে পান করায়। ইহাতে তাহার যাবতীয় গুণাহ মাফ হইয়া যায়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল হুজুর? চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারেও কি আমরা ছওয়াব পাইব? হুজুর বলেন জান ওয়ালা যে কোন মাখলুকের উপর এহছান করিলে (চাই মানুষ হউক চাই জীবজন্তু হউক) ছওয়াব রহিয়াছে।

ইহা বনি ইস্রঈলের কোন ফাহেশা মেয়েলোকের ঘটনা। বোখারী শরীফে একজন পুরুষের ঘটনাও এই ভাবে বর্ণিত আছে। হুজুর (ছঃ) বলেন ভীষণ পিপাসায় কাতর এক ব্যক্তি কুয়া হইতে পানি পান করিয়া দেখে যে একটা কুকুর কুঁয়ার ধারে মাথা ঠোক্রাইতেছে। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া সে আবার কুপে নামিয়া মুজায় পানি ভরিয়া কুকুরকে পানি পান করায়। ইহার বদৌলতে আল্লাহ পাক তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। কিতাবের শেষ ভাগে এক জালেমের কিস্থা বর্ণিত আছে, সে পাচড়া ওয়ালা একটা কুকুরকে আশ্রয় দিয়া নাজাত পায়। উভয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল নিকৃষ্টতম জন্তু কুকুরের প্রতি সদয় হইলে যখন এই অবস্থা তখন সৃষ্টির সেরা মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে কি ফল

দাড়াইবে তা কল্পনাও করা যায় না। কোন কোন আলেমদের মতে হিংস্র জন্তু এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নহে? তবে যাহাদের হত্যা করার হুকুম আসিয়াছে তাহাদের বিষয় ও জানা হইলে ক্ষুৎ পিপাসা মিটাইতে হইবে এবং কতলের ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করিতে হইবে, যেমন তাহাদের হাত পা কাটিতে পারিবে না।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন আমল আল্লাহর পছন্দ হইলে উহা দ্বারা সারা জীবনের গুনাহ ও মাফ হইয়া যাইতে পারে। তবে প্রত্যেক কাজে চাই এখলাছ। এখলাছের সহিত মামুলী আমল হইলেও উহা পাহাড়ের মত ওজন ওয়ালা হইতে পারে। হজরত লোকমান হেকীম স্বীয় ছেলেকে নছীহত করেন, বেটা! যখনই কোন পাপ সংঘঠিত হইয়া যায় তখনই কিছু ছদকা করিয়া দাও। যেহেতু উহা গুনাহকে ধুইয়া ফেলে এবং আল্লাহ তায়ালার রাগকে দূর করিয়া দেয়।

হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন,

(১১) عن على (رض) قال قال رسول الله (ص) ان فى الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها قالوا لمن هى قال لمن اطاب الكلام و اطعم الطعام و ادام الصيام و صلى بالليل و الناس نيام ০ ترمذى

বেহেস্তের মধ্যে এমন সব বালাখানা রহিয়াছে যাহার ভিতর হইতে বাহিরের সব জিনিস এবং বাহির হইতে ভিতরের সব জিনিস দেখা যায়। ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করেন হুজুর! ঐ সব বালাখানা কাহাদের জন্য? প্রিয় হাবীব এরশাদ করেন যাহারা মিষ্টি কথা বলে এবং মানুষকে খাওয়ায়, প্রায় সময় রোজা রাখে, আর মানুষ যখন নিদ্রায় মগ্ন থাকে তখন রাত্রি বেলায় তারা নামাজে দাঁড়ায়। (তিরমীজ,

হযরত আবদুল্লাহ বিন ছালাম তখনও মুসলমান হন নাই বরং ইহুদী ছিলেন, তিনি বলেন হুজুরে পাক (ছঃ) যখন মদিনায়ে মোনাওয়ার তাশরীফ আনেন খবর পাইয়া আমি তাঁহার দরবারে হাজির হই, এবং তাঁহার চেহারা মোবারকে নজর করিয়াই আমি মন্তব্য করিলাম ইহা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হইতে পারে না। সেখানে গিয়া আমি সর্ব প্রথম হুজুরের জবান মোবারক হইতে এই কথা শুনিতে পাই, তিনি বলেন হে লোক সকল। আপোষে ছালাম দেওয়া নেওয়ার প্রচলন কর মানুষকে

খানা খাওয়াও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখ, রাত্রি বেলায় মানুষ যখন নিদ্রায় মগ্ন থাকে তখন তুমি উঠিয়া নামাজ পড়। তার পর সুখে শান্তিতে বেহেস্তে ঢুকিয়া পড়।

একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি আপন ভাইকে পেট ভরিয়া খানা খাওয়ায় এবং পিপাসা মিটাইয়া পান করায় আল্লাহ পাক তাহার এবং জাহান্নামের মধ্য ভাগে সাত খন্দক দুরত্ব পয়দা করিয়া দেন। এক একটা খন্দকের পরিধি হইল সাতশত বৎসরের রাস্তা। একটি হাদীছে আছে সমস্ত মাখলুক আল্লাহর একটি পরিবার, সুতরাং যে আল্লাহর পরিবারের উপকার করিল সে-ই তাঁহার নিকট সর্বাধিক প্রিয়, অন্য হাদীছে আসিয়াছে, যে কোন নেক কাজই ছদকার মধ্যে গণ্য, কোন ব্যক্তি আপন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত বা নিজের বাল্‌তি হইতে কিছু পানি অন্যের বাল্‌তিতে ঢালিয়া দেয় ইহাও ছদকার মধ্যে গণ্য। একটি হাদীছে আসিয়াছে, উপকারের কোন অংশ্যই নগণ্য নয়। একটি হাদীছে আসিয়াছে উপকারের কোন অংশ্যই নগণ্য নয় চাই সেটা কাহারও সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা, নেক কাজের আদেশ দেওয়া খারাপ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখা, পাথহারাকে সঠিক পথ দেখানো রাস্তা হইতে কণ্ঠকময় বস্তু হাটানে নিজের বাল্‌তি হইতে অন্যের বরতনে কিছু পানি দেওয়া ছদকার মধ্যে গণ্য !

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে কেয়ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে লাইনে খাঁড়া করান হইবে তাদের সামনে দিয়া একজন জান্নাতী যাইতে থাকিবে এমন সময় লাইনের মধ্য হইতে জনৈক ব্যক্তি তাহাকে বলিবে ভাই তুমি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ কর, সে বলিবে তুমি কে ভাই ? জাহান্নামী বলিবে তুমি আমাকে পানি পান করাইয়াছিলে ইহার উপর সে সুপারিশ করিবে ও তাহার সুপারিশ কবুল হইবে এই ভাবে দুনিয়াতে যে কেহ কাহারও উপর এহছান করিয়া থাকিলে সেই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে তাহার জন্য সুপারিশ করিবে। প্রিয় নবী এরশাদ করেন ফকীরদের সাথে বেশী সম্পর্ক রাখিও, কেননা তাহাদের নিকট বহুত বড় দৌলত রহিয়াছে, কেহ জিজ্ঞাসা করিল সেই দৌলত কি জিনিস ? হুজুর এরশাদ করেন তাহাদিগকে যে কেহ দুনিয়াতে খানা

খাওয়াইয়া থাকুক বা পানি পান করাইয়া থাকুক বা কাপড় পরাইয়া থাকুক তাহাকে সে হাত ধরিয়া জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিবে। হাদীছে আছে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ফকীরদের নিকট এইভাবে ওজর পেশ করিবে যেই ভাবে মানুষ মানুষের নিকট ওজর পেশ করে, বলিবেন আমার ইজ্জত এবং বুজুর্গীর কছম, আমি দুনিয়াকে তোমা হইতে এই জন্য দুরে রাখি নাই যে তুমি আমার নিকট অপদস্ত ছিলে বরং এই জন্য হটাইয়াছি যে অস্ত তোমাকে সম্মানিত করিব। আমার প্রিয় বান্দা ! মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবন্ত জাহান্নামিদের কাতারে গিয়া দেখ তাহাদের মধ্যে কেহ হয়তঃ তোমাকে খানা খাওয়াইয়াছে বা কাপড় পরাইয়াছে অবশেষে তাহাদিগকে চিনিয়া জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিবে। একটি হাদীছে আসিয়ায়াছে যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্থ প্রাণীকে খাওয়াইয়াছে হক তায়ালা তাহাকে জান্নাতে উৎকৃষ্ট খানা খাওয়াইবেন। অন্য হাদীছে আছে যেই ঘর হইতে লোকের খাবারের ব্যবস্থা করা হয় বরকত সেই ঘরের দিকে এত দ্রুত অগ্রসর হয় যেমন উটের কুজের দিকে তীক্ষ্ম ছুরি অগ্রসর হয়।

হযরত অবদুল্লাহ্ বিন্ মোবারক ভাল ভাল খেজুর লোকদিগকে খাওয়াইতেন আর বলিতেন, যে বেশী খাইতে পারিবে তাহাকে প্রত্যেক খেজুরের বিনিময়ে এক দেহরাম করিয়া দেওয়া হইবে। একটি হাদীছে আসিয়াছে কেয়ানতের দিন কেহ ঘোষণা করিয়া দিবে যাহরা ফকীর মিছকিনকে সম্মান করিত তাহারা যেন নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে জান্নাতে প্রবেশকরিয়া যায়। অন্য ঘোষণাকারী বলিবে যাহারা অসুস্থ গরীব দুঃখিদের দেখা শুনা করিয়াছে আজ যেন তাহারা নুরের মিম্বারে বসে ও খোদার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তখন অন্যান্য লোক কড়া হিসাব কিতাবে ব্যতিব্যস্ত থাকিবে। একটি হাদীছে আছে এই রকম অসংখ্য হুর রহিয়াছে যাহাদের মোহর হইল এক মুষ্টি খেজুর অথবা সম পরিমাণ অন্য কোন জিনিস দান করা। একটি হদীছে আছে ক্ষুধিতকে অন্ন দান করার চেয়ে উত্তম ছদকা আর কিছুই নাই, একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে উত্তম আমল হইল কোন মুছলমানকে সন্তুষ্ট করা, অথবা তাহাকে চিন্তা মুক্ত করা, অথবা তাহার কর্জ পরিশোধ করিয়া দেওয়া অথবা ক্ষুধার সময় তাহাকে অন্ন দান

করা। এইসব অর্থের উপর আরও অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে :

একটি হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি হাজত পুরা করিয়া দেয় আল্লাহ তায়ালা তাহার তেহাত্তরটি হাজত পুরা করিয়া দিবেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে হালকা বস্তু হইল তাহার গুনাহ সমুহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া।

(১২) عن اسماء (رض) قالت قال رسول الله (ص)
انفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى
الله عليك ارضخى ما استطعت متفق عليه o مشكوٰة

হজরত আছমা (রাঃ) বলেন নবীয়ে করিম (ছঃ) এরশাদ করেন (আল্লাহর রাস্তায়) বেশী বেশী করিয়া ব্যয় করিবে গুনিয়া গুনিয়া খরচ করিবে না, কারণ এইরূপ করিলে, আল্লাহ তায়ালাও তোমাকে গুনিয়া গুনিয়া দিবেন। আর হেফাজত করিয়াও রাখিও না এই রকম করিলে আল্লাহ পাকও তোমার জন্য হেফাজত করিয়া রাখিবেন, অর্থাৎ কম দিবেন। যতটুকু সম্ভব দান করিতে থাক।

ফায়েদা ঃ হযরত আছমা হইলেন আম্মাজান হযরত আয়েশার বোন, জনাবে রাছুলুল্লাহ (ছঃ) এই হাদীছে পাকে কয়েক তরীকায় বেশী বেশী খরচ করার জন্য উৎসাহ দান করিয়াছে। প্রথম হইল শরীয়ত মোতাবেক অধিক পরিমাণে খরচ করা। দ্বিতীয় গুনিয়া গুনিয়া দিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। ১নং গণনা করার অর্থ গুনিয়া গুনিয়া জমা করা, এই ছুরতে আল্লাহর তরফ হইতে তোমার জন্য দানের দরওয়াজাও সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। ২নং ফকীরদের হাতে সংখ্যা নিদৃষ্ট করিয়া দিও না তাহা হইলে তুমি খোদা তায়ালার তরফ হইতে অগণিত ছওয়াব পাইতে থাকিবে। হযরত আছমা একদিন হুজুর (ছঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন হুজুর! আমারত কিছুই নাই, যাহা কিছু সব জোবায়েরের হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তবু ও তুমি ছদকা করিতে থাক বাঁধিয়া রাখিও না।

জোবায়েরের হওয়া সত্বেও এই জন্য দান করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, জোবায়ের হয়তঃ হজরত আছমাকে মালের মালিক বানাইয়া দিতেন, অথবা হুজুরের জানা ছিল যে জোবায়োরের স্ত্রী দান করিলে জোবায়ের অসন্তুষ্ট হইবেন না।

হজরত জোবায়ের (রাঃ) বলেন একদা আমি প্রিয় নবীর দরবারে তাঁহার সম্মুখে গিয়া বসি, রাছুলে খোদা (ছঃ) সতর্ক করনার্থে আমার পাগড়ীর লেজুড় ধরিয়া এরশাদ করেন যে জোবায়ের আমি আল্লাহ তায়ালার বার্তাবাহক বিশেষ করিয়া তোমার জন্য ও সাধারণ ভাবে সারা বিশ্ব মানবতার জন্য, তুমি কি জান? আল্লাহ তায়ালা কি ফরমাইতেছেন? আমি বলিলাম আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলই সবচেয়ে বেশী জানেন, অতপর হুজুর (ছঃ) আরম্ভ করিলেন—আল্লাহ তায়ালা যখন আরশে বিরাজমান তখন সৃষ্ট জগতের প্রতি এক নজর দেখিয়া বলেন—বান্দাগণ! তোমরা আমার মাখলুখ, আমি তোমাদের প্রভু, তোমাদের রিজিক আমার হাতে; সুতরাং তোমাদের যে দায়িত্ব আমি নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছি সে সম্পর্কে তোমরা মাথা ঘামাইও না। তোমরা আমার নিকট রিজিক ভিক্ষা কর, হুজুর (ছঃ) আরও বলেন তোমাদের রব আর কি বলেন জান? তিনি বলেন হে বান্দা! তুমি মানুষের উপকারার্থে ব্যয় করিতে থাক আমিও তোমাদের জন্য ব্যয় করিতে থাকিব, মুক্ত হস্তে দান কর আমি ও মুক্ত হস্তে দান করিব। তুমি জমা করিয়া রাখিও না আমিও রাখিব না, তুমি সংকোচ করিও না, আমিও সংকোচ করিব না। রিজিকের দরওয়াজা আরশ সংলগ্ন সপ্ত আছমানে সর্বদা খোলা থাকে। আল্লাহ প্রত্যেক লোকের জন্য নিয়মানুসারে দানের ও ব্যয়ের পরিমাণের দরওয়াজা দিয়া রিজিক প্রেরণ করেন। যে অধিক ব্যয় করে তার জন্য অধিক আর যে কম ব্যয় করে তায় জন্য কম হিসাবে নাজিল হয়। যে মোটেই খরচ করে না তার জন্য মোটেই আসে না। জোবায়ের নিজেও খাইবে অন্যকেও খাওয়াইবে। বাঁচাইয়া রাখিও না তা না হইলে তোমার তরেও বন্ধ হইয়া যাইবে। গুনিয়া দিওনা, তবে তোমাকেও সেই হিসাবে দেওয়া হইবে। কৃপণতা করিও না নচেৎ তোমাকেও কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। জোবায়ের! আল্লাহ পাক খরচ করাকে পছন্দ করেন এবং কৃপণতাকে নাপছন্দ করেন। আল্লাহর উপর গভীর আস্থা থাকিলেই দানশিলতা আসে, আর অনাস্থার ফলে আসে কৃপণতা! যে আল্লাহর উপর আস্থাশীল সে জাহান্নামে যাইবে না আর যে সন্দিহান সে জাহান্নামী। জোবায়ের আল্লাহ পাক ছাখাওয়াতকে ভালবাসেন যদিও উহা এক টুকরা খেজুরই হউক না কেন, সাপ বা বিচ্ছু মারিতেও যদি বাহাদুরী

প্রকাশ পায় খোদা তায়ালা উহাকেও পছন্দ করেন, জোয়ায়ের ! দুর্যোগের সময় ছবর করাকে তিনি বড় পছন্দ করেন, এবং কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময় এমন একীনকে তিনি পছন্দ করেন যাহা সর্বদিকে বিস্তার হইয়া যায় এবং রিপুকে দমন করিয়া দেয়। সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সময় তিনি পরিপূর্ণ বিবেক বুদ্ধিকে পছন্দ করেন, অবৈধ এবং অপকর্মের সম্মুখে তাকওয়া ও পরহেজগারীকে পছন্দ করেন। হে জোবায়ের ! ভাইদের সম্মান করিবে, নেক লোকদের ইজ্জত করিবে, ভদ্রলোকদের একরাম করিবে, প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, পাপীদের সহিত পথও চলিবে না। যেই ব্যক্তি এই সব বস্তুর এহতেমাম করিবে সে আজাব এবং হিসাব কিতাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এইসব নছীহত আল্লাহ পাক করিয়াছেন আমাকে,. আর আমি করিতেছি তোমাকে। এই সব কথার উপর ভিত্তি করিয়াই প্রিয় নবী (ছঃ) হযরত আছমাকে জোবায়েরের মাল নিঃসঙ্কোচে খরচ করার নির্দেশ দিয়াছেন।

হজরত জোবায়ের হুজুর (ছঃ)-এর ফুফাত ভাই ছিলেন। এছাবা নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে হজরত জোবায়েরের দানের কোন সীমারেখা ছিল না। নিজস্ব এক হাজার গোলাম তাঁহার খাজনা যোগাইত উহার এক কপর্দকও ঘরে পৌঁছিত না। সর্বস্ব আল্লাহর রাস্তায় বিলাইয়া দিতেন, তার পরও দেখা যায় এন্তেকালের সময় তিনি বাইশ লক্ষ্য টাকা ঋণী ছিলেন। বোখারী শরীফে হযরত জোবায়েরের কর্জের ব্যাপার এইভাবে বর্ণিত আছে যে তিনি একজন জবরদস্ত আমানত দার ছিলেন, লোকে আমানত রাখিলে তিনি বলিতেন আমার নিকট আমানত রাখিবার জায়গা নাই। কর্জ হিসাবে রাখিয়া যাইতে পার, আমি খরচ করিয়া ফেলিব, প্রয়োজনের সময় নিয়া যাইও। এইভাবে অজস্র টাকা তিনি অকাতরে দান করিয়া দিতেন। শুধু তিনি কেন অধিকাংশ ছাহাবাদের ঐরূপ অভ্যাস ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) একদিন চারি শত দীনারের একটি থলিয়া গোলমকে দিয়া বলিলেন যাও ইহা আবু ওবায়দাকে দিয়া আস এবং সেখানেই অন্য কোন কাজে লিপ্ত হইয়া ইশারায় দেখিতে থাকিবা তিনি কি করিতেছেন। দীনার পাইয়া হজরত আবু ওবায়দা ওমরকে খুব দোয়া করিলেন ও থলিয়টা গোলামের হাতে দিয়া বলিলেন, অমুককে সাত দীনার অমুককে পাঁচ দীনার দিয়া

দাও, এইভাবে সমস্ত দীনার ঐ মজলিসেই খতম করিয়া দিলেন। গোলাম আসিয়া হযরত ওমরকে খুব কেচ্ছা শুনাইলেন তিনি আবার সেই পরিমাণ টাকা হযরত মোয়াজের নিকট পাঠাইলেন এবং গোলামকে সেই ভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে বলিলেন। তিনি ও দীনার পাইয়া বাঁদীর মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌছাইয়া শেষ করিয়া দেন, অবশেষে তাঁহার বিবি আসিয়া বলিলেন আমিও ত মিছকিন আমাকেও কিছু দাও। তিনি বিবির দিকে থলিয়টা ছুড়িয়া মারিলেন, বিবি দেখিলেন মাত্র দুই দীনার বাকী আছে। অবশিষ্ট সব বণ্টন হইয়া গিয়াছে। গোলাম আসিয়া হযরত ওমরের নিকট সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন ইহারা সবই একই নমুনার ভাই ভাই।

(৩) عن ابى سعيد (رض) قال قال رسول الله (ص)
ايما مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كساه الله من
خضر الجنة وايما مسلم اطعم مسلما على اجوع اطعمه
الله من ثمار الجنة وايما مسلم سقى مسلما على ظما سقاه
الله من الرحيق المختوم ○ (ابوداؤد. ترمذى)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করে আল্লাহ পাক তাহাকে জান্নাতের সবুজ বস্ত্র পরাইবেন আর যদি কেহ কোন ক্ষুধার্থকে খানা খাওয়ায় আল্লাহ পাক তাহাকে জান্নাতের ফল খাওয়াইবেন। আর যদি কেহ কোন পিপাসিতকে পানি পান করায় আল্লাহ পাক তাহাকে জান্নাতের মোহরযুক্ত শরাব পান করাইবেন। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

মোহর যুক্ত শরাব দ্বারা ঐ পবিত্র শরাব বুঝায় যাহা কোরআনে মজীদে বেহেশতীদের জন্য সুরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ছুরায়ে তাতফীফে আছে—

“নিশ্চয় নেককারগণ আরাম আয়েশে থাকিয়া তখতের উপর আরোহন করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জান্নাতের আজায়েব সমূহ দেখিতে থাকিবে। তুমি তাহাদের চেহারায় আনন্দের আভা প্রস্ফুটিত দেখিতে পাইবে। তাহাদিগকে মেশকের মোহরযুক্ত শরাব পরিবেশন করান হইবে। লোভী ব্যক্তিদের এমন বস্তুর প্রতিই লোভ করা উচিত।

হযরত মোজাহেদ বলেন, বর্ণিত রাহীক জান্নাতের বিশেষ শরাবের

নাম তাহাতে তাছনীমের আমেজ থাকিবে। তাছনীম হইতেছে বেহেশতীদের জন্য পরিবেশিত সর্বোত্তম শরাব। আল্লাহর নিকটতম বান্দারা উহা পান করিবে, আর নিম্নস্তরের বেহেশতীদের শরাবে তাছনীমের কিছুটা সংমিশ্রণ থাকিবে।

উল্লেখিত আয়াতের দুইটা অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ দাতা দুরাবস্থায় থাকিয়া ও দান করে অর্থাৎ দাতার কাপড় না থাকা সত্বেও অপরকে কাপড় পরায় দাতা ভূকা পেয়াছা থাকিয়াও অপরকে খাওয়ায় এবং পান করায়। এই ছুরতে এই হাদীছ ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ দাঁড়ায়, আল্লাহ পাক সেখানে ফরমাইয়াছেন—

"আর তাহারা নিজেদের ভীষণ অভাব থাকা সত্বেও অন্যকে অগ্রাধিকার দান করেন"।

দ্বিতীয় অর্থ হইল ফকীরের দুরাবস্থার উপর তাহাকে দান করে। এই ছুরতে অধিক মোহতাজকে দান করা স্বভাবিক ফকীরদেরকে দান করা অপেক্ষা উত্তম, যেমন ১০ নং হাদীছে গিয়াছে একটা মৃতপ্রায় কুকুরকে পান করাইবার দরুণ একটা পতিতা নারীর যাবতীয় পাপ মাফ হইয়া যায়। হযরত এবনে ওমর বর্ণনা করেন, যে নিজের ভাইয়ের অভাব মোচনের চেষ্টা করে আল্লাহ তায়ালা তাহার অভাব ঘুচাইয়া থাকেন, যে ব্যক্তি কোন মুছলমানকে বিপদ মুক্ত করেন হক তায়ালা তাহাকে দ্বীনের কোন মুছিবত হইতে মুক্ত করেন। আবার যে ব্যক্তি মুছলমানের দোষ ঢাকিয়া রাখিবে হক তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার দোষের উপর পর্দা ঢাকিয়া দিবেন। (মেশকাত)

একটি হাদীছে আছে যদি কেহ গোপন রাখিবার যোগ্য কোন বস্তু লক্ষ্য করার পর উহাকে গোপন করিয়া ফেলে তার ছাওয়াব ঐ ব্যক্তির ছওয়াবের সমতুল্য যে জীবিত কবরস্থ ব্যক্তিকে কবর হইতে উঠাইয়া তার প্রাণ রক্ষা করিল। আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন "তোমাদের মধ্যে যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে খরচ করিয়াছে আর যাহারা পরে করিয়াছে তাহারা কখনও সমান হইতে পারে না। "তার কারণ হইল এই যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানগণ দুর্বল ছিল বিধায় তাহাদের প্রয়োজন ছিল বেশী। ঐসব আনছার মোহাজেরদের শানে হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা অহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করিলেও তাহাদের এক 'মুদ'

অথবা আধা মুদ পরিমাণ দানের সমান ছওয়াব লাভ করিতে পারিবে না। এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে নবীয়ে করীম (ছঃ) মোহতাজ ফকীরদের দানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, হুজুর আরও এরশাদ করেন, ওয়ালিমার দাওয়াতে শুধু ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং ফকীরদেরকে বাদ দেওয়া হয় তাই ওয়ালিমার খানা হইল নিকৃষ্টতম খানা একটি হাদীছে আসিয়াছে কেহ যদি কোন মুছলমানকে এমন জায়গায় পানি পান করায় যেখানে পানি পাওয়া যায় সে একটা গোলাম আজাদ করার ছওয়াব পায়, আর যেখানে পানি পাওয়া না যায় সেখানে পান করাইলে সে যেন মৃত ব্যক্তির জীবন দান করিল। অন্য হাদিছে আছে আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ পছন্দনীয় আমল হইল ক্ষুধাতুরকে খাবার দান করা অথবা তাহার কর্জ পরিশোধ করিয়া দেওয়া অথবা তাহার কোন দুর্দশা মোচন করা।

ওবায়েদ বিন ওমায়ের বলেন কেয়ামতের দিন মানুষ ভীষণ ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়া উলঙ্গাবস্থায় উঠিবে। অতএব যেহু নিয়াতে কাহাকেও আহার করাইয়াছিল আল্লাহ পাক সেদিন তাহার পেট ভরিয়া দিবেন আর যে আল্লাহর ওয়াস্তে পানি পান কারাইয়াছিল আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সেদিন পিপাসামুক্ত করিয়া দিবেন, আবার যে কাহাকেও কাপড় পরাইয়াছিল আল্লহ পাক তাহাকে কাপড় পরাইবেন।

(১৪) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص)
الساعى على الارملة والمسكين كالساعى فى سبيل الله
واحسبه قال كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر ٥ (مشكوة)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি বিধবা নারীর ও মিসকীনের জরুরত পুরা করার চেষ্টা করে সে যেন জেহাদে লিপ্ত। আমার মনে হয় আরও ফরমাইয়াছেন, সে ঐ নামাজীর সমতুল্য যে নামাজে কোন আলসতা করে না, আর ঐ রোজাদারের সমতুল্য যে কখনও রোজা ভঙ্গ করে না। (মেশকাত)

"আর মেলা' শব্দের অর্থ হইল যে স্বামী হারা হইয়া গিয়াছে বা যে এখনও স্বামী গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই; এই উভয় প্রকার নারীর উপকারের চেষ্টার একই ফজীলত, চেষ্টার ফল হউক বা না হউক। অন্য হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি কোন মুছলমান ভাইয়ের উপকারের জন্য চলে সে আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে। আর একটি

হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি কোন বিপর্য্যস্থ ভাইয়ের সাহায্য করে আল্লাহ পাক এমন দিনে তাহার পদদ্বয়কে মজবুত রাখিবেন যেদিন পাহাড় পর্যন্ত আপন স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।

একটি হাদীছে এরশাদ হইতেছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের তুনিয়াবী কোন হাজত পূর্ণ করে আল্লাহ পাক তাহার সত্তরটি হাজত পূর্ণ করেন উহার মধ্যে সর্ব নিম্ন হইল তাহার গোনাহ মাফ করা, (কানজ) আরও এরশাদ হইতেছে যে ব্যক্তি সরকারের নিকট কাহারও প্রয়োজন পেশ করায় সাহায্য করে যদ্দ্বারা সে উপকৃত হয় বা তার কোন সমস্যা দূর হয় কেয়ামতের দিন পুলছেরাত পার হওয়ার সময় যখন বহু লোকের পা পিছলাইয়া যাইবে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার সাহায্য করিবেন।

সুতরাং সরকারী কর্মকর্তাদের উপর যাহাদের প্রভাব রহিয়াছে বা মুনিবের নিকট যেসব নওকরের প্রতিপত্তি রহিয়াছে তাহারা যেন অধীনস্তদের প্রয়োজনাদী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে। অন্যদের ঝামেলায় আমি কেন লিপ্ত হইব এই ধরনের চিন্তা না করা উচিত, কারণ পুলছেরাত পার হওয়া বড়ই কঠিন সমস্যা, অতএব এই সামান্য চেষ্টায় যদি উক্ত কঠিন সমস্যার সমাধান হয় তবে কতইনা সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু যাবতীয় কাজ যশ ও খ্যাতির জন্য না হইয়া শুধু আল্লাহর জন্য হইতে হইবে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ হইলে সম্মান ও খ্যাতি আপনা আপনি হাসিল হইয়া যাইবে, যাহা ইচ্ছা সত্বেও হয় না।

(১৫) عن ابى ذر (رض) قال قال رسول الله (ص) ثلثة يحبهم الله وثلثة يبغضهم الله ○ (الحديث)

“প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন আর তিন ব্যক্তিকে খুব বেশী না পছন্দ করেন, যেই তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন তাহারা হইল এই (১) জনৈক ভিক্ষুক কোন এক দলের নিকট আসিয়া আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু ভিক্ষা চাহিল, সে কোন আত্মীয়তার দোহাই দেয় নাই। উক্ত দলের লোকেরা তাহাকে কিছুই দিল না, কিন্তু এক ব্যক্তি গোপনে ভিক্ষুকের হতে কিছু দিল যাহা ফকীর ব্যতীত বা আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানিল না, এই ব্যক্তিকে খোদা তায়ালা ভালবাসেন। (২) একটি কাফেলা

রাত্রি বেলায় পথ চলিতে চলিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে ঘুমই তাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু বলিয়া মনে হয়, অতঃপর তাহারা নিদ্রা মগ্ন হইয়া পড়ে কিন্তু তখন এক ব্যক্তি নামাজে দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহর দরবারে অনুনয় বিনয় করে ও কোরান তেলাওয়াত করিতে শুরু করে। (৩) এক ব্যক্তি কোন মুজাহেদ বাহিনীতে শরীক হয়। শত্রুর মোকাবেলায় উক্ত বাহিনী পরাজয় বরণ করে, কিন্তু সেই ব্যক্তি দৃঢ় পদে বুক পাতিয়া দাঁড়ায় অতঃপর হয় শহীদ হইয়া যায়, না হয় বিজয়ী হয়, আর যাদেরকে আল্লাহ পাক না পছন্দ করেন সেই তিন শ্রেণী হইল—(১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (২) অহংকারী ভিক্ষুক, (৩) অত্যাচারী ধনী।

একটি হাদীছে আসিয়াছে তিনটি খাচ ওয়াক্তে দোয়া অবশ্যই কবুল হইয়া থাকে, ১নং যে ব্যক্তি এমন জনমানব শুন্য জঙ্গলে নামাজ পড়ে যে তাকে কেহই দেখে না, ২নং যে ব্যক্তি কোন জমাতের সহিত জেহাদে শরীক হয়, কিন্তু তার সঙ্গীরা সকলেই পলায়ন করিলে সে একাই বুক পাতিয়া যুদ্ধ করিতে থাকে এবং এক ব্যক্তি সে রাত্রে উঠিয়া আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন কোন কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি করিবেন না, তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না, আর তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১ম বৃদ্ধ জিনাকার ২য় মিথ্যাবাদী বাদশাহ, ৩য় অহঙ্কারী ফকীর, তাহাদেরকে পবিত্র করার অর্থ হইল তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিবেন না বা তাহাদের প্রশংসা করিবেন না। অন্য হাদীছে আসিয়াছে তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি হইল কছমখোর ব্যবসায়ী, অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের সময় কথায় কথায় শুধু কছম খায়। অন্য হাদীছে আছে আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে এক ব্যক্তি হইল সেই ব্যক্তি যাহাকে প্রতিবেশীরা কষ্ট দেয় কিন্তু সে ছবর করে ও এই অবস্থায় হয় মৃত্যু না হয় ছফর করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। আর অপ্রিয়জনের একজন হইল কছমখোর ব্যবসায়ী দ্বিতীয়জন অহংকারী ফকীর, তৃতীয় জন যে কৃপণ ব্যক্তি দান করিয়া পরে খোঁটা দেয়।

(১৬) عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله (ص) ان فى المال لحقا سوى الزكوة ثم تلا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الاية ○

ফাতেমা বিন্তে কয়েছ বর্ণনা করেন প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন ধন সম্পদের মধ্যে জাকাত ব্যতীত আরও কিছু হক রহিয়াছে, তারপর হুজুর এই আয়াত তেলাওয়াত করেন লাইছাল বেরর়া---

এই আয়াত দ্বারা হুজুর (ছঃ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, জাকাত ব্যতীত মালের মধ্যে অন্যান্য হকও রহিয়াছে, যেহেতু মালকে আত্মীয়স্বজন এতীম গরীব মিসকীন, মোছাফের এবং গোলাম আজাদ করার মধ্যে খরচ করার উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে, তারপর ভিন্ন ভাবে জাকাতের উল্লেখ করা হইয়াছে।

মোছলেম বিন ইয়াছার বলেন, নামাজ দুই প্রকার ফরজ ও নফল, জাকাতও দুই প্রকার ফরজ ও নফল। উভয় প্রকারের কথা কোরানে উল্লেখ রহিয়াছে, তারপর তিনি কোরানের আয়াত পাঠ করিয়া প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন। আল্লামা তীবি বলেন হাদিছে বর্ণিত 'হক শব্দের অর্থ হইল ভিক্ষুককে, কর্জ প্রার্থীকে, ঘরের মামুলী সাজ সরঞ্জাম যেমন হাড়ি বাটি, দা, কুড়াল, পানি লবণ আগুণ ইত্যাদি চাহিলে বঞ্চিত না করা। মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন হাদীছে জাকাত ছাড়া আর যে সব দানের কথা উল্লেখ আছে উহার উদ্দেশ্য হইল আত্মীয়তা রক্ষা করা এতীম মিসকীন মোছাফের ও ভিক্ষুককে দান করা এবং মানুষের ঘাড়কে দাসত্ব মুক্ত করা। (মেশকাত)

মাজাহেরে হক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে মোমেনদের এই মর্মে প্রশংসা করেন যে তাহারা আত্মীয় স্বজনও এতীম ইত্যাদিকে দান করে, তারপর নামাজ ও জাকাত আদায় করার উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রশংসা করেন, ইহা দ্বারা পরিস্কার প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন খাতে মাল দান করা ভিন্ন জিনিস আর জাকাত আদায় করা ভিন্ন জিনিস।

আল্লামা জাচ্ছাছ রাজী বলেন কোন কোন ওলামাদের মতে আয়াত শরীফে ওয়াজেব হক্‌ক সমূহ বুঝান হইয়াছে, যেমন সংকটাপন্ন আত্মীয়দের সাহায্য করা অথবা বিপদ গ্রস্থ মানুষের সাহায্য করা। তারপর আল্লামা হুজুরের বাণী "মালের মধ্যে জাকাত ছাড়াও হক রহিয়াছে" ইহার উল্লেখ করিয়া বলেন—ইহা দ্বারা অবশ্য করণীয় হক সমূহও হইতে পারে আর নফল হকুকও হইতে পারে।

ফৎওয়ায়ে আলমগিরীতে আছে যখন কোন দরিদ্র বাহিরে গিয়া অর্থ উপার্জন করিতে অক্ষম হয় তখন যাহাদের তাহার হালত জানা আছে তাহাদের উপর এই পরিমাণ খানা তাহাকে দেওয়া জরুরী যদ্দ্বারা সে বাহিরে গিয়া ফরজ আদায় করিতে সক্ষম হয়। আর যদি তাহার সামর্থ না থাকে তবে যাদের সামর্থ আছে তাহাদেরকে জানাইতে হইবে। যদি সেই অভাব গ্রস্থ ক্ষুধায় মারা যায় তবে আশেপাশের সবাই গোণাহগার হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে যদি সেই অভাবী ব্যক্তি বাহির হইবার সামর্থ রাখে কিন্তু উপার্জনে সক্ষম নয়; তখন জ্ঞাত ব্যক্তিদের হঙ্কা করিয়া তাহাকে সাহায্য করা জরুরী, আর যদি সে উপার্জন করিতে সক্ষম হয় তবে তার পক্ষে ভিক্ষা করা হারাম। তৃতীয় কথা হইল ফকীর যদি বাহির হইতে সক্ষম হয় অথচ উপার্জন করিতে অক্ষম তখন তার জন্য ভিক্ষা করা জরুরী এবং ভিক্ষা না করিলে গোনাহ্গার হইবে।

(আলমগিরী)

কোন্ বস্তু কেহ চাহিলে নিষেধ করা নাজায়েজ

(১৭) عن بهيسة عن ابيها قالت قال يا رسول الله (ص)
ما الشيء الذى لا يحل منعه قال الماء قال يا نبى الله
ما الشيء الذى لا يحل منعه قال الملح قال يا نبى الله
ما الشيء الذى لا يحل منعه قال ان تفعل الخير خير لك
مشكوة ٥

হজরত বোহায়ছা (রাঃ) বলেন আমার বাবাজান নবীয়ে করিম (ছঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হুজুর! কোন্ বস্তু কেহ চাহিলে নিষেধ করা নাজায়েজ? হুজুর ফরমাইলেন পানি। আবার জিজ্ঞাসা করিলে হুজুর ফরমাইলেন লবণ, আবার প্রশ্ন করিলে বলেন যে কোন নেক কাজ করাই তোমার জন্য মঙ্গল। (মেশকাত)

পানির দ্বারা উদ্দেশ্য যদি কুয়ার পানি হয় আর লবনের উদ্দেশ্য খনির লবণ হয় তবে সত্যই কাহাকেও উহা হইতে ফিরান শরীয়তে নাজায়েজ, আর যদি উহা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয় তবে হুজুরের উদ্দেশ্য হইল এত সাধারণ জিনিস হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করার কোন কারণ নাই যেহেতু ইহাতে দাতার কোন ক্ষতি হয় না অথচ গ্রহিতার

বড় উপকার হয় ?

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন তিন বস্তুতে বাধা প্রদান করা জায়েজ নাই ; পানি, লবণ, আগুন ; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর ! পানির ব্যাপারটাত বুঝে আসিল, কিন্তু লবণ এবং অগুনের ব্যাপার বুঝে আসিল না. হুজুর ফরমাইলেন ‘হোমায়রা” (আয়েশার স্নেহ প্রসুত নাম) আগুন দান করিলে যেমন নাকি সেই আগুন দ্বারা পাকানো যাবতীয় খাদ্য দান করিল, আর লবণ দান করিলে যেমন নাকি লবণ দ্বারা স্বাদযুক্ত যাবতীয় খাগু দান করিল. অতঃপর হুজুর (ছঃ) একটা বিধি বিধান ফরমাইলেন, “যতটুকু ভাল কাজ করিবে উহাই তোমার জন্য মঙ্গল” বাস্তবিক পক্ষে কাহরেও সহিত এহছান করার অর্থই হইল নিজের উপর এহছান করা।

(১৮) عن سعد بن عبادة (رض) قال يارسول الله (ص)
ان ام سعد ماتت فاى الصدقة افضل قال الماء فحفر
نهرا وقال هذه لام سعد ○ (مشكوة)

হজরত ছায়াদ (রাঃ) আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ ! ছায়াদের মাতা এন্তেকাল করিয়াছেন, তাহার জন্য কিরূপ ছদকা উত্তম হইবে ? হুজরত (ছঃ) ফরমাইলেন ‘পানি, তদনুসারে ছায়াদ তাহার নামে একটি কূপ খনন করিয়া দেন। (মেশকাত)

পানিকে সর্বোত্তম বলা হইয়াছে, কেননা সকলের জন্য পানির প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত ব্যাপক, তদুপরি তখনকার দিনে মদিনায়ে মোনাওয়ারায় পানির প্রয়োজনীয়তা ছিল বেশী। একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি পানির ব্যবস্থা করিবে এবং উহা হইতে মানুষ, জিন, পশুপক্ষী যত প্রাণী পান করিবে, কেয়ামত পর্যন্ত তার ছওয়াব ঐ ব্যক্তি লাভ করিবে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মোবারকের খেদমতে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া আরজ করিল, হুজুর ! আমার হাঁটুতে সাত বৎসরের পুরাতন একটা জখম আছে বহু ডাক্তার ও ঔষধের আশ্রয় লইয়াছি কিন্তু সব ব্যর্থ। হজরত এবনে মোবারক বলেন, যেখানে পানির অভাব সেখানে একটা কূপ খনন করিয়া দাও আমি আল্লাহর দরবারে আশা করি কূপ হইতে পানি বাহির হইবার সাথে সাথে তোমার জখমের রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে।

বাস্তবিকই লোকটি যখন কূপ খনন করিল তখন তাহার গায়ের জখমও ভাল হইয়া গেল, বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবদুল্লাহ হাকেমের মুখ মণ্ডলে ক্ষত দেখা দিয়াছিল, তিনি ওস্তাদ আবু ওছমান ছাবুনীর নিকট দোয়ার অনুরোধ জানাইলেন। জুমার দিন ছিল তিনি দোয়া করিতে লাগিলেন ও লোকজন আমীন বলিতে লাগিল, পরের জুমার দিন জনৈকা নারী তাঁহার দরবারে এক টুক্‌রা কাগজ পেশ করিল, তাহাতে লেখা ছিল— আমি ঘরে গিয়া হজরত হাকেমের জন্য খুব বিনয়ের সহিত দোয়া করিতে ছিলাম। রাত্রি বেলায় হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত নছীব হয়। হুজুর এরশাদ করেন হাকেমকে বল সে যেন মুছলমানদের জন্য পানির ব্যবস্থা করিয়া দেয়। হাকেম এই কথা শুনিয়া ঘরের সামনে একটা পানির ট্যাঙ্কি নির্মাণ করিয়া দেন উহার মধ্যে বরফ ঢালারও ব্যবস্থা করেন, ফলে একসপ্তাহের মধ্যে তাহার চেহারা ভাল হইয়া আগের চেয়ে উজ্জল হইয়া যায়। একটি হাদীছে আসিয়াছে হজরত ছায়াদ (রাঃ) বলেন হুজুর আমার আম্মা জীবিত থাকিতে আমার মাল দ্বারা হজ্জ করিতেন ও ছদকা খয়রাত করিতেন, এখন আমি যদি তাঁহার তরফ হইতে এইসব আদায় করি তিনি কি ছওয়াব পাইবেন ? হুজুর বলেন নিশ্চয় পাইবে। এই প্রকার জনৈক মেয়েলোককেও হুজুর (ছঃ) তাহার মায়ের তরফ থেকে ছদকা করিতে হুকুম করেন। আপন মাতা-পিতা ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন যাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের কোন সম্পদ তোমাদের হাতে আসিয়াছে অথবা কোন লোকের যদি তোমাদের উপর বিশেষ কোন দান থাকে, এবং ওস্তাদ পীর-মাশায়েখ প্রভৃতির উপর ছওয়াব রেছানী করা তোমাদের উপর নেহায়েত জরুরী, ইহা বড়ই লজ্জার ব্যাপার যে, একটা লোক জীবিতাবস্তায় তুমি তাহার দ্বারা উপকৃত হইবে অথবা ত্যাজ্য সম্পত্তি ভোগ করিবে অথচ মৃত্যুর পর তাহাকে ভুলিয়া যাইবে। মানুষ মরণের পর যাবতীয় আমল হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়, শুধু মাত্র ছদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব পায়, আর অন্যান্যরা ছওয়াব রেছানী এবং দোয়ার এন্তেজার করিতে থাকে।

হাদীছে আসিয়াছে মৃত ব্যক্তি কবরে সেই ডুবন্ত ব্যা

অবস্থায় পতিত হয় যে চারি দিক থেকে শুধু সাহায্যের আশায় করিয়া থাকে আর বাপ ভাই বা কোন বন্ধুর তরফ হইতে কিছুটা দোয়ার হাদিয়া পৌছিবে এই এন্তেজারে থাকে। কোন প্রকার সাহায্য পাইলে উহা তাহার নিকট তামাম দুনিয়ার চেয়ে অধিকতর প্রিয় বলিয়া মনে হয়।

বাশার বিন মানছুর বর্ণনা করেন এক ব্যক্তি প্লেগের জামানায় জানাজায় বেশী বেশী করিয়া শরীক হইত ও সন্ধ্যা বেলায় কবরস্থানের গেইটে দাঁড়াইয়া এই দোয়া পড়িত—

اَنَسَ اللّٰهُ وَحْشَتَكُمْ وَرَحِمَ غُرْبَتَكُمْ وَتَجَاوَزَ عَنْ

سَيِّئَا تِكُمْ وَقَبِلَ اللّٰهُ حَسَنَا تِكُمْ ○

অর্থাৎ—আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গ দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিন এবং তোমাদের অসহায় অবস্থার প্রতি রহম করুণ, তোমাদের গুণাহ সমূহ মাফ করুন এবং নেকী সমূহ কবুল করুন।

এ দোয়া পড়িয়া সে প্রতিদিন চলিয়া যাইত। ঘটনাক্রমে সে এক দিন পড়িতে পারে নাই, রাত্রি বেলায় স্বপ্নে দেখে যে বিরাট এক জমাত তাহার নিকট হাজির, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে? তাহারা বলিল আমরা কবরস্থানের বাসিন্দা, প্রতিদিন আপনার তরফ হইতে হাদিয়া পৌছিত। তিনি বলিলেন কেমন হাদিয়া? তাহারা বলিল আপনি যে প্রতিদিন সন্ধা বেলা দোয়া করিতেন উহা হাদিয়া স্বরূপ আমাদের নিকট পৌছিত। হজরত বাশার বলেন তার পর হইতে সে আর কখনও দোয়া তরক করে নাই।

ইছালে ছওয়াব

বাশ্শার বিন গালেব নজরানী বলেন আমি হজরত রাবেয়া বছরীর জন্য খুব দোয়া করিতাম। একদিন স্বপ্ন যোগে তিনি আমাকে বলিলেন বাশ্শার তোমার হাদিয়া আমার নিকট নূরের তস্তরীতে করিয়া রেশমী গেলাফে ঢাকা অবস্থায় পৌছিয়া থাকে। আমি বলিলাম সেটা কি জিনিস? তিনি বলিলেন মুর্দাদের জন্য মুছলমানের যে সব দোয়া কবুল হইয়া থাকে উহা নূরের বরতনে করিয়া রেশমী গেলাফে ঢাকা অবস্থায় তাহার নিকট পৌছে ও বলা হয় ইহা অমুকের তরফ হইতে তোমার জন্য হাদিয়া আসিয়াছে।

আল্লামা নববী (রঃ) লিখিয়াছেন মুর্দার নিকট ছদকার ছওয়াব পৌছার ব্যাপারে মুছলমানের মধ্যে কোন এখতেলাফ নাই। ইহাই সঠিক মত। যাহারা লিখিয়াছে মওতের পর মুর্দার নিকট আর কোন ছওয়াব পৌছেনা উহা সম্পূর্ণ বাতেল মতবাদ। উহা কোরান হাদীছ ও এজমায়ে উম্মতের খেলাফ।

শায়েখ তকিউদ্দিন বলেন যাহারা মনে করে যে মৃত ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের আমলেরই ছওয়াব পায় তাহারা উম্মতের একটা সর্বসম্মত মতবাদের বিরোধিতা করে। কারণ এজমায়ে উম্মত হইল যে, মানুষের দোয়া মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে। হুজুরে আকরাম (ছঃ) ও আম্বিয়ায়ে কেরাম ময়দানে হাশরে সুপারিশ করিবেন। বুজুর্গানে দ্বীন ও সুপারিশ করিবেন! তদুপরি ফেরেশ্তাগণ মোমেনদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করেন এই সবইত অন্যের আমল দ্বারা লাভবান হওয়া। তাছাড়া আল্লাহ পাক স্বীয় মেহেরবাণীতে অনেকের গুনাহ্ মাফ করিবেন। মোমেনদের আওলাদ পিতা মাতাকে সাথে করিয়া জান্নাতে গমন করিবে। বদলী হজ্ব করিলে মৃত ব্যক্তির জিম্মা হইতে ফরজ আদায় হইয়া যায়। এই সবই অন্যের আমলের দ্বারা লাভবান হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

জনৈক বুজুর্গ বলেন আমার ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাহার হালত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে আমার দিকে একটা আগুণের শিখা আসিতেছিল, কোন এক ব্যক্তির দোয়ার বরকতে উহা আমার নিকট আসিতে পারে নাই। দোয়া না হইলে আমার উপায় ছিল না।

আলী বিন মুছা হাদ্দাদ (রঃ) বলেন আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সাথে কোন এক জানাজায় শরীক ছিলাম। মোহাম্মদ বিন কোদামা জওহারীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সেই লাশ দাফন হওয়ার পর এক অন্ধ ব্যক্তি কবরের পার্শে বসিয়া কোরআন পড়িতে লাগিল। ইমাম সাহেব বলেন এইরূপ তেলাওয়াত করা বেদআত। ফিরিয়া আসিয়া মোহাম্মদ বিন কোদামা ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মোবাশ্বের বিন ইছমাইল আপনার মতে কেমন লোক? ইমাম সাহেব বলেন তিনি

খুব বিশ্বস্থ লোক। এব্‌নে কোদামা জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শিখিয়াছেন? তিনি বলেন হ্যাঁ শিখিয়াছি। তারপর মোহাম্মদ বিন কোদামা বলেন মোবাশ্বের আমাকে বলিয়াছেন আবদুর রহমান বিন আলা বিন জাল্লাজ স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতার এন্তেকালের সময় তিনি তাঁহার কবরের পার্শ্বে ছুরায়ে বাকারার প্রথমাংশ তেলাওয়াত করার অছিয়ত করিয়া গিয়াছেন সাথে সাথে তিনি ইহাও বলেন যে; আমি হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমরকে এইরূপ অছিয়ত করিতে শুনিয়াছি। ইমাম সাহেব এই ঘটনা শুনিয়া এব্‌নে কোদামাকে বলেন যাও তুমি অন্ধকে কোরআন তেলাওয়াত করিতে বল।

মোমাম্মদ বিন আহমদ মারওয়াজী বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রঃ) বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমরা কবরস্থানে যাও তখন ছুরায়ে ফাতেহা, কুলহুয়াল্লাহ, কুল আউজু বিরাব্বিল্ ফালাকে, কুল আউজু বিরাব্বিন্নাছে পড়িয়া মুর্দাদের জন্য বখ্‌শিশ করিয়া দিও। ইহার ছওয়াব তাহারা পাইয়া যাইবে। বজলুল মাজহুদ গ্রন্থে লিখিত আছে কেহ রোজা নামাজ বা ছদকা করিয়া অন্য কাহাকেও বখশিয়া দিলে সে পাইয়া যাইবে, চাই সে জীবিত হউক বা মৃত হউক। হজরত আবু হোরায়রা রাঃ) বলেন এমন কোন ব্যক্তি কি আছেযে এই কথার জিম্মাদারী নিতে পারে যে, সে বসরার নিকটবর্তী মসজিদে আশ্‌শারে গিয়া দুই রাকাত বা চার রাকাত নামাজ পড়িয়া বলে ইহার ছওয়াব আবু হোরায়রার জন্য দান করা হইল। মুল কথা আপন প্রিয় মুর্দাদের জন্য ছওয়াব রেছানী করা খুবই জরুরী, তাহাদের হক ছাড়াও অতিসত্বর মৃত্যুর পর তাহাদের সহিত মিলিতে হইবে তখন কত বড় লজ্জা হইবে। কত বড় অন্যায় কথা তাহাদের মাল ও এহছান দ্বারা উপকৃত হওয়া সত্বেও তাহাদেরকে ভুলিয়া যাওয়া।

মৃত্যুর পর তিনটি ব্যতীত যাবতীয় আমল বন্ধ হইয়া যায়

(১৯) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص)
اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة الا من
صدقة جارية وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعوله ٥

"নবীয়ে করীম (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষ যখন মরিয়া যায় তখন তাহার সমস্ত আমল বন্ধ হইয়া যায়, তবে তিনটা আমলের ছওয়াব সে মৃত্যুর পরেও পাইতে থাকে। ১ম ছদকায়ে জারিয়া, ২য় যেই এলেমের দ্বারা লোকে উপকৃত হয়, ৩য় ঐ নেক সন্তান যে মৃত্যুর পর তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে।"

আল্লাহ পাকের কত বড় মেহেরবানী যে, মানুষ যদি চায় যে মৃত্যুর পরেও সে কবরে শুইয়া শুইয়া আরাম করিবে ও তাহার নেক আমল বাড়িতে থাকিবে তাহার ও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম হইল ছদকায়ে জারিয়া, যেমন মসজিদ মাদ্রাসা মুছাফেরখানা, বা পুল অথবা পানির ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া, যতদিন পর্যন্ত মসজিদে নামাজ হইবে, মাদ্রাসায় এলেমের চর্চা হইবে ও দান করা জিনিস দ্বারা মানুষ উপকৃত হইতে থাকিবে ততদিন সে ছওয়াব পাইতে থাকিবে। এই ভাবে যদি কোন তালেবে এলেমের সাহায্য করিল বা কাহাকেও কোরান শরীফ ও কিতাব দান করিল অথবা কাহাকেও হাফেজ বানাইয়া গেল তাহারা এলেম শিখিয়া আবার অন্যকে পড়াইল, এইভাবে যতদিন এলেমের ছিলছিলা চলিতে থাকিবে ততদিন তার আমল নামায় ছওয়াব লেখা হইতে থাকিবে। তাই তাহারা সাহায্যকারীর রুহের উপর ছওয়াব রেছানী করুক বা না-ই করুক, আল্লাহ ও রাছুলের বিধান মোতাবেক সে ছওয়াব পাইতে থাকিবে।

বড়ই ভাগ্যবান ঐ সব লোক যাহারা দ্বীনকে জিন্দা রাখার ব্যপারে নিজেদের অর্থ সম্পদকে সর্বশক্তি দিয়া নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে। এই দুনিয়ার জিন্দেগী স্বপ্নের চেয়ে অধিক কিছু নয়, কাহারো জানা নাই যে কখন হঠাৎ করিয়া এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ছাড়িয়া যাইতে হয়, সুতরাং যাহা কিছুই মূলধন নিজের জন্য রাখিয়া যাইবে উহাই চিরস্থায়ী এবং চির উপকারী। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পুত্র সকলেই দু-চার দিন কান্না কাটি করিয়া নিজ নিজ কাজে কর্মে লাগিয়া যাইবে। প্রকৃত কাজে আসিবে ঐসব বস্তু যাহা মানুষ নিজের জীবন থাকিতেই কখনও ধ্বংস হইবার নয় এমন এক সুরক্ষিত ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখিবে, যাহার ফায়েদা সে কেয়ামত পর্যন্ত ভোগ করিতে থাকিবে।

হাদীছে উল্লেখিত আরেক বস্তু হইল নেক আওলাদ, যে মৃত্যুর পর তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকিবে। প্রথমতঃ নেক সন্তান বানাইয়া

যাওয়াই একটা ছদকায়ে জারিয়া, কেননা নেক সন্তান যত প্রকার নেক কাজ করিবে মাতা পিতার আমল নামায় উহার একটা অংশ স্বাভাবিক ভাবেই পৌছিয়া যাইবে। তত্বপরি সন্তান যদি দোয়া করে উহা ত পৌছিতেই থাকিবে।

জনৈকা মহিলার কেচ্ছা

বাহিয়া নামক জনৈকা পূন্যবতী মহিলা এন্তেকালের সময় আছমানের দিকে মাথা উঠাইয়া বলিল হে জাতে পাক! তুমিই একমাত্র আমার আশা ভরসা ও আশ্রয়স্থল, আমাকে মৃত্যুর সময় বে-ইজ্জত করিও না এবং কবরের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ফেলিও না। যখন তাহার এন্তেকাল হইয়া গেল তখন তাহার ছেলে প্রতি জুমার দিন তাহার কবরের ধারে গিয়া কোরান শরীফ পড়িয়া তাহাকে ছওয়াব বখশিশ করিয়া দিত এবং তার জন্য ও সমস্ত কবরবাসীর জন্য দোয়া করিত। একদিন সেই ছেলে তাহার মাতাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল আম্মা! তোমার কি অবস্থা; সে উত্তর করিল মওতের কষ্ট ভীষণ কষ্ট, আমি আল্লাহর মেহেরবাণীতে কবরে বড় শান্তিতে আছি। আমার নীচে রাইহানের বিছানা আছে ও রেশমের তাকিয়া লাগানো আছে। কেয়ামত পর্যন্ত আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করা হইবে। ছেলে বলিল আম্মা আমি কি আপনার কোন খেদমত করিতে পারি? সে বলিল তুমি প্রতি শুক্রবার আমার কবরের পার্শ্বে আসিয়া কোরান পড়াকে কখনও ত্যাগ করিবে না। তুমি যখন আস তখন সমস্ত কবরস্থান ওয়ালা আমার নিকট সন্তুষ্ট চিত্তে আসিয়া ভিড় জমায় ও আমাকে খবর দেয় তোমার ছেলে আসিয়া গিয়াছে। তোমার আগমনে তাহারা খুবই সন্তুষ্ট হয়। ছেলে বলে যে তার পর হইতে আমি আরও বেশী এহ্‌তেমামের সহিত প্রতি জুমায় সেই কবরস্থানে যাইতাম; একদিন আমি স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইলাম যে, নারী পুরুষের এ বিরাট দল আমার নিকট হাজির। আমি তাহাদিগকে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল আমরা তোমার শোকরিয়া আদায় করিতে আসিয়াছি। যেহেতু প্রতি শুক্রবার তুমি আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করিতে থাক: ইহাতে

আমরা বড় আনন্দিত হই, এই ছিলছিলাকে তুমি বন্ধ করিও না।

অন্য একজন আলেম বলিতেছিল জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইল যে হঠাৎ একটি কবরস্থান ফাটিয়া গেল এবং সেখান হইতে অনেক গুলি মুর্দা বাহির হইয়া আসিয়া আশপাশ হইতে কি যেন সংগ্রহ করিতে লাগিল, আর এক ব্যক্তি দিব্যি আরামে বসিয়া আছে। আমি তার নিকট গিয়া ছালাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ভাই ইহারা কি তালাস করিতেছে আর তুমিইবা নিশ্চিন্তে কেন বসিয়া আছ। সে বলিল এই কবরস্থান ওয়ালাদের জন্য যে সব ছদকা, দোয়া দুরূদ ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকে ইহারা উহার বরকত সমূহ সংগ্রহ করিতেছে। আর আমি এই জন্য নিশ্চিন্তে বসিয়া আছি যে, আমার এক ছেলে অমুক বাজারে জিলাবী বিক্রয় করিয়া থাকে। সে দৈনিক এক খতম কোরআন শরীফের ছওয়াব আমার জন্য পাঠাইয়া থাকে। লোকটি বলিল আমি ভোর বেলায় উঠিয়া বাজারে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে বাস্তবিকই সেই যুবক জিলাবী বিক্রয় করিতেছে আর তাহার ঠোঁট নড়িতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি পড়িতেছ? সে উত্তর করিল আমি দৈনিক এক খতম কোরান শরীফ পড়িয়া আমার বাবার রুহের উপর বখশাইয়া থাকি। এই ঘটনার বেশ কিছু দিন পর আমি আবার স্বপ্নে দেখিতে পাই যে, সেই কবরস্থানের লোকজন আগের মত কি যেন সংগ্রহ করিতেছে, আর তাদের সাথে সাথে সেই লোকটিকেও সংগ্রহ করিতে দেখিলাম, যার সাথে আগে কথাবার্তা হইয়াছিল। এই স্বপ্নে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভোর বেলা উঠিয়া সেই বাজারে গেলাম এবং খবর নিয়া জানিতে পারিলাম সেই যুবকটির এন্তেকাল হইয়া গিয়াছে।

হজরত ছালেহ মুররী (রাঃ) ফরমাইতেছেন আমি একবার খুব প্রত্যুষে জামে মসজিদে ফজর নামাজ আদায় করিতে রওয়ানা হইয়াছিলাম। পথিমধ্যে জমাতের এখনও বিলম্ব আছে মনে করিয়া একটি কবর স্থানের খানিকটা পাশে বসিয়া পড়িলাম, আমার নিদ্রা আসিয়া গেল ও আমি স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, সেই কবরস্থান হইতে বহুলোক হাসি খুশি বাহির হইয়া আসিল, আপোসে কথা বার্তা বলিতে লাগিল,

আর একজন যুবক কবর হইতে বাহির হইয়া ময়লা কাপড় পরিহিত অবস্থায় বিষন্ন মনে বসিয়া রহিল। একটু পরেই আছমান হইতে অনেক ফেরেশ্‌তা অবতরণ করিল, প্রত্যেকের হাতে নূরের ঢাকনায় আবৃত খাঞ্চা সমূহ দেখিতে পাইলাম। তাহারা প্রত্যেকের হাতে একটা খাঞ্চা দিতে লাগিল ও মুর্দাগণ আপন আপন কবরে চলিয়া যাইতে লাগিল, পরিশেষে সেই যুবকটি খালী হাতেই কবরে প্রবেশ করিতে লাগিল আমি দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কেন ভাই তুমি এত চিন্তিত আর এইসব খাঞ্চাইবা কি, যুবক উত্তর করিল ভাই এই সব খাঞ্চা তাহাদের জীবিত আত্মীয়দের প্রেরিত হাদিয়া, আমাকে [illegible] মত কেহ নাই, তবে মাত্র এক মা আছেন তিনি বাবা ইন্তেকালের পর অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়া আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি তাহার মায়ের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম ও ভোর বেলায় তার মায়ের কাছে গিয়া পর্দার আড়ালে থাকিয়া স্বপ্নে দেখা তার ছেলের বৃত্তান্ত বলিলাম। মহিলাটি বলিল নিশ্চয় আমার ছেলে ছিল, আমার কলিজার টুক্‌রা ছিল। সে আমাকে এক হাজার দেরহাম দান করিয়া বলিল আপনি ইহা আমার চক্ষের পুতলী ছেলের জন্য ছদকা করিয়া দিবেন, অতঃপর আমিও সর্বদা তাহাকে ছদকা এবং দোয়ার দ্বারা স্মরণ করিতে থাকিব। হযর'ত ছালেহ বলেন আমি পুনরায় যেই কবরস্থান ওয়ালাদের স্বপ্নে দেখিতে পাই। তন্মধ্যে সেই নওজওয়ানকে অপূর্ব পোষাক পরিহিত খুব আনন্দিত দেখিতে পাই। সে আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল ছালেহ! তোমার হাদিয়া আমার নিকট পেঁৗছিয়া গিয়াছে। এইরূপ বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি চায় যে, আমার সন্তানগণ মৃত্যুর পরেও আমার কাজে আসুক তবে যেন সাধ্যমত তাহাদিগকে নেক বানাইবার জন্য চেষ্টা করে ইহাতে প্রকৃত পক্ষে নিজের উপকার ছাড়াও তাহাদের ও বিরাট উপকার করা হইল। আল্লাহ পাক ফরমাইতেছেন—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ٥

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজের নফছকে এবং আপন পরিবার

পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা কর।

জায়েদ বিন আছলাম বলেন নবীয়ে করীম (ছঃ) যখন এই আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেন তখন ছাহাবারা প্রশ্ন করেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ! পরিবার পরিজনকে কি করিয়া বাঁচাইতে হইবে? হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তাহাদিগকে এমন কাজের হুকুম করিবে যদ্‌দ্বারা আল্লাহ পাক রাজী হয় আর এমন কাজ হইতে নিষেধ করিবে যাহাতে আল্লাহ পাক নারাজ হয়। প্রিয় রাছুল (ছঃ) এরশাদ করেন আল্লাহ পাক ঐ পিতার উপর রহম করুণ যে সন্তানকে এমন কাজে সাহায্য করে যদ্‌দ্বারা সন্তান পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করে। নাফরমানী না করে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে সন্তানের জন্মের সপ্তম দিবসে আকীকা করিয়া তাহার নাম রাখিতে হইবে। ছয় বৎসর বয়সে তাহাকে আদব কায়েদা শিখাইবে। নয় বছরের সময় তাহাকে ভিন্ন বিছানায় শোয়াইবে। তের বছরের সময় নামাজ না পড়িলে তাহাকে মারধর করিতে হইবে! ষোল বৎসর বয়স হইলে তাহাকে বিবাহ করাইতে হইবে। অতঃপর পিতা তাহার হাত ধরিয়া বলিবে আমি তোমাকে আদব শিখাইয়াছি। এলেম শিখাইয়াছি, শাদী করাইয়াছি। এখন আমি দুনিয়াতে তোমার ফেত্‌না হইতে আখেরাতে তোমার কারণে আজাব ভোগ করা হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাহিতেছি।

তোমার কারণে আজাব ভোগ করার অর্থ হইল পিতার অসাবধানতার কারণে পুত্র যদি গোনাহের কাজে লিপ্ত হয় তবে শুধু পুত্রকে নয় পিতাকেও আজাব ভোগ করিতে হইবে। অতএব ছোটদের সন্মুখে অন্যায় করা হইতে বিশেষভাবে বিরত থাকিবে। এই হাদীছে নামাজের হুকুমের জন্য তের বৎসরের উল্লেখ আছে। অন্যান্য হাদীছে আসিয়াছে সাত বৎসরের সময় নামাজের হুকুম করিবে, দশ বৎসরের সময় না পড়িলে মারধর করিবে। রেওয়ায়েত হিসাবে এই হাদিছটিই অধিক মজবুত।

এবনে মালেক বলেন আওলাদ নেককার হওয়ার শর্ত এই জন্য যে, বদকার সন্তানের ছওয়াব পেঁৗছায় না। আর দোয়ার শর্ত সন্তানদের উৎসাহিত করার জন্য করা হইয়াছে, নতুবা সন্তান দোয়া করুক বা না-ই করুক নেক আওলাদের ছওয়াব পেঁৗছিয়াই যায়। যেমন কেহ বৃক্ষ